হিকরি ডিকরি ডক

হিকরি ডিকরি ডক
ঘড়ির দিকে ছুটে যায় ছোট্ট নেংটি ইঁদুর
ঘড়িতে তখন একটার ঘণ্টাধ্বনি

পোয়ারোর মুখে মুচকি হাসি। কারণ দুটি খুন আর কিছু অসামঞ্জস্য কর্মকাণ্ড ধরে ফেলেছেন। ঘটনাগুলি পরপর ঘটে গেছে ২৬ নং হিকরি রোডের বোর্ডিং হাউসে। বোর্ডিং হাউসের পরিচালিকা মিসেস হাবার্ড, পোয়ারোর সহকারিণীর ভগিনী। তাই বিশেষ অনুরোধে পোয়ারোকে হাত দিতে হল এই তদন্তে। তদন্তের মধ্যে আছে চমক ও নিপুণ বিশ্লেষণ। আগাথা ক্রিস্টির রচনাশৈলীতে সেই ঘটনা এগিয়ে গেছে তরতরিয়ে……।

□ এক □

ভ্রূকুটি করলো এরকুল পোয়ারো। 'মিস্ লেমন!'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'এই চিঠিতে তিন তিনটি ভুল আছে।'

তার কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হতে দেখা গেলো। অথচ মিস্ লেমনের স্বপক্ষে বলা যায়, ভয়ঙ্কর সচেতন ও দক্ষ মহিলা। ভুল সে কখনো করেনি। আদৌ সে মহিলা নয়, সে যেন একটা মেসিন, নিখুঁত সেক্রেটারি। সব কিছুই সে জানে, সব রকম কাজেই অভ্যস্ত সে। এরকুল পোয়ারোর জীবনধারা সে এমনভাবে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, তার কাজের ধারা, পদ্ধতিও মেসিনের মতো হয়ে গেছে। পোয়ারোর দক্ষ পুরুষ-পরিচারক জর্জ এবং ততোধিক দক্ষ সেক্রেটারি মিস্ লেমন, তার জীবনে সবোচ্চ ভূমিকা পালন করে আসছে।

তবু তা সত্ত্বেও আজ সকালে একটা সহজ সাধারণ চিঠি টাইপ করতে গিয়ে তিন তিনটি ভুল করে বসে আছে মিস্ লেমন।

সেই ত্রুটিপূর্ণ চিঠিটা মিস্ লেমনের সামনে তুলে ধরলো এরকুল পোয়ারো। রাগ করেনি সে, তবে কেবল হতভম্ভ হয়েছে। এটা এমনি একটা ব্যাপার, যা ঘটা উচিত নয়—কিন্তু সেটা ঘটেছে।

চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে দেখলো মিস্ লেমন। পোয়ারো তার জীবনে এই প্রথম মিস্ লেমনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে দেখলো।

'ওহো, প্রিয়', আনত মুখে বললো লেমন, 'চিন্তা করতে পারি না, কি করেই বা—অন্তত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি। কারণ আমার বোনের জন্য—'

'তোমার বোন?'

আর একটা ধাক্কা। মিস্ লেমনের যে বোন আছে, কখনো জানতো না পোয়ারো। 'তোমার বোন?' পুনরাবৃত্তি করলো এরকুল পোয়ারো। তার কণ্ঠস্বরে যেন অবিশ্বাসের ছোঁয়া।

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়লো সে। 'মনে হয় না তার কথা আমি তোমার কাছে কখনো উল্লেখ করেছি। বস্তুত তার সারাটা জীবন কেটেছে সিঙ্গাপুরে। তার স্বামীর রাবারের ব্যবসা ছিলো সেখানে।'

এরকুল পোয়ারো মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলো, বুঝেছে সে। মিস্ লেমনের মতো মেয়েদের বোনেদের বিয়ে হয় সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাতে করে এ জগতের মিস্ লেমনরা যান্ত্রিক দক্ষতা নিয়ে তাদের নিয়োগ-কর্তাদের কাজকর্ম

মেসিনের মতো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে (সেই সঙ্গে অবশ্যই তাদের অবসর মুহূর্তে ফাইল ব্যবস্থার অভিনবত্ব আবিষ্কারও থাকবে)।

'আমি উপলব্ধি করি', বললো পোয়ারো, 'বলে যাও।'

মিস্ লেমন আবার বলতে শুরু করলো।

'চার বছর আগে বিধবা হয়। সন্তানহীনা। উপযুক্ত ভাড়ায় আমি তার জন্য একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করতে সমর্থ হই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অবশ্যই বড় একা সে। কখনো ইংলণ্ডে থাকেনি সে। তার পরিচিত কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতেও কেউ নেই এখানে। আর তার হাতে প্রচুর সময়। যাইহোক মাস ছয় আগে ও আমাকে বলে, এই চাকরীটা নেওয়ার কথা ভাবছে ও।'

'চাকরী ?'

'ওয়ারডেন, আমার ধারণা, ঐ রকমই একটা চাকুরী কিংবা ছাত্রদের একটা হোস্টেলের মেট্রন। মালকিন একজন আধা গ্রীক মহিলা। হোস্টেল পরিচালনার জন্য তিনি একজন 'প্রা ী' খুঁজছিলেন। হিকরি রোডের উপর পুরনো আমলের বাড়ি। সেখানে আমার বোনের শয়নকক্ষ, বসবারঘর, বাথরুম ও রান্নাঘর সহ একটা সুন্দর বাসস্থান পাওয়ার কথা।'

মিস লেমন থামলো এখানে। এ পর্যন্ত সে যা যা বললো তাতে বিপর্যয়ের নামগন্ধ কোথাও নেই। উৎসাহ বোধ করলো পোয়ারো।

'দুটো হাত এক করে আমি কখনো ওকে এক দণ্ড বসে থাকতে দেখিনি। বাস্তববাদী মহিলা। এবং ভালোভাবেই কাজ চালাতে পারে। তবে তাই বলে এই নয় যে, এই হোস্টেলে টাকা ঢালতে চায় সে, বা সেরকম কিছু। একেবারে বেতনভোগী ও, মাইনে খুব বেশী নয়। তবে টাকার প্রয়োজন নেই ওর। তাছাড়া খুব একটা খাটুনির কাজও নয়। সব সময়েই তরুণরা ওর প্রিয় এবং তাদের সঙ্গে ওর ব্যবহারটাও ভালো। বহুদিন প্রাচ্যে ছিলো। জাতিগত পার্থক্য এবং মানুষের সমর্থ উপলব্ধি করতে পারে ও। এই হোস্টেলের ছাত্ররা সব জাতি সম্প্রদায়ের, তবে বেশীর ভাগই ইংরাজ, তাদের মধ্যে আসলে কিছু কালো চামড়ার মানুষ আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

'স্বভাবতই', বললো এরকুল পোয়ারো।

'এখন আমাদের হাসপাতালগুলোর অর্ধেক নার্সই কালো চামড়ার', একটু দ্বিধা করে বললো মিস্ লেমন, 'আর আমি এও জেনেছি, ইংরেজ নার্সদের থেকে তারা অনেক বেশী কর্তব্যপরায়ণ ও মনোযোগী। যাইহোক, সে প্রসঙ্গ এখানে আসে না। একটা পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা এগিয়েও যাই। আমি কিংবা আমার বোন হোস্টেলের মালকিন মিসেস নিকোলেটিসকে খুব বেশী পাত্তা দিই না। ভদ্রমহিলা খিটখিটে স্বভাবের। কখনো তাঁর ব্যবহার চমৎকার, আবার কখনো বা—দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, একেবারে উল্টো যাকে অবাস্তব বলা

যেতে পারে। তিনি যদি সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি হতেন, আমার তো মনে হয়, তাঁর সহকারীর প্রয়োজন হতো না।

'অতএব তোমার বোন চাকরীটা গ্রহণ করলো ?' জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো।

'হ্যাঁ, প্রায় ছয় মাস আগে ২৬ নম্বর হিকরি রোডে চলে যায় ও। সব দিক থেকে সেখানকার কাজ ওর খুব পছন্দ হয়, এবং উৎসাহবোধ করে।'

মন দিয়ে শুনলো এরকুল পোয়ারো। এখনো পর্যন্ত মিস্ লেমনের বোনের অভিযান পর্ব যেটুকু শুনেছে অতি সাদামাটা, নীরস বলেই মনে হলো তার।

'কিছু দিন হলো খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও। অত্যন্ত চিন্তিত।'

'কেন ?'

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, হোস্টেলে এখন যা সব ঘটনা ঘটছে, একেবারেই পছন্দ নয় ওর।'

'কেন, ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে সেখানে থাকে নাকি ?' জানতে চাইলো পোয়ারো।

'ওহো, তা নয় মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি ঠিক সেরকম কিছু বোঝাতে চাইনি। আসলে ব্যাপারটা হলো, হোস্টেল থেকে জিনিসপত্র উধাও হয়ে যাচ্ছে।'

'উধাও হয়ে যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। উধাও হওয়া জিনিসগুলো অত্যন্ত মামুলি······আর সবই অস্বাভাবিক ভাবে।'

'তুমি বলছো, জিনিসগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে, তার মানে চুরি হয়ে যাচ্ছে বলো ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'তা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে ?'

'না। এখনো দেওয়া হয়নি। আমার বোনের আশা তার দরকার হবে না। কিছু তরুণ ছাত্র ওর খুব প্রিয়—বোধহয় সেইজন্য, পুলিশ তাদের হয়রানি করুক তা ও চায় না। তাছাড়া ব্যাপারটা ও নিজেই সমাধান করতে চায়।'

'হ্যাঁ।' চিন্তিতভাবে বললো পোয়ারো। 'আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি যদি বলি, তোমার নিজের উদ্বেগ যা তোমার বোনের উদ্বেগের প্রতিফল বলে আমি মনে করতে পারি, কিন্তু সেটা তো বোঝাচ্ছে না।'

'আমি ঠিক এই পরিস্থিতি পছন্দ করি না, আদৌ আমি এ সব পছন্দ করি না। আমি ভাবতেই পারি না কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যা আমি বুঝতে পারছি না।'

চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলো পোয়ারো।

'সাধারণ চুরি নয় ? ক্লিফটোম্যানিয়াক ? মানে চুরি করার জন্য উদ্যম, সেরকম কিছু।'

'না, আমি তা মনে করি না। এ বিষয়ে আমি পড়াশোনা করেছি,' মিস্ লেমন যথেষ্ট সচেতন হয়ে বলল। 'এনসাইক্লোপেডিয়া আর মেডিকাল জার্নাল আমার

বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি, কিংবা বলতে পারো আমার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারেনি।'

প্রায় মিনিট খানেকের উপর নীরবে কি যেন ভাবলো পোয়ারো। বহুভাষিক হোস্টেলকে কেন্দ্র করে মিস্ লেমনের বোনের এই ঝামেলায় সে কি জড়িয়ে পড়বে? কিন্তু মিস্ লেমনের ভুল চিঠি টাইপ করাটা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং অসুবিধাজনক। এই ঝামেলায় তাকে যদি জড়িয়ে পড়তে হয়, নিজের মনে বললো সে, সেটা একটা কারণ হতে পারে।

সৌজন্য প্রকাশের জন্য পোয়ারো তার মাথা নত করে বললো, 'আচ্ছা মিস্ লেমন, বিকেলে চায়ের বৈঠকে তোমার বোনকে আমন্ত্রণ জানালে কি রকম হয়? হয়তো আমি তাকে একটু আধটু সাহায্য করতে পারি।'

'সে তো তোমার অসীম দয়া মঁসিয়ে পোয়ারো। সত্যি তোমার অসীম দয়া। বিকেলে সব সময়েই আমার বোনের অখণ্ড অবসর।'

'তাহলে আগামীকালই হোক।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিস্ লেমন। আর যথাসময়ে বিশ্বস্ত জর্জকে খাবার ও দামী সুগন্ধি চায়ের ব্যবস্থা করতে বলা হলো।

□ দুই □

মিসেস লেমনের বোন মিসেস হাবার্ডের সঙ্গে তার বোনের অবশ্যই মিল আছে। গায়ের রঙ হলুদ, গোলগাল মুখ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, তবে বোনের মতো অতো চটপটে নয়। কিন্তু বোনের মতো তার চোখের চাহনিও তীক্ষ্ন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার মতো অমন ব্যস্ত মানুষ আমার জন্য কষ্ট করছেন, এ আপনার বদান্যতারই পরিচয়', বিনিময়ের সুরে বললো মিসেস হাবার্ড, 'আর এমন চমৎকার উৎকৃষ্ট চা ঠিক আপনাব স্বভাবের মতোই সুন্দর। জানেন, ফেলিসিটির বর্ণনা মতো মনে মনে আমি আপনার যে ছবি এঁকেছিলাম, আপনি ঠিক সেই রকম।'

ফেলিসিটি। সেটা যে মিস্ লেমনের খৃষ্টিয়ান নাম, সেটা মনে পড়তেই পোয়ারোর অবাক হওয়া ভাবটা তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো। পোয়ারো তাকে বলল, তার আশা, মিস্ লেমনের থেকেও তার দক্ষতা যেন কোনো অংশে কম না হয়।

'নিশ্চয়ই', অন্যমনস্কভাবে মিসেস হাবার্ড বলে উঠলো, 'মানুষজনদের ব্যাপারে ফেলিসিটি কখনো তেমন যত্ন নেয়নি। কিন্তু আমি নিয়ে থাকি। আর সেই কারণেই আমি চিন্তিত।'

'তা তোমার চিন্তায় কারণটা ঠিক কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, আমি পারি। চুরির কেস। টাকা নয়, গহনা হলেও তবু বলা যেতো।

নির্ভিক চোর সে। কিন্তু এ একেবারে বিপরীত তবে ক্লিফটোম্যানিয়া কিংবা অসৎ কাজ বলা যেতে পারে। উধাও হওয়া জিনিসগুলোর তালিকা পরে শোনাচ্ছি।' সে তার হাত ব্যাগ থেকে ছোট্ট নোটবই বার করলো।

সান্ধ্য জুতো (নতুন এক পাটি)

ব্রেসলেট (কস্টিউম জুয়েলারী)

হীরের আংটি (সুপের প্লেটে পাওয়া গেছে)

পাউডার, লিপস্টিক, স্টেথেস্কোপ, কানের দুল, সিগারেট লাইটার, পুরনো ফ্লানেলের ট্রাউজার, ইলেকট্রিক লাইট, বাল্ব, চকোলেট বাক্স, সিল্ক স্কার্ফ (টুকরো টুকরো করা অবস্থায় পাওয়া গেছে), ঝোলা-ব্যাগ (টুকরো টুকরো করা অবস্থায় পাওয়া গেছে), বোরিক পাউডার, বাথ সল্ট, রান্নার বই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো এরকুল পোয়ারো। 'উল্লেখযোগ্য বটে', 'তবে একেবারে মনোরম।' মিসেস হাবার্ডের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন মঁসিয়ে পোয়ারো ?'

'এমন একটা অদ্বিতীয় আর চমৎকার সমস্যা উপস্থাপন করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, মনে হচ্ছে সমস্যাটা আপনি বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু—'

'না, এখনো পর্যন্ত আমি আদৌ কিছু বুঝিনি। এ প্রসঙ্গে খ্রিস্টমাসের সময় আমার কয়েকজন তরুণ বন্ধুর এক ধরনের খেলার কথা মনে করিয়ে দেয় আমাকে। তিনজন অভিজাত মহিলা। প্রতিটি মহিলার সুযোগ এলে তারা একটা প্রবাদ উচ্চারণ করতো। 'আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম—সেখানে আমি একটা জিনিষ ক্রয় করি। জিনিসের নাম যে যার প্রয়োজনমতো বসিয়ে দেয় তাদের লেখার মধ্যে। পরবর্তী মহিলা একইভাবেই সেই প্রবাদের পুনরাবৃত্তি করে এবং আর একটা জিনিসের নাম বসিয়ে দেয়। এই খেলার উদ্দেশ্য হলো তাদের বর্ণিত জিনিসগুলো ঠিক ঠিক মনে রাখা। এ এক ধরনের অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর ধরনের খেলা বলে আমি মনে করি। এক খণ্ড সাবান, একটা সাদা হাতী, একটা টেবিল আর একটা রাশিয়ান প্যাঁতিহাঁস, এ সব জিনিসগুলোই কেবল মনে করতে পারি। অবশ্যই মনে রাখার অসুবিধার কারণ হলো, একটা জিনিসের সঙ্গে অপর জিনিসের কোনো সম্পর্ক নেই। —বলা যেতে পারে পরিণতির অভাব। যেমন এইমাত্র যে তালিকাটা আমাকে দেখালেন। বারোটা জিনিস সঠিকভাবে সাজানো অসম্ভব ব্যাপার। ব্যর্থ হলে একটা কাগজের শিঙা প্রতিযোগিতা হাতে তুলে দেওয়া হয়। সে নারী কিংবা পুরুষই হোক তাকে পরবর্তী সময়ে আবৃত্তি চালিয়ে যেতে হবে এই শর্তে, 'আমি, একজন শিঙাওয়ালা মহিলা প্যারিসে গিয়েছিলাম' ইত্যাদি। তিনটি শিঙা সংগৃহীত হলে পর অবসর নেওয়াটা বাধ্যতামূলক, এক্ষেত্রে শেষ জন বিজয়ী হবে।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, তুমিই যে বিজয়ী, আমি নিশ্চিত', অনুগত কর্মিনীর বিশ্বাস নিয়ে বললো মিসেস লেমন।

পোয়ারোর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

'হ্যাঁ, এটাই ঘটনা', প্রফুল্ল হল পোয়ারো, 'এমনকি ভীষণভাবে এলোমেলো জিনিসগুলোও ঠিক ঠিক ভাবে সাজানো যেতে পারে—তবে উদ্ভাবনী দক্ষতা ও পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন একজন নিজেই নিজেকে বলে, 'টেবিলের উপর রাখা একটা বিরাট মার্বেল-পাথরের সাদা হাতীর ময়লা আমি এক খণ্ড সাবান দিয়ে পরিষ্কার করি— এই রকম আর কি।'

শ্রদ্ধার সঙ্গে মিসেস হাবার্ড বলে উঠলো, 'তাহলে সম্ভবত যে তালিকাটা আমি আপনাকে দিয়েছি সেটা দিয়ে একই জিনিস আপনি করতে পারেন।'

নিঃসন্দেহে আমি করতে পারি। একজ মহিলা তাঁর ডান পায়ে জুতো পড়ে, বাঁ হাতে ব্রেসলেট পরলেন। তারপর তিনি মুখে পাউডার ও ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে নিচে নৈশভোজের জন্য নেমে আসেন এবং তার আংটিটা সুপের মধ্যে ফেলে দেন,—এই রকম আর কি। অতএব আপনার তালিকা থেকে এইভাবে আমি মনে করতে পারি—কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, এটাই আমাদের কাম্য। কথা হচ্ছে এলোমেলোভাবে জিনিসগুলো কেন চুরি করা হলো? এর পিছনে কি কোনো রীতি বা নিয়ম আছে? কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কিংবা সে রকম কিছু, এখানে প্রাথমিক বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রথম কাজ হবে জিনিসগুলোর তালিকা সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করা।'

একটা নীরবতা নেমে আসে। পোয়ারো নিজেই অনুধাবন করতে থাকে। বাচ্ছা ছেলে যাদুকরকে যেমন দেখে ঠিক তেমনি পোয়ারোকে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করতে থাকে মিসেস হাবার্ড। সব শেষে পোয়ারো মুখ খুলতেই লাফিয়ে উঠলো মিসেস হাবার্ড।

'প্রথম যে জিনিসটা আমার মনে দাগ কেটেছে সেটা হলো', পোয়ারো খোলস ছাড়ায়, 'উধাও হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই কম দামের, ব্যতিক্রম শুধু দুটি ক্ষেত্রে—স্টেথিস্কোপ আর হীরের আংটি। এক মুহূর্তের জন্য স্টেথিস্কোপটা আলাদা করে সরিয়ে রেখে আংটিটার উপর আমি মনোনিবেশ করতে চাই। আপনি বলেছেন, এটা দামী জিনিস—তা এর দাম কতো হতে পারে?'

'ঠিক কতো যে আমি তা বলতে পারবো না মঁসিয়ে পোয়ারো। সেটা একটা ছিলো কাটা হীরে। ওটা মিস্ লেমনের মায়ের বাগদানের চিহ্নস্বরূপ আংটি। ওটা পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তিনি খুব মুষড়ে পড়েন। সেইদিনই সন্ধ্যায় মিস্ হবহাউসের সুপের প্লেটের ভেতর থেকে সেটা পাওয়া যেতেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

'সুতরাং এরকমই কিছু একটা ঘটে থাকবে। কিন্তু আমি মনে করি, জিনিস-

গুলো চুরি যাওয়া আর ফিরে পাওয়াটা অর্থপূর্ণ। ধরুন যদি লিপষ্টিক, পাউডার কিংবা বই হারাতো সেক্ষেত্রে আপনাদের পুলিসকে খবর না দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি। কিন্তু দামী হীরের আংটিটা স্বতন্ত্র। পুলিশ যে আসবে সে সম্ভাবনা সব সময়েই থাকতে পারে। তাই আংটিটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'

'কিন্তু যেই নিক না কেন, ফেরত যে দিতে হবে তা জেনেও কেনই বা সে আংটিটা নিতে গেলো?' ভ্রূকুটি করলো মিস্ লেমন!

'তবু কেন?' পোয়ারো ভ্রূ তুলে বললো, 'সে প্রশ্নে আমি পরে আসছি। আমি এই সব জিনিস চুরির শ্রেণীবিভাগ করতে ব্যস্ত। প্রথমে সেই হীরের আংটির কথাই ধরা যাক। কে এই মহিলা মিস্ লেমন, যার কাছ থেকে আংটিটা চুরি যায়?' যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে নিশ্চয়ই?'

'ওহো না। তার নিজস্ব অর্থ বলতে যৎসামান্যই তবে সব সময় খুবই সতর্ক সে। যে আংটিটার কথা আমি বলেছি সেটা ছিলো না। সম্প্রতি ধূমপানও বন্ধ করে দিয়েছিল সে।'

'তাহলে তার পছন্দ বলতে কি? তোমার নিজের ভাষায় মেয়েটির সম্পর্কে কিছু তো।'

'বেশ তাহলে শুনুন। নেহাতই সাদামাটা দেখতে। নারীসুলভ চেহারা। কিন্তু তার মধ্যে খুব বেশী দীপ্ত ভাব কিংবা জীবনবোধ বলতে কিছু নেই। কি বলবেন তাকে—তবে হ্যাঁ তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই।'

'আর আংটিটা মিস্ হবহাউসের স্যুপের প্লেট থেকে ফেরত পাওয়া যায়। তা কে এই মিস্ হবহাউস?'

'ভ্যালেরি হবহাউস। চতুর মেয়ে, ময়লা রং, ব্যঙ্গে ভরা তার কথাবার্তা। একটা বিউটি পার্লারে কাজ করে সে। স্যাবরিনা ফেয়ারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

'এই দুটি মেয়ে পরস্পরের বন্ধু!'

কি যেন চিন্তা করলো মিস্ হাবার্ড। তারপর বললো সে, 'হ্যাঁ, আমি বলবো সেই রকমই। পরস্পরের মধ্যে তাদের কিছু করার ছিলো না। আমি বলবো, প্রত্যেকের সঙ্গেই প্যাট্রিসিয়ার সদ্ভাব ছিলো। কিন্তু ভ্যালেরি হবহাউসের অনেক শত্রু তার ঐ ধরনের বাঁকা বাঁকা কথার জন্যই হয়তো—সেটা সে জানতোই বটে, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।'

'মনে হয় জানি', বললো পোয়ারো।

অতএব এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চমৎকার মেয়ে এই প্যাট্রিসিয়া, কিন্তু একটু অনুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ যাকে বলে আর কি। আর ভ্যালেরি হবহাউসের ব্যক্তিত্ব আছে। পোয়ারো চুরি যাওয়া তালিকার উপর আবার মনোনিবেশ করলো অতঃপর।

'তা কিসের জন্য এতো ষড়যন্ত্র? এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস

চুরি গেছে। জিনিসগুলো খুবই সামান্য তুচ্ছ প্রকৃতির। এই জিনিসগুলো কেবল জীবনে ব্যর্থ মেয়েদেরই প্রলোভিত করতে পারে। যেমন ধরা যাক—লিপস্টিক, কস্টিউম জুয়েলারী, পাউডার, বাথ সল্ট, চকোলেটের বাক্স। তারপর স্টেথোস্কোপের প্রসঙ্গে আসা যাক, কোথায় এটা বিক্রী করা যায় কিংবা বন্ধকী রাখা যায় চোর সে কথা বেশ ভালোভাবেই জানে। এর মালিক কে?'

'মিঃ ব্যাটসন—দারুণ বন্ধুসুলভ তরুণ।'

'মেডিক্যাল ছাত্র?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি খুবই ক্রুদ্ধ?'

'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, ছেলেটি একেবারে নীরস। রগচটা—মুহূর্তে যা খুশি বলে দেবে, তবে অচিরেই তার রাগ পড়ে যায়। কোনো জিনিস চুরি গেলে নির্বিকার চিত্তে সে মেনে নেবে সেরকম প্রকৃতির মানুষ সে নয়।'

'তা সেরকম প্রকৃতির মানুষ এখানে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ আছে—মিঃ গোপাল রাম, আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে একজন। সব ব্যাপারেই তার মুখে হাসি লেগেই থাকে। হাত নেড়ে সে বলে থাকে, কে কোন্ জিনিসের মালিক, ওটা কোনো ব্যাপারই নয়।'

'তার কোনো জিনিস চুরি গেছে?'

'না।'

'আহ্। আচ্ছা ফানেলের ট্রাউজারটা কার?'

'মিঃ ম্যাকনাবের। বহু পুরনো ট্রাউজার। অন্য কেউ হলে বলতো, পুরনো জিনিস চুরি গেছে তো কি হয়েছে। কিন্তু মিঃ ম্যাকনাবের আবার পুরনো জিনিসের উপর ভীষণ টান, কোনো কিছুই ফেলে না সে।'

'তাহলে এখন আমরা মনে করতে পারি,—চুরি যাওয়া জিনিসগুলো তেমন মূল্যবান ছিলো না—পুরনো ফ্যানেলের ট্রাউজার, ইলেকট্রিক নাইট বাল্ব, বোরিক পাউডার, বাথ সল্ট, রান্নার বই। ভুলবশত বোরিক পাউডার সরানো হয়েছে, কেউ হয়তো নতুন বাল্ব বদলানোর জন্য বাতিল অকেজো বাল্বটা সরিয়ে থাকবে, কিন্তু পরে ভুলে গেছে। রান্নার বইটা কেউ হয়তো ধার করে নিয়ে গেছে, কিন্তু আর ফেরত দেয়নি। আর ট্রাউজারটা কোনো ঠিকা ঝি নিয়ে গিয়ে থাকবে।'

'সাফাই-এর কাজের জন্য আমরা দুটি মেয়েকে রেখেছি। তাদের সম্পর্কে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, না জানিয়ে তারা এ কাজ করবে না।'

'তোমার ধারণাই হয়তো ঠিক। যাইহোক, এরপর সান্ধ্য জুতোর কথায় আসা যাক। নতুন জুতো জোড়ার এক পাটি। কার সেটা?'

'সেলী ফিঞ্চের। আমেরিকান মেয়েটি এখানে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করছে।'

'সেটা যে কোথাও স্রেফ ভুল করে রেখে দেওয়া হয়েছে, অথচ জায়গাটার কথা কেউ মনে করতে পারছে না, এ ব্যাপারে তুমি কি নিশ্চিত? কারণ এক পাটি জুতো কারোর কাজ লাগতে পারে না বলেই এ কথা বলছি।'

'না, মঁসিয়ে পোয়ারো, ভুল করে কোথাও রাখা হয়নি সেটা। আমরা সবাই তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। মিস ফিঞ্চের একটা পার্টিতে যাওয়ার কথা ছিলো। সান্ধ্য পার্টি আমরা যাকে বলি 'ফর্মাল ড্রেস—' পোষাকের সঙ্গে জুতোও মানিয়ে পরতে হয়। তাহলে বুঝতেই পারছেন, সান্ধ্য জুতোটা তার কাছে কতোই না জরুরী ছিলো।'

'তাহলে তার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হয়েছিল—সেই সঙ্গে বিরক্তও হয়ে থাকবে সে—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার আশঙ্কা, সম্ভবত এক্ষেত্রে জুতো চুরির ব্যাপারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক জড়িয়ে থাকলেও থাকতে পারে—' একটু সময়ের জন্য নীরব থাকে সে, 'এর পর আরো দুটো জিনিস অবশিষ্ট থাকে - টুকরো টুকরো করে কাটা একটা ঝোলা, আর একই ভাবে কেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা একটা সিল্কের স্কার্ফ। এ দুটি অস্বাভাবিক কাজের ব্যাপারে আমরা বলতে পারি, এর পিছনে কোনো অসার দম্ভ কিংবা লাভের সম্পর্ক নেই। বরং বলা যেতে পারে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রতিহিংসা নেওয়ার একটা প্রবণতা থেকে যায়। ঝোলাটা কার?'

'প্রায় সব ছাত্র ছাত্রীদেরই একটা ঝোলা আছে, আর একই দোকান থেকে কেনা। তাই সেটা যে আসলে কার তা নির্দিষ্ট করা বলা মুশকিল। তবে মনে হয় সেটা লিওনার্ড বেটসন কিংবা কলিন ম্যাকনাবের হতে পারে।'

'আর সিল্কের স্কার্ফটা কার?'

'ভ্যালেরি হবহাউসের। সেটা সে খৃস্টমাসের উপহার হিসেবে পেয়েছিল। পান্নার মতো সবুজ রঙ—সত্যি সেটা খুবই উৎকৃষ্ট ছিলো।'

'মিস্ হবহাউসের, তাই বুঝি।'

চোখ বন্ধ করলো পোয়ারো মনে মনে একটা দূরবীণ উপলব্ধি করছিল সে। সে যেন সেই দূরব ণ দিয়ে প্রত্যক্ষ করছিল, ঝোলা ও স্কার্ফের কাটা টুকরো টুকরো অংশ, রান্নার বই, লিপস্টিক, বাথ সল্ট, নখ আর বুড়ো আঙুলের নখগুলো অনেক পুরনো ছাত্রীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়? কোথাও এগুলো একত্র করার সঙ্গত কারণ নেই। একটার সঙ্গে আর একটা ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। লোকেরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পোয়ারো বেশ ভালোভাবেই জানে, যেভাবেই হোক আর কোথাও না কোথাও এ স' বর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ ঠিক আছে। সম্ভবত অনেক উদাহরণ। সম্ভবত প্রত্যেক সময়ে দুদিনে বিভিন্ন নিদর্শন পরিলক্ষিত হতে পারে।···কিন্তু সেই সব নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটাই সঠিক···তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথা থেকে শুরু করা যায়···

চোখ মেলে তাকালো সে।

'এ ব্যাপারে আরো কিছু প্রতিফলন দরকার। ভালোরকম প্রতিফলন, মানে বিশ্লেষণ।'

'ওহো, নিশ্চয়ই মঁসিয়ে পোয়ারো', আগ্রহ সহকারে জোর দিয়ে বললো মিসেস হাবার্ড: 'আপনাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি না তো—'

'না, না একটুও নয়। আমাদের এখন বাস্তব দিকটার কথা ভাবতে হবে। এবার তাহলে শুরু করা যাক···সেই জুতো, সান্ধ্য জুতো···হ্যাঁ, মিস্ লেমন, সেখান থেকেই আমরা শুরু করতে পারি।'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারো।' মিস্ লেমন লেখার প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসে গেলো।

'সম্ভবত মিসেস হাবার্ড তোমার জন্য অপর জুতোর পাটিটা সংগ্রহ করবে। তারপর বেকার স্ট্রীট স্টেশনের হারানো সম্পত্তির বিভাগে যেও। আচ্ছা, কখন চুরি যায় বলো তো?'

একটু সময় চিন্তা করে বললো মিস্ হাবার্ড, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে মঁসিয়ে পোয়ারো। সম্ভবত মাস দুই আগে হবে। ঠিক কোন্ দিন এখুনি সেটা বলতে পারছি না। তবে সেই পার্টির তারিখটা মিস্ সেলী ফিঞ্চ-এর কাছ থেকে জেনে বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো—' আর একবার মিস লেমনের দিকে ফিরলো সে। এ ব্যাপারে তোমাকে একটু লুকোচুরির খেলা খেলতে হবে। তুমি বলবে, আর এক পাটি জুতো ইনার সার্কল ট্রেনে ফেলে এসেছ—এরকম ঘটা স্বাভাবিক—কিংবা অন্য কোনো ট্রেনে ফেলে আসার কথাও বলতে পারো। অথবা বাসে। আচ্ছা হিকরি রোডে কতগুলো বাস চলাচল করে?'

'মাত্র দু'টি মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'ভালো। বেকার স্ট্রীট থেকে সাড়া না পেলে তখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চেষ্টা করে দেখতে পারো। আর তাদের বলো এক পাটি জুতো ট্যাক্সিতে ফেলে এসেছো।'

'কিন্তু আপনি কেন ভাবছেন—' মিসেস হাবার্ড শুরু করতে চায়।

পোয়ারো বাধা দিলো তাকে।

'ফলাফলটা কি হয় আগে দেখা যাক। তারপর সেগুলো যদি ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক হয়, তখন তুমি, আমি আর মিসেস হাবার্ড অবশ্যই আবার আলোচনায় বসবো। তখন তুমি বলো কোন্ কোন্ জিনিস প্রয়োজন যা আমার জানা একান্ত প্রয়োজন।'

'সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হয়, আমি সব কিছুই বলেছি।'

'না, না, আমি তোমার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছি না। এখানে আমরা বিভিন্ন যুবক যুবতীকে এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে দেখেছি, যাদের মেজাজ একজনের থেকে আর একজনের একেবারে বিপরীত। ব্যাপারটা এইভাবে সাজানো

যেতে পারে—'এ' ভালোবাসে 'বি'কে, কিন্তু 'বি' ভালোবাসে 'সি'কে, আর সম্ভবত 'এ'র জন্য 'ডি' ও 'ই'র ছোরা জাতীয় অস্ত্র উঁচিয়ে আছে। এসব খবরই আমাকে জানতে হবে, পারস্পরিক মানবিক ভাবপ্রবণতা। ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা বন্ধুত্ব, অশুভ কামনা বা অপকারের ইচ্ছা, এবং সব রকম নির্মমতা।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত', অস্বস্তিবোধ করলো মিসেস হাবার্ড, 'এসব ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ আমি জানি না। আর আমি তাদের সঙ্গে তেমন ভাবে মেলামেশাও করি না তেমন। হোস্টেলটা আমি পরিচালনা করি মাত্র, আর ক্যাটারিং-এর দেখা শোনা করে থাকি। ব্যস, এই পর্যন্ত—'

'কিন্তু মানুষজনদের ব্যাপারে তুমি আগ্রহী। তুমি আমাকে সেই রকমই বলেছো। তুমি তরুণদের ভালোবাসো। এ কাজটা তুমি নিয়েছো অর্থোপার্জনের জন্য নয়, মানুষের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের তুমি পছন্দ করে থাকো, আবার কেউ কেউ তোমার পছন্দের তালিকায় পড়ে না। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে বলবে, হ্যাঁ, তোমাকে বলতেই হবে! কারণ তুমি চিন্তিত—তাই বলে যা ঘটছে তার জন্য নয়—তা হলে তুমি অনেক আগেই পুলিশের শরণাপন্ন হতে—'

'হোস্টেলে পুলিশ প্রবেশ করুক, মিসেস নিকোলেটিস তা চান না, একথা আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি।'

'না, তুমি এমন একজনের জন্য চিন্তিত—যাকে তুমি মনে করো, এসবের জন্য দায়ী সে, কিংবা অন্তত এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে সে। কেউ একজন, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাকে তুমি পছন্দ করে থাকো।'

'সত্যি মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই। আর আমি মনে করি, তোমার সেই উদ্বেগ যথার্থ। সেই সিল্কের স্কার্ফটা টুকরো টুকরো হওয়ার ঘটনাটা ভালো নয়। আর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়া সেই ঝোলাটা, সেটাও ভালো ব্যাপার নয়। বাদবাকি ঘটনাগুলো ছেলেমানুষি—তবু আমি এখনো নিশ্চিত নই। না, আমি একেবারেই নিশ্চিত নই।'

□ তিন □

একটু দ্রুত সিঁড় ভেঙ্গে উপরে উঠে এলো মিসেস হাবার্ড। ২৬নং হিকরি রোডে তার দরজা খুলে দাঁড়াতেই পিছন থেকে একজন বড় মাপের লাল চুলের যুবক বলে উঠলো: 'হ্যালো মাম—' লেন বেটসন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই সম্বোধন করেছিল। তার হৃদয়টা বন্ধুসুলভ এবং তার স্বভাবে হীনমন্যতা কিংবা কোনো রকম জটিলতার স্থান নেই। 'হৈ-চৈ করতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?'

'মিঃ বেটসন, মনে রেখো আমি চা পান করতে বেরিয়েছিলাম। একেই আমার দেরী হয়ে গেছে, এখন আর আমার দেরী করো না।'

'জানেন, আজ আমি একটা সুন্দর মৃতদেহ কাটা-ছেঁড়া করেছি', বললো লেন। 'একেবারে টুকরো টুকরো করে কেটেছি যাকে বলে!'

'বেয়াড়া ছেলে, ওরকম ভয়ংকর হয়ো না। চমৎকার মৃতদেহ, তাই নাকি? আমাকে একেবারে খুঁতখুঁতে ভেবো না।'

শব্দ করে হাসলো লেন বেটসন। হা-হা-হা শব্দটা সারা হলে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরলো।

'সেলিয়ার কাছে কিছুই নয় ভেবেছিলাম', বললো সে। 'ডিসপেন্সারিতে গিয়েছিলাম। একটা মৃতদেহ সম্পর্কে তোমাকে বলতে এসেছিলাম', আমি বলি। হঠাৎ তার মুখটা সাদা কাগজের মতো হয়ে গেলো। আমি তো ভাবলাম বুঝি বা মারা গেলো সে। আচ্ছা মা হাবার্ড, এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? আশ্চর্য হননি।'

'এতে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি', মিসেন হাবার্ড বলে, 'সম্ভবত সেলিয়া ভেবেছিল, তুমি সত্যিকারের মৃতদেহের কথা বলেছো তাকে।'

'কি বলতে চান আপনি সত্যিকারের মৃতদেহ নয়? মৃতদেহগুলো কি বলে মনে করেন আপনি? সিন্থেটিকের?'

অবিন্যস্ত চুলের একটি পাতলা রোগাটে যুবক ডানদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে চলতি পথে বলে উঠলো, 'ওহো, তুমি? আমি তো ভেবেছিলাম, কোনো ষণ্ডামার্কা লোক বুঝি! কণ্ঠস্বর তো একজনের, কিন্তু গলার জোর শুনে মনে হয়েছিল বুঝি দশটা লোক এক সঙ্গে কথা বলছে।'

'আশাকরি, তাতে তোমার স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েনি নিশ্চয়?'

'স্বাভাবিকের বেশী কিছু নয়', বললো নিজেল চ্যাপম্যান এবং ফিরে চললো আবার।

'বেচারা! আমাদের মৌসুমী ফুল', বিদ্রূপ করে বললো লেন অপসৃয়মান চ্যাপমানের দিকে তাকিয়ে।

'দেখো লেন, তোমার দুটো বদস্বভাব পাল্টাতে হবে', বললো মিসেস হাবার্ড। 'মেজাজটা ভালো করতে হবে, যা আমি পছন্দ করি, আর দেওয়া-নেওয়ার মনোভাব নিতে হবে তোমাকে।'

মিসেস হাবার্ডের স্নেহভরা কথা শুনে তরুণ লেনের মাথাটা শ্রদ্ধায় নুইয়ে পড়লো। 'জানো মাম, আমাদের নিজেলকে আমি পর ভাবি না।'

সেই সময় একটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। চিৎকার করে বলে উঠলো সে, 'ওহো, মিসেস হাবার্ড আপনি এসে গেছেন? মিসেস নিকোলেটিস তাঁর ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি যান।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিসেস হাবার্ড। তারপরেই উপরতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে।

'উপরে কি হয়েছে ভ্যালেরি? যথাসময়ে মার কাছে আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বুঝি পাঠিয়ে দেওয়া হবে?'

মেয়েটি তার সুন্দর কাঁধ ঝাঁকিয়ে হলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে বলে উঠলো, 'দিনকে দিন এই বাড়িটা পাগলা গারদের মতো হয়ে উঠছে।' তারপর সে আর মুহূর্তের জন্যও দাঁড়ালো না সেখানে।

ছাব্বিশ নম্বর হিকরি রোড আসলে দুটো বাড়ির সমন্বয়, চব্বিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর পাশাপাশি। একেবারে নিচের তলাটা একই বাড়ির মতো। সেখানে দুটো বাড়ির বসবার ঘর, ডাইনিং রুম, দুটো ক্লোক-রুম, বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট্ট অফিস ঘর। তবে দুটি আলাদা সিঁড়ি দুটি বাড়ির উপরতলায় যাওয়ার পথ। বাড়ির ডান দিকের ঘরগুলো মেয়েদের অধিকারে, এবং অপরদিকে ২৪ নম্বর বাড়িতে থাকে ছেলেরা।

মিসেস নিকোলেটিসের ঘরের দরজায় মৃদু টোকা মেরে ঢুকলো মিসেস হাবার্ড।

মিসেস নিকোলেটিসের বসবার ঘরটা বড় গরম। বড় বৈদ্যুতিক চুল্লিটা সব সময়ই জ্বালানো থাকে, জানালাটা সব সময়েই আটো করে বন্ধ। ময়লা সিল্ক এবং ভেলভেটের কুশানে মোড়া সোফার উপর বসে ধূমপান করছিলেন মিসেস নিকোলেটিস। কালো, বড় মাপের চেহারা তাঁর। তা সত্ত্বেও এখনো তাঁকে দেখতে বেশ ভালোই লাগে। অবশ্য মুখটা দেখলে বদমেজাজী বলে মনে হয়, চোখ দুটো বাদামী রঙের।

'আহ্। তাহলে তুমি এসে গেছো!' মিসেস নিকোলেটিসের কণ্ঠস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুর ধ্বনিত হতে দেখা গেলো।

'হ্যাঁ', তীক্ষ্ণ স্বরে বললো হাবার্ড, 'আমি এসে গেছি। শুনলাম, আপনি নাকি আমাকে বিশেষভাবে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! এটা বিস্ময়কর, অস্বাভাবিকের থেকে কিছু কম নয়!'

'বিস্ময়কর কিসের?'

'এই বিলগুলো! তোমার হিসেব! সফল যাদুকরের মতো কুশানের নিচ থেকে কতকগুলো কাগজ বার করে তার সামনে তুলে ধরে তিনি বললেন, 'এই সব হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারে আমরা কি খেতে দিচ্ছি? দিনকে দিন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে তারা। এই সব ছাত্র-ছাত্রীরা কে, তাদের কথা কে চিন্তা করবে?'

'তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য', বললো মিসেস হাবার্ড, 'ভালো প্রাতঃরাশ আর রাতে সুন্দর নৈশভোজের ব্যবস্থা থাকে। এসবই মিতব্যয়িতার সঙ্গে করা হয়। একটুও বাড়তি খরচ হয় না।'

'মিতব্যয়িতার সঙ্গে? একটুও বাজে খরচ হয় না? এ কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে? বিশেষ করে আমি যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি?'

'কেন, এখান থেকে আপনি তো বেশ ভালো মুনাফাই করেছেন মিসেস নিকোলেটিস। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দরজা একটু বেশীই খুলতে হয়। সে যাইহোক, তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমতো খাবারের যোগান দিতে হবে।'

'বাঃ! এই বিলগুলোর মোট খরচের অংকটা স্ক্যাণ্ডালে ভরা। এর জন্য দায়ী ঐ ইতালীয় রাঁধুনী আর তার স্বামী। খাবারের ব্যাপারে তারা তোমাকে প্রতারণা করছে।'

'ওহো, না, তারা একাজ করতে পারে না মিসেস নিকোলেটিস। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, কোনো বিদেশীই আমার ঘাড়ে এ রকম দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারে না।'

'তাহলে তুমি, হ্যাঁ, তুমিই আমাকে ঠকাচ্ছো।'

আগের মতো তেমনি অবিচলিত রইলো মিসেস হাবার্ড।

'আমি আপনাকে এ ধরনের কথা বলার অনুমতি দিতে পারি না', মিসেস হাবার্ড এমন ভাষায় কথা বললেন, যেন সাবেকি আমলের দিদিমা তাঁর নাতনীকে নিষ্ঠুরভাবে দোষারোপ করছে। 'এটা কোনো ভালো কাজ নয়, বিশেষ করে আজকের দিনে। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এ ভাবে চললে আপনাকে অসুবিধায় পড়তে হবে।'

'আহ্' নাটকীয়ভাবে বিলগুলো শূন্যে ছুঁড়ে ফেললেন মিসেস নিকোলেটিস, মেঝের উপর যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়লো সেগুলো। নিচু হয়ে সেগুলো নীরবে কুড়তে থাকলো মিসেস হাবার্ড। 'আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছেন, উত্তেজিত করে তুলছেন।' মিসেস হাবার্ড চিৎকার করে উঠলেন।

'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি', থাকতে না পেরে এবার বলে উঠলো মিসেস হাবার্ড, 'কিন্তু আপনার পক্ষে এটা খারাপ। ব্লাড প্রেসারের ক্ষেত্রে উত্তেজিত হওয়া খুবই খারাপ।'

'তুমি স্বীকার করছো, গত সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহের খরচ অনেক বেশী?'

'অবশ্যই। এখন ল্যাম্পসম স্টোর্সের সব জিনিসের দামই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখবেন আগামী সপ্তাহের খরচ অনেক কমে যাবে।'

গোমড়া মুখ করে তাকালেন মিসেস নিকোলেটিস।

'আপাত দৃষ্টিতে সবকিছুই তুমি বেশ ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করে থাকো।'

'আপনার আর কিছু বলার আছে?'

'আমেরিকান মেয়ে সেলী ফিঞ্চ বলছিল এখান থেকে চলে যাবে সে, আমি তাকে যেতে দিতে চাই না। সে একজন ফুলব্রাইট স্কলার। অন্য ফুলব্রাইট

স্কলারদের এখানে নিয়ে আসতে পারে সে। তাই দেখতে হবে, সে যেন এখান থেকে চলে না যায়।'

'তা তার চলে যাওয়ার কারণ ?'

মিসেস নিকোলেটিস পাহাড় সমান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমি কি করে মনে রাখবো ? তাছাড়া কারণটা আসলও নয়। সে কথা আমি বলতে পারতাম।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো মিসেস হাবার্ড। এ প্রসঙ্গে মিসেস নিকোলেটিসের কথা বিশ্বাস করতে অপারগ সে।

'আমাকে তো সেলী কোনো কথা বলেনি', বললো হাবার্ড।

'কিন্তু তার সঙ্গে তোমাকে কথা তো বলতেই হবে ?'

'হ্যা, অবশ্যই।'

'আর যদি এই সব কালো চামড়ার ছাত্র-ছাত্রীরা,—এই সব ভারতীয়রা, এই সব নিগ্রোরা তার চলে যাওয়ার কারণ হয়, তাহলে তারা বরং সবাই এখান থেকে চলে যেতে পারে, বুঝলে ? এই বর্ণবৈষম্যের সব কিছুর অর্থই হলো এই সব আমেরিকানরা —আর আমার কাছে আমেরিকানরাই সব কিছু—অন্তত এই বর্ণবৈষম্যের ঝামেলায় আমি আমেরিকানদেরই পক্ষে।'

এক অদ্ভুত নাটকীয় ভঙ্গিমা করলেন তিনি।

'আমি যতদিন দায়িত্বে আছি তা হতে দেবো না,' শান্ত স্বরে বললো মিসেস হাবার্ড। 'সে যাইহোক, আপনার পথ ভুল। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেরকম মনোভাব নেই। আর আমার বিশ্বাস, অবশ্যই সেলীও সেরকম ধরনের মেয়ে নয়। সে আর মিঃ আকিমবো প্রায়ই এক সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সেরে থাকে, আর তার থেকে বেশী অন্য কেউই কালো চামড়ার পুরুষ হতে পারে না।'

'তারপর কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গও আছে—তুমি তো জানো কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আমেরিকানদের কি রকম ধারণা। নিজেল চ্যাপম্যান এমন একজন কমিউনিস্ট।'

'এতে আমার সন্দেহ আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেদিন সন্ধ্যায় কি বলেছিল তোমার শোনা উচিত ছিলো।'

'লোকদের বিরক্ত করার জন্য নিজেল যা খুশি বলতে পারে। সেদিক থেকে খুবই ক্লান্ত সে।'

'তুমি ওদের বেশ ভালো করেই জানো। প্রিয় মিসেস হাবার্ড, সত্যিই তুমি বড় চমৎকার মেয়ে! আমি বারবার নিজেকে বলে থাকি—মিসেস হাবার্ড ছাড়া আমি কি করবো ? আমি ভয়ঙ্করভাবে তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'তার মানে পাউডার দেওয়ার পর জ্যাম', ব্যঙ্গ করে বললো মিসেস হাবার্ড।

'সে আবার কি ?'

'কিছু নয়। চিন্তা করবেন না। আমি আমার সাধ্য মতো কাজ করবো।'

এর পরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো মিসেস হাবার্ড। উৎসাহের সঙ্গে তাঁর ধন্যবাদ

আপনের নকল ভাবাবেগটা এড়ানোই কারণ হতে পারে।

নিজের মনে বললো সে : 'মিথ্যে আমার সময় নষ্ট করা—কি রকম পাগল করা মহিলা উনি!' দ্রুত পায়ে হেঁটে সে তার বসবার ঘরে এসে ঢুকলো।'

কিন্তু মিসেস হাবার্ডের জন্য শান্তি এখনো বিলম্বিত। ঘরে সে প্রবেশ করা মাত্র দীর্ঘদেহী একজন নারী উঠে দাঁড়ালো।

'আমি আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই। দয়া করে আপনি যদি—'

'নিশ্চয়ই, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি তোমার কথা শুনবো এলিজাবেথ।'

দারুণ বিস্মিত মিসেস হাবার্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মেয়ে এই এলিজাবেথ জনস্টন, আইনের ছাত্রী। উচ্চাভিলাষী এবং কঠোর পরিশ্রমী সে। চৌকস এবং যোগ্য মেয়ে। হোস্টেলে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একজন, এই জন্যই মিসেস হাবার্ড সব সময় তাকে শ্রদ্ধা জানায়।

এখন সে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তার কথার মধ্যে একটা তোতলামো ভাব লক্ষ্য করলো মিসেস হাবার্ড। তবে তার কালো চেহারাটা যেন অনুভূতি শূন্য।

'কোনো ব্যাপার-ট্যাপার আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। দয়া করে আপনি আমার ঘরে আসবেন? প্লিজ যদি একটু দয়া দেখান।'

'এক মিনিট।' মিসেস হাবার্ড তার গা থেকে কোট এবং হাতের দস্তানা খুলে ফেললো।

তারপর ঘরের বাইরে এসে অনুসরণ করলো মেয়েটিকে। একেবারে টপ ফ্লোরে মেয়েটির ঘর।

'এই হলো আমার কাজের নোট', ঘরে ঢুকে মেয়েটি বললো, 'এতো সব নোট লিখতে মাসের পর মাস লেগে গেছে। এ এক কঠিন অধ্যাবসায়। আর দেখুন আমার সেই পরিশ্রমের কি হাল করা হয়েছে!'

মিসেস হাবার্ডের চোখ কপালে উঠলো, হ্যাঁ করে শ্বাস নিলো।

লেখার টেবিলের উপর কালি ছড়িয়ে রয়েছে। নোটের সব কাগজগুলোর উপরেই কালি ছড়িয়ে পড়েছে। কালিসিক্ত কাগজগুলোর উপর হাত বোলালো, তখনো ভিজে ছিলো।

জেনেশুনে বোকার মতো প্রশ্ন করলো সে, 'তুমি নিজে কালি ছিটিয়ে দাওনি তো?

'না, আমি নিজে নিজের কাগজে কালি ছিটোতে যাবো কেন? আমার অসাক্ষাতে এই জঘন্য কাজটা করা হয়েছে।

'তুমি কি মিসেস বিগসকে—

সাফাইয়ের কাজ করে মিসেস বিগস। একেবারে উপর-তলার শয়নকক্ষের তদারকি করার ভার তার উপর।

'না, মিসেস বিগস নয়। এমন কি আমার নিজের কালিও নয়। আমার কালি বিছানার উপর সেলফে রয়েছে—স্পর্শও করা হয়নি সেটা। বাইরের কেউ কালি নিয়ে এসে ইচ্ছাকৃত ভাবে এ কাজ করেছে।'

মিসেস হাবার্ড মর্মাহত। 'খুবই জঘন্য কাজ এবং কাজটা অতি নিষ্ঠুরও বলা যেতে পারে।' এবার একটু থেমে সে আবার বললো, 'বলার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না এলিজাবেথ। আমি মর্মাহত, ভীষণ ভাবে মর্মাহত। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এই শয়তানকে আমি ঠিক খুঁজে বার করবো! তবে এ ব্যাপারে তোমার কি ধারণা বলো!'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো মেয়েটি, 'আপনি তো দেখেছেন, কালিটা সবুজ। সচরাচর সবুজ কালি কেউ ব্যবহার করে না। তবে একজনকে আমি এই কালি ব্যবহার করতে দেখেছি—তার নাম নিজেল চ্যাপম্যান।'

'নিজেল? এ কাজ নিজেল করেছে বলে তুমি মনে করো? যাইহোক, অনেক প্রশ্ন আমাকে করতে হবে। এ বাড়িতে এমন একটা ঘটনা ঘটার জন্য আমি দুঃখিত এলিজাবেথ। তবে আমি তোমাকে বলতে পারি, এর গোড়া উপড়ে দেওয়ার চেষ্টা আমি করবো।'

'ধন্যবাদ মিসেস হাবার্ড।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিসেস হাবার্ড। কিন্তু নিচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। কি ভেবে চলতে চলতে করিডোরের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে হাজির হলো সে।

চমৎকার ঘর। আরো চমৎকার ঘরের অধিকারিণী সেলী ফিঞ্চ নিজে। সেলী তখন লিখছিল। তার ঘরে ঢুকে বললো মিসেস হাবার্ড: 'এলিজাবেথ জনসনের কি হয়েছে শুনেছো?'

'তা ব্ল্যাক বেসের কি হয়েছে?'

ছদ্মনামটা খুবই আদরের। মেয়েটি নিজেও সেটা গ্রহণ করেছে।

অতঃপর কি ঘটেছে তার আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা করে গেলো মিসেস হাবার্ড। রাগের মধ্যে দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করলো সেলী। 'এ এক জঘন্য কাজ। কেউ করতে পারে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না, বিশেষ করে আমাদের বেসের মতো মেয়ের ক্ষতি! সবাই তাকে পছন্দ করে। তবে আমার ধারণা, একজনই তাকে অপছন্দ করে।' তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে ভারাক্রান্ত গলায় বললো সেলী, 'আর এই কারণেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। মিসেস নিজে আপনাকে বলেছেন?'

'হ্যাঁ। তিনি খুব মুষড়ে পড়েছেন। মনে হয়, তোমার চলে যাওয়ার আসল কারণটা যে কি তা তুমি বলোনি।'

'বলিনি ঠিক কথা। তাঁকে ধোঁয়াসার মধ্যে ফেলাটা কোনো কাজের কথা নয় বলেই বলিনি। আপনি তো জানেন, তিনি কি পছন্দ করেন। হ্যাঁ. সেটাই আমার না বলার কারণ। এখানে যা যা সব ঘটছে, আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আমার এক পাটি জুতো হারানো, ভ্যালেরির স্কার্ফ টুকরো টুকরো করে ফেলা আর লেন-এর ঝোলা ব্যাগটার একই রকম হাল করা এ সবই অদ্ভুত ব্যাপার··· এ সব ভালো নয়।' এক মুহূর্তের জন্য নীরব হলো সে, তারপর হঠাৎ দাঁত বার করে হাসলো। 'আকিবমবো ভীত', বললো সে। 'তাকে সব সময়েই শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য বলে মনে হয়—কিন্তু সেকেলে ওয়েস্ট আফ্রিকানরা আবার বশীকরণ বা যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী।'

'এই সব অন্ধ কুসংস্কার! যতো সব অজ্ঞানতার পরিচয়। আমার শোনার ধৈর্য নেই। কিছু সাধারণ লোক নিজেদের মধ্যে এ রকম নোংরা কাজ করে থাকে।'

দাঁত বার করে বাঁকা হাসি হাসলো সেলী। 'আপনি সাধারণ লোকের উপর জোর দিচ্ছেন। আমার ধারণা, এই বাড়িতেই এরকম এমন একজন আছে যে মোটেই সাধারণ লোক নয়!'

আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো মিসেস হাবার্ড। এক তলায় ছাত্রদের কমনরুমে প্রবেশ করলো সে। মাত্র চারজন ছাত্র-ছাত্রী ছিলো সেখানে তখন। ভ্যালেরি হবহাউস তার সুন্দর দেহটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে বসে আছে; নিজেল চ্যাপম্যান একটা টেবিলের সামনে বসে আছে, টেবিলের উপর একটা ঢাউস বই খোলা রয়েছে; ম্যান্টলপীসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে প্যাট্রিসিয়া লেন; এবং বর্ষাতি গায়ে একটি মেয়ে সবেমাত্র তখন কমন-রুমে এসে প্রবেশ করেছিল, মিসেস হাবার্ডকে দেখামাত্র সে তার মাথা থেকে উলি ক্যাপটা সরিয়ে দিলো। মেয়েটি দেখতে বেশ ভালো, তার বাদামী চোখ দুটো বিস্ফারিত, যেন দারুণ অবাক হয়ে গেছে সে তাকে দেখে।

মুখ থেকে সিগারেটটা সরিয়ে ধীরে ধীরে অলস ভঙ্গিতে বলে উঠলো ভ্যালেরি, 'হ্যালো মাম, আপনি কি আমাদের শ্রদ্ধেয় মালকিনকে মিষ্টি মিষ্টি সিরাপ খাইয়ে এলেন?'

সঙ্গে সঙ্গে প্যাট্রিসিয়া লেনও বলে উঠলো, 'তিনি কি যুদ্ধংদেহী মনোভাব অবলম্বন করেছেন?'

'দেখো, এখানে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে।' মিসেস হাবার্ড বললো 'আর নিজেল, আমি চাই এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

'মাম, আমি?' বই বন্ধ করে তার দিকে তাকালো নিজেল। হঠাৎ একট

বদ মতলবে তার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হওয়ার মতোই তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'কেন, আমি কি করেছি?'

'আশাকরি কিছুই নয়।' মিসেস হাবার্ড বললো। 'কিন্তু এলিজাবেথ জনষ্টনের নোটের উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে বিশ্রী ভাবে কালি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি তো সবুজ কালি দিয়ে লিখে থাকো নিজেল।'

স্থির চোখে তাকালো নিজেল। তার মুখের উপর থেকে একটু আগের সেই হাসিটা উধাও হয়ে গেলো। 'হ্যা, সবুজ কালি দিয়েই আমি লিখি।'

'কাজটা ভয়ঙ্কর,' বললো প্যাট্রিসিয়া। 'নিজেল, আমার বিশ্বাস, তুমি এ-কাজ নিশ্চয়ই করোনি। আমার মনে হয়, আমি তোমাকে সব সময়েই বলে থাকি, তুমি তোমার কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছো।'

'হ্যাঁ, জড়িয়ে পড়তেই ভালোবাসি।' অকপটে স্বীকার করলো নিজেল: 'আমার মনে হয়, নীল কালি ব্যবহার করলেই ভালো ছিলো, সবাই যা করে থাকে। কিন্তু মাম, আপনি কি এ ব্যাপারে খুবই সজাগ? মানে আমি বলতে চাই, এই অন্তর্ঘাত-মূলক কাজের জন্য?'

'হ্যাঁ। নিজেল, সত্য করে বলো তো, এ কাজ কি তোমার?'

'না অবশ্যই নয়। আপনি তো জানেন, লোককে বিরক্ত করতে আমি ভালোবাসি, কিন্তু এমন একটা জঘন্য কাজ! না কখ্খনো নয়। আর অবশ্যই ব্ল্যাক বেসের কোনো ক্ষতি আমি কখনোই চাইবো না। আচ্ছা আমার সেই কালিটা কোথায়? মনে আছে, গতকাল সন্ধ্যায় আমি আমার পেনে কালি ভর্তি করেছিলাম। ঐখানে ঐ সেলফ্-এর উপর আমি সাধারণত রেখে থাকি।' লাফিয়ে উঠে সেদিকে ছুটে গেলো সে। 'হ্যাঁ, ওই তো সেটা এখানেই রয়েছে।' কালির বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে শিষ দিয়ে উঠলো সে। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, বোতল প্রায় শূন্য। অথচ এটা প্রায় ভর্তি থাকার কথা।'

বর্ষাতি গায়ে চাপানো মেয়েটি একটু হাঁ করে তাকালো।' 'ওহো প্রিয়,' বলে উঠলো মেয়েটি, 'ওহো প্রিয়, আমি এটা পছন্দ করি না—'

মেয়েটিকে অভিযুক্ত করে বলে উঠলো নিজেল, 'তোমার কোনো এ্যালিবাই আছে সিলিয়া?'

'না, এ কাজ আমি করিনি। সত্যি এ কাজ আমি করিনি। যাইহোক, আমি বলতে পারি, সারাদিন আমি হাসপাতালে ছিলাম। এ কাজ আমি করতে পারি না—'

'নিজেল, এখন তুমি', তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে মিসেস হাবার্ড বললো, 'সিলিয়াকে বিরক্ত করো না।'

ওদিকে রাগত স্বরে প্যাট্রিসিয়া বলে উঠলো, 'আমি বুঝতে পারছি না, নিজেলকে কেন সন্দেহ করা হচ্ছে? তার কালি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে—'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই প্রিয়তমা,' বললো ভ্যালেরি, 'আমার বন্ধুর হয়ে লড়ে যাও।'

'কিন্তু এটা তো অন্যায়—'

'কিন্তু আমি সত্যিই এ ব্যাপারে কিছুই করিনি', আন্তরিকভাবে প্রতিবাদ করলো সিলিয়া।

'বাছা, তুমি করেছো, একথা কেউ চিন্তাও করে না', অধৈর্য হয়ে বললো ভ্যালেরি। 'আর তুমিও তো জানো।' মিসেস হাবার্ডের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হলো। 'এ সবই ঠাট্টা-ইয়ার্কির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে।'

'কিছু একটা করতে যাওয়া হচ্ছে', কঠিন সুরে বললো মিসেস হাবার্ড।

□ চার □

একটা ছোট্ট বাদামী রঙের কাগজের মোড়ক পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিয়ে মিস্ লেমন বললো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এই নাও তোমার সেই ঈপ্সিত জিনিষটা!'

মোড়কের উপর থেকে কাগজটা সরাতেই চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো পোয়ারোর।' সত্যি তারিফ করার মতোন সুন্দর ডিজাইনের রুপালী রঙের সান্ধ্য জুতো।'

'তুমি যেমন বলেছিলে, এটা বেকার স্ট্রীট থেকে পাওয়া গেছে।'

'আমাদের খাটুনি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে', বললো পোয়ারো। 'সেই সঙ্গে আমার অনুমানের স্বীকৃতিও পাওয়া গেলো!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই', বললো মিস লেমন। 'তবে মঁসিয়ে পোয়ারো, যদি না তোমাকে খুব বেশী অসুবিধায় পড়তে হয়। আমার বোনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। নতুন করে সেখানে আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে।'

'তুমি অনুমতি দিলে চিঠিটা পড়তে পারি?'

চিঠিটা তার হাতে সে তুলে দিলে পোয়ারো পড়ার পর মিস্ লেমনকে ফোনে তার বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললো। একটু পরেই মিস লেমন ইশারা করলো, লাইন পেয়েছে।

তার হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে পোয়ারো বললো, 'মিসেস হাবার্ড?'

'ও হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারো। এতো তাড়াতাড়ি ফোন করলেন? সত্যিই আপনি কি নিষ্ঠাবান। সত্যি আমি অত্যন্ত—'

'কোথ্থেকে ফোন করছো? মানে আমি বলতে চাইছি, কেউ আমাদের আলোচনা শুনে ফেলবে না তো?'

'না, সব ছাত্র ছাত্রীরাই এখন বাইরে বেরিয়ে গেছে। রাঁধুনী এখন বাজারে আর তার স্বামী ইংরিজী খুব কমই বুঝতে পারে। ধোপিনী বাড়িতে আছে বটে,

তবে সে কালা, কানে শুনতে পায় না। আমি নিশ্চিত, আমাদের আলোচনার কথা শোনার মতো আপাতত বাড়িতে কেউ নেই।

'খুব ভালো। স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবো। সন্ধ্যায় বক্তৃতা কিংবা ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা আছে তোমাদের ওখানে? কিংবা প্রমোদরঞ্জনের সেরকম কিছু?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি! এই তো সেদিন মিস্ বালট্রাউট তার আবিস্কারের অভিযানের উপর দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে গেলো। সেদিন খুব কম ছাত্র-ছাত্রীই বাইরে গিয়েছিল।'

'আহ্! তাহলে সবাইকে জানিয়ে দাও, আজ সন্ধ্যায় তোমার বোনের নিয়োগ কর্তা মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো আসছে, সে তার এক আকর্ষণীয় কেসের উপর বক্তৃতা দেবে তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে।'

'আমি নিশ্চিত, খুবই ভালো হবে সেটা। কিন্তু আপনি কি মনে করেন—'

'মনে করা করির কিছু নেই। আমি নিশ্চিত!'

সেদিন সন্ধ্যায় কমনরুমে নোটিশ বোর্ডে একটা নোটিশ টাঙ্গানো থাকতে দেখলো ছাত্র-ছাত্রীরা:

প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মঁসিয়ে পোয়ারো আজ সন্ধ্যায় এখানে তাঁর এক সফল বিখ্যাত ক্রিমিনাল কেসের তদন্তের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য দয়া করে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা এ ব্যাপারে নানান রকমের মন্তব্য করতে ছাড়লো না।

'কে এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ?' 'তার কথা তো কখনো শুনিনি।' 'ওহো, আমি শুনেছি। একজন ঠিকা ঝিকে হত্যার অপরাধে এক ব্যক্তির মৃত্যু-দণ্ডাদেশ প্রায় কার্যকর হতে যাচ্ছিল, ঠিক সময়ে এই লোকটি উপস্থিত হয়ে তাঁর নিখুঁত তদন্তের রিপোর্ট পুলিশ স্টেশনে জমা দিলে সেই খুনের আসামীকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়। কারণ তিনি তখন প্রকৃত খুনীকে ধরে ফেলেছিলেন।' 'আমার কাছে শুধুই আলুভাতে বলে মনে হচ্ছে।' 'আমার মনে হয়, এটা নেহাতই কৌতুক।' 'অবশ্য কলিন উপভোগ করতে পারে। অপরাধ-মনস্তত্বের ব্যাপারে সে খুবই আগ্রহী, বরং পাগল বলা যেতে পারে।' 'আমি কিন্তু ওকে এতো গুরুত্ব দিতে পারছি না।' 'আমি কিন্তু ওকে এতো গুরুত্ব দিতে চাই না। তবে অস্বীকার করবো না, যে লোকটার সঙ্গে অপরাধীদের গোপন যোগাযোগ আছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে হয়তো রোমাঞ্চ অনুভব করা যেতে পারে।'

টেবিলে নৈশভোজ পরিবেশিত। আর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা যার যার আসনে বসে গিয়েছিল, এমন সময় মিসেস হাবার্ড তার বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এলেন। তাকে অনুসরণ করছিল ছোট খাটো চেহারার একজন ভদ্রলোক। তাঁর

কালো চুলগুলো সন্দেহজনক। গোঁফটা ভয়ঙ্কর।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন।' মিসেস হাবার্ড পরিচয় করিয়ে দেয়। 'আর ইনি হলেন মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো। নৈশভোজের পর উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।'

সম্ভাষণ বিনিময়ের পর মিসেস হাবার্ডের অনুরোধে হঠাৎ তার ডান পাশ থেকে একটি মেয়ে বলে উঠলো, 'সত্যিই কি মিসেস হাবার্ডের বোন আপনার হয়ে কাজ করেন?'

তার দিকে ফিরে তাকালো পোয়ারো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। অনেক বছর ধরে মিস্ লেমন আমার সেক্রেটারী। অত্যন্ত দক্ষ সে। তার জন্য এক এক সময় আমার আশঙ্কা হয়।'

'তাই বুঝি! আমি অবাক হচ্ছি—'

'মাদমোয়াজেল, আপনার অবাক হবার কারণ?' পোয়ারো তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায়, হাসলো, মেয়েটির সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা করলো, যেমন সে করে থাকে। 'বেশ চিন্তিত, মনের দিক থেকে খুব একটা দ্রুত নয়, বুঝি-বা একটু ভীতও বটে……' তারপর নিজের থেকেই সে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার নাম আর কি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন জানতে পারি?'

'নাম আমার সিলিয়া অস্টিন। পড়াশোনা করি না। আমি একজন ওষুধ প্রস্তুতকারক। সেন্ট ক্যাথেরিন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত।'

'আহ্, সে তো খুব আকর্ষণীয় কাজ?' পোয়ারো এবার অন্যদের প্রসঙ্গ তুললো, 'আর এঁরা সব? এঁদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলতে পারেন? আমি জেনেছি, এখানে বহু বিদেশী ছাত্র ছাত্রী থাকে, কিন্তু দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে, বেশীর ভাগই ইংরেজ।'

'ব্যাপার হলো বেশ কিছু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী এখন বাড়ির বাইরে। যেমন মিঃ চন্দ্রলাল আর মিঃ গোপাল রাম—ওরা ভারতীয় আর মিস বেনজীর ডাচ মহিলা আর একজন হলো মিঃ আহমেদ আলি—ইজিপসিয়ান, ভয়ঙ্কর ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সে।'

'আর যাঁরা এখানে আছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'বেশ তাহলে শুনুন, মিসেস হাবার্ডের বাঁ-পাশে বসে আছে নিজেল চ্যাপম্যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় ইতালীর ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছে সে। তারপরে তার ঠিক পাশের মেয়েটি প্যাট্রিসিয়া লেন, চশমা চোখে—প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় ডিপ্লোমা নিতে যাচ্ছে। বড় মাপের লাল চুলওয়ালা ছেলেটি লেন বেটসন, মেডিক্যাল ছাত্র। আর ঐ কালো চেহারার মেয়েটি—ভ্যালেরি হবহাউস—একটা বিউটি শপের সঙ্গে যুক্ত! তার ঠিক পাশের মেয়েটি, কলিন ম্যাকনাব—মানসিক রোগের চিকিৎসায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ছাত্রী!'

কলিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। নিবিষ্ট মনে তাকে লক্ষ্য করলো পোয়ারো, এবং দেখলো তার মুখে যেন ফিকে রঙ লেগেছে। নিজের মনে বললো সে ঃ 'অতএব—মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছে, এবং সহজে সেটা সে লুকোতে পারলো না।' আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করলো সে—তরুণ ম্যাকনাব মেয়েটির দিকে কখনো তাকালো না বরং সে তার পাশে উপবিষ্ট লাল চুলের মেয়েটির সঙ্গে বেশ হেসে হেসে কথা বলছিল।

আর সেই মেয়েটি হলো সেলা ফিঞ্চ। আমেরিকান—এখানে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছে। তাদের পাশের মেয়েটি জেনেভিভ মারিকড—ইংরিজীতে অধ্যয়ন করছে; তার মতো রেনি হ্যালিও তার পাশেই বসেছিল। সুন্দরী মেয়ে জীন টমলিনসন সেণ্ট ক্যাথেরিনের সঙ্গে যুক্ত। সে একজন সাইকোথেরাপিষ্ট। কালো চামড়ার মানুষ আকিবমবো—পশ্চিম আফ্রিকা থেকে এসেছে, ভয়ঙ্কর কালো লোক সে। তারপর এলিজাবেথ জনষ্টন, জামাইকার মেয়ে, আইন পড়ছে। আমার ডান দিকের ওরা দুজন তুর্কী ছাত্র, সপ্তাহ খানেক আগে এসেছে এখানে। তারা সামান্যই ইংরিজী জানে।

'ধন্যবাদ। আপনারা সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন, নাকি আপনাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকে?'

পোয়ারোর হাল্কা কথার সুরে একটা গাম্ভীর্যের ভাব লুকিয়ে ছিল।

উত্তরে সিলিয়া বললো, 'ওহো, আমরা সবাই ঝগড়া করতে ব্যস্ত থাকিনা। যদিও—'

'যদিও কি মিস অস্টিন?'

'বলছি—ঐ যে নিজেল, মিসেস হাবার্ডের পাশেই যে বসে আছে দেখছেন, লোককে ক্ষেপাতে ওস্তাদ। আর লেন বেস্টন একটুতেই রেগে যায়। এক এক সময় তার বন্য রাগ দেখার মতোন। তবে সত্যিই খুব মিষ্টি স্বভাবের ছেলে সে।'

'আর কলিন ম্যাকনাব—সে কি খুব বিরক্তবোধ করে থাকে?'

'ওহো না! সে কেবল তার ভ্রূ তুলে থাকে আর তাকে বেশ খুশি খুশি দেখায়।'

'তাই বুঝি! আর ঐ তরুনীটি, ওর সঙ্গে আপনার কখনো ঝগড়া হয়?'

'ওহো না, আমরা সবাই খুব মিশুকে। এক এক সময় জেনেভিভের একটু যা ভাবান্তর ঘটে থাকে। আমার মনে হয় ফরাসীরা একটু স্পর্শকাতর—ওহো, মানে আমি—আমি দুঃখিত—' এর পর নীরব হলো মেয়েটি।

সিলিয়া যেন বিভ্রান্তির ছবি।

'আর আমি একজন বেলজিয়ান,' গদগদ হয়ে বললো পোয়ারো। সিলিয়া সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার আগেই দ্রুত জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো, 'মিস অস্টিন একটু আগে আপনি বললেন, আপনি অবাক হচ্ছেন—কিসের জন্য?'

স্নায়ু দুর্বলতায় মেয়েটি তার রুটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

'ওহো, ওটা কিছু নয়, সত্যি কিছু নয়—স্রেফ একটা ঠাট্টা মাত্র। আমি ভেবেছিলাম মিসেস হাবার্ড—কিন্তু সত্যিই সেটা আমার লজ্জার কথা। আমি কিছু বোঝাতে চাইনি।'

পোয়ারো তাকে আর চাপ দিলো না। মিসেস হাবার্ডের দিকে ফিরে তাকালো সে। মিসেস হাবার্ড এবং নিজেল চ্যাপম্যান তিনজনে মিলে আলোচনায় রত হলো। অচিরেই চ্যাপম্যান একটা বিতর্কে জড়িয়ে পড়লো। তার বক্তব্য হলো অপরাধ একটা শিল্প—এবং সমাজের সব থেকে অযোগ্য হলো পুলিশ। তারা পুলিশের চাকরীতে ঢোকে তাদের গোপন যৌন বিকৃতি চরিতার্থ করার জন্য। পোয়ারো তার পাশে বসা চশমা পরিহিত তরুণী যুবতীর উদ্বেগ লক্ষ্য করে কৌতুক বোধ করছিল। মেয়েটি বেপরোয়া ভাবে নিজেলের মন্তব্য নস্যাৎ করার চেষ্টা করছিল। যাই হোক, তার দিকে একেবারেই তাকালো না, কিংবা বলা যেতে পারে, ভ্রুক্ষেপই করলো না।

সদয় চিত্তে কৌতুকবোধ করলো মিসেস হাবার্ড।

'তোমরা সব তরুণরা আজকাল রাজনীতি আর মনস্তত্ত্ব ছাড়া কিছুই বোঝোনা।' বললো মিসেস হাবার্ড, 'ছেলেবেলায় আমি হাল্কা মেজাজে থাকতে ভালোবাসতাম। নাচতাম, গলা চড়িয়ে গান গাইতাম। এখানে কমন-রুমের মেঝেটা বিরাট, নাচের উপযোগী। কিন্তু তোমরা কখনো কি নাচ করেছ?'

হাসলো সিলিয়া এবং গাঢ় স্বরে বলে উঠলো, 'নিজেল, তুমি কিন্তু নাচতে। একবার আমি তোমার সঙ্গে নেচেছিলাম। তবে আমার মনে হয় না, তুমি মনে রেখেছো।'

'তুমি আমার সঙ্গে নেচেছিলে?' বিশ্বাস করতে চাইল না নিজেল। 'কোথায়? কোথায় নেচেছিলে?'

'কেন কেমব্রিজে—মে দিবসে!'

'ওঃ মে দিবসে!' তারুণ্যের বোকামো বুঝতে পারলো নিজেল। 'ঐ বয়সে সবাই অমন ছেলেমানুষি করে থাকে। বয়স হলেই ভুলে যায়।'

নিজেলের বয়স এখন পঁচিশের বেশী নয়। পোয়ারো গোঁফের ফাঁকে তার হাসিটা চাপবার চেষ্টা করলো!

ওদিকে পোয়ারো তখন উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। নিজের কণ্ঠস্বর বেশ ভালোই লাগে তার কাছে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ ধরে সে তার অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়ার পর বললো, 'তাহলে আপনারা দেখলেন অপরাধ জগৎটা কেমন! অপরাধী আর পুলিশের সম্পর্কটাই বা কি রকম! এই শহরের একজন ভদ্রলোককে আমি বলেছিলাম, একজন সাবান প্রস্তুতকারককে আমি জানি। সে তার সুন্দরী স্বর্ণকেশী সেক্রেটারীকে বিয়ে করার জন্য তার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল। হাল্কা ভাবেই গল্পটা আমি করেছিলাম তার কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম তার মধ্যে।

সেই মাত্র তার চুরি যাওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য সে আমাকে চাপ দিতে থাকে তখন। তাকে কেমন যেন কৃশ দেখায়, ভয়ার্ত চোখ। 'এ টাকা আমি উপযুক্ত চ্যারিটি ট্রাস্টে দেবো', আমি তাকে বলি। "টাকাটা নিয়ে আপনি যা খুশি করতে পারেন।" উত্তরে সে বলে। তখন আমি তাকে খুবই অর্থপূর্ণ ভাবে বলি "মঁসিয়ে, আমার উপদেশ হলো, খুব সাবধান।" নীরবে মাথা নাড়লো সে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি, সে তার কপালের ঘাম মুছছে। যদিও সে তার স্বর্ণকেশী সেক্রেটারীর প্রতি মোহাচ্ছন্ন, মনে হয় আমার সেই উপদেশ শোনার পর সে আর বেশীদূর এগোবে না, কিংবা তার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার মতোন বোকামো করবে না। নিরাময়ের থেকে প্রতিরোধ সব সময়েই ভালো। আমরা হত্যা প্রতিরোধ করতে চাই—হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা আমরা করি না।'

মাথা নুইয়ে সে এবার বলে, 'আমি বোধহয় আপনাদের দীর্ঘক্ষণ চিন্তায় ফেলে রেখেছিলাম।'

প্রচণ্ডভাবে হাততালি দিয়ে উঠলো ছাত্র ছাত্রীরা। পোয়ারো মাথা নুইয়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলো। তারপর সে যখন প্রায় তার আসনে বসতে যাবে ম্যাকনাব হঠাৎ বলে উঠলো, 'আর এখন সম্ভবত এখানে আপনি যে জন্য এসেছেন সে ব্যাপারে কিছু বলবেন।'

মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপর প্যাট্রিসিয়া ভৎসনা করে উঠলো, 'কলিন!'

'ভালো কথা, আমরা এখন সবাই আন্দাজ করতে পারে, পারি না?' চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো সে, তার চোখে মুঠো মুঠো ঘৃণা! 'মঁসিয়ে পোয়ারো বেশ মজার গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য তিনি এখান আসেননি। তিনি একটা বিশেষ কাজে এসেছেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যি করে বলুন তো, এরকম একটা ধারণা করে নেওয়াটা আমাদের ন্যায়সঙ্গত নয়?'

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি,' পোয়ারো বললো, 'মিসেস হাবার্ড আমাকে গোপনে বলেছেন এখানকার কয়েকটা ঘটনা তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো লেন বেটসন। তার মুখটা থমথমে এবং হিংস্র দেখাচ্ছিল। 'দেখুন!' তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলো সে, 'এসব কি হচ্ছে? আমাদের জড়ানোর জন্যই কি এই পরিকল্পনা?'

এবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলো মিসেস হাবার্ড।

'মঁসিয়ে পোয়ারোকে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম। সেই সঙ্গে এখানে সম্প্রতি যে সব ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, সে ব্যাপারেও উপদেশ চেয়েছিলাম, কিছু একটা তো করতে হবে! আমার মনে হয়েছে, এর একমাত্র বিকল্প হলো পুলিশ।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজেদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লো। উত্তেজনায় ফেটে পড়লো জেনেভিভ। ফরাসী ভাষায় উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো সে, 'পুলিশের কাছে যাওয়া অপমানকর, লজ্জাকর!' পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অনেকেই সরব হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত লিওনার্ড বেটসনের চড়া গলা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো।

'আমাদের গণ্ডগোলের ব্যাপারে মঁসিয়ে পোয়ারোর বক্তব্য শোনা যাক।'

পোয়ারো কিছু বলার আগে মিসেস হাবার্ড বলে উঠলো, সমস্ত ঘটনার কথা আমি মঁসিয়ে পোয়ারোকে বলেছি। তিনি যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান, আমি নিশ্চিত, তোমরা কেউই আপত্তি করবে না।'

মাথা নিচু করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো পোয়ারো।

'ধন্যবাদ।' তারপর যাদুকরের মতো একটা কাগজের মোড়ক খুলে এক জোড়া সান্ধ্য জুতো সেলী ফিঞ্চের হাতে তুলে দিলো। 'মাদমোয়াজেল, আপনার জুতোজোড়া।'

'দু'পাটি কেন? হারানো পাটিটা কোথা থেকে এলো?'

'বেকার স্ট্রীট স্টেশনের লস্ট প্রপার্টি'র অফিস থেকে।'

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি ভাবলেন কি করে যে সেটা সেখানে থাকতে পারে?'

'অত্যন্ত সহজ অনুমানের ভিত্তিতে। আপনার ঘর থেকে কেউ একজন এক পাটি জুতো নিয়ে থাকবে? কিন্তু কেন? পড়বার জন্য নয়, বিক্রি করবার জন্যও নয়। যেহেতু সবাই বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করবে, সেই কারণে জুতোটা নষ্ট করা অতো সহজ নয়। সব থেকে সহজ উপায় হলো জুতোটা কাগজের মোড়কে করে বাসে কিংবা ট্রেনে নিয়ে গিয়ে ভীড়ের সময় আসনের উপর ফেলে রাখা। এটাই আমার প্রথম অনুমান এবং সেটা যে ঠিক তার প্রমাণ পাওয়া গেলো।' এবার একটু থেমে পোয়ারো আবার বলতে শুরু করলো:

'আমার অবস্থাটা খুবই দুর্বল। আমি এখানে একজন অতিথি। মিসেস হাবার্ডের আমন্ত্রণে সুন্দর সন্ধ্যেটা কাটানোর জন্য এসেছি—ব্যাস এই পর্যন্ত। অবশ্য সেই সঙ্গে মাদমোয়াজেলকে সুন্দর একজোড়া সান্ধ্য জুতো ফেরত দেওয়ার জন্যও বটে। আর কিছু—'একটু থেমে সে আবার বললো, 'মঁসিয়ে বেটসন? হ্যাঁ, বেটসন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই গণ্ডগোলের ব্যাপারে আমি কি চিন্তা করছি। কিন্তু একজন নয়, আপনারা সবাই মিলে আমাকে আহ্বান না করলে এ ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে আমার কিছু বলতে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে।'

মিঃ আকিবমবো তাঁর কোকড়ানো চুলের মাথাটা ঘন ঘন দুলিয়ে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, সেটাই হবে সঠিক পন্থা। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক-পন্থা হলো সবার উপস্থিতিতে এ ব্যাপারে ভোট নেওয়া।'

অধৈর্য হয়ে সেলী ফিশ্ত বলে উঠলো, 'ওহো, তুমি বড্ড হতাশ করে দাও', আকিবমবোকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বললো সে। 'আজকের এই সমাবেশ একটা পার্টির মতোই। আমরা সব বন্ধুরা একত্রে মিলিত হয়েছি। আর কোনো হৈ-চৈ না করে মঁসিয়ে পোয়ারো কি উপদেশ দেন চুপ করে শোনা যাক।'

'সেলী আমি তোমার সঙ্গে আর একমত হতে পারছি না', প্রতিবাদ করে উঠলো নিজেল।

মাথা নত করে পোয়ারো বললো, 'খুব ভালো কথা'। 'এই প্রশ্নটা আপনারা সবাই আমাকে করেছেন। উত্তরে আমার উপদেশ খুবই সহজ, সরল। মিসেস হাবার্ড কিংবা মিসেস নিকোলেটিসের উচিত এখনি পুলিশে খবর দেওয়া। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

□ পাঁচ ।।

নিঃসন্দেহে পোয়ারোর মন্তব্য অভাবনীয়। প্রতিবাদ কিংবা পাল্টা মন্তব্য করা যায় না। কিন্তু একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে ডুবে রইলো সান্ধ্য বৈঠক এবং বৈঠকের সদস্যরা। সেই অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে থেকে পোয়ারোকে উদ্ধার করলো মিসেস হাবার্ড তার বসবার ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে। 'তোমাদের সবাইকে শুভরাত্রি……'

তারপর নিজের বসবার ঘরে পোয়ারোর মুখোমুখি বসে মিসেস হাবার্ড একটু ইতস্তত করে বললো, 'জোরের সঙ্গেই আমি বলবো, আপনিই ঠিক মঁসিয়ে পোয়ারো। সম্ভবত পুলিশে আমাদের খবর দেওয়াই উচিত, বিশেষ করে অমন বিশ্রী কালি ছিটানোর ঘটনার পর। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলবো, অমন স্পষ্ট করে সবার সামনে আপনার বলা উচিত হয়নি।'

'আহ্!' পোয়ারো তার নিজস্ব ব্রাণ্ডের একটা সিগারেটের ধোঁয়া উদ্গীরণ করে বললো, 'তুমি কি মনে করো ব্যাপারটা আমার গোপন করা উচিত ছিলো?'

'আমার মনে হয়, চুপচাপ থাকলে ভালো ছিলো, তারপর একজন পুলিশ অফিসারকে আহ্বান করে গোপনে ঘটনাটা তার কাছে ব্যাখ্যা করলে ভালো হতো! মানে আমি বলতে চাইছি, যে এই নোংরা কাজ করে থাকুক না কেন, এখন তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দিলেই চলতো।'

'সম্ভবত হ্যাঁ।'

'তারপর মিসেস নিকোলেটিস রয়েছেন। জানি না পুলিশের কথা শুনলে তাঁর মনোভাব কি রকম হবে। তাঁর মনে কি আছে কেউ জানে না।'

'সেটা জানা খুবই কৌতূহলের ব্যাপার।'

'তাই স্বভাবতই আমরা পুলিশকে এখানে আসতে দিতে পারি না। আগে তাঁকে-

রাজী করাতে হবে, তারপর—ওঃ, কে আবার এলো ?'

দ্রুত টোকা পড়তে থাকে দরজায়। মিসেস হাবার্ড বলতে যাচ্ছিল, 'ভেতরে এসো', কিন্তু তার বলবার আগেই দরজা খুলে গেলো এবং কলিন ম্যাকনাব ঘরে এসে ঢুকলো। উদভ্রান্ত চেহারা, ঝাপসা চোখ।

'আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন', কলিন বলে, 'কিন্তু না এসেও পারলাম না। আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন। মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।'

'আমার সঙ্গে ?' তার দিকে অবাক চোখে ফিরে তাকালো পোয়ারো।

'হ্যাঁ' গম্ভীর স্বরে বললো কলিন, 'আপনার সঙ্গেই।'

কাঁপা কাঁপা হাতে চেয়ার টেনে নিয়ে পোয়ারোর সামনে বসলো সে। 'আজ রাতে আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। আমি অস্বীকার করছি না. আপনার অভিজ্ঞতা প্রচুর আর নানা ধরণের অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু আপনার কাজের পদ্ধতি আর ধারণা, দুটোই সেকেলে ধরণের ; আমার এই কথা বলার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা করবেন।'

'কলিন, সত্যিই তুমি ভীষণ অভদ্র', মুখ কালো করে বলে উঠলো মিসেস হাবার্ড।

'আমি ওঁকে অপমান করার জন্য এ-কথা বলিনি। তবে ব্যাপারটা পরিস্কার করার জন্যই বলেছি। মঁসিয়ে পোয়ারো, অপরাধ এবং শাস্তি—যতদূর সম্ভব আপনার দিগন্ত বিস্তৃত, যার কিনারা পাওয়া যায় না।

'ওগুলো আমার কাছে স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে হয়,' বললো পোয়ারো।

'আইনটাকে আপনি সংকীর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া আপনার ধারাগুলো অত্যন্ত পুরনো, সেকেলে। অথচ আজকাল আইন অনেক বেশী উদার, অনেক নতুন, বিবেচনা প্রসূত. অপরাধ তত্ত্বের নতুন নতুন ব্যাখ্যা আছে। অপরাধীকে শাস্তি দিতে গেলে নতুন নতুন অনেক আইন ঘাঁটতে হয়। এই হলো আমার বলার কারণ এবং সেটা আমি জরুরী বলে মনে করি মঁসিয়ে পোয়ারো।'

কিন্তু আপনার ঐ নতুন ফ্যাসানের আইনের কচকচি শুনতে আমি চাই না। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না !'

'তাহলে এই বাড়িতে যা যা ঘটে যাচ্ছে, তার কারণগুলো আপনাকে অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে।—আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে—কেন, কেন এ সব ঘটছে।'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে অবশ্যই একমত, আর এটা খুব জরুরীও বটে।'

'কারণ সব ব্যাপারেই একটা না একটা কারণ থাকবেই। আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ভালো রকম কারণই থাকতে পারে।'

প্রস্তাবটা মনঃপূত হলো না মিসেস হাবার্ডের। তাই সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। অধৈর্য হয়ে বলেই ফেললো, 'যতো সব রাবিশ—'

'এইখানেই আপনি ভুল করছেন', তার দিকে ঈষৎ ঘুরে বসে কলিন বললো, 'মনস্তাত্ত্বিক পশ্চাৎপটটা আপনাকে বিবেচনা করে দেখতেই হবে।'

'মনস্তাত্ত্বিক প্রলাপ ?' ব্যাঙ্গ করে বললো মিসেস হাবার্ড। 'এ ধরণের আজেবাজে কথা শোনার মতো ধৈর্য আমার নেই।'

'কারণ আপনি এ সবের কিছুই জানেন না।' তিরস্কারের মতো করে বলে কলিন এবার পোয়ারোর দিকে ফিরলো।

'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কিন্তু এ-বিষয়ে খুবই আগ্রহী। আমি এখন সাইকোলজির পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার এতো সব কথা বলার কারণ হলো, আইন অনুযায়ী অপরাধীকে আপনি খালাস করে দিতে পারেন না ? গণ্ডগোলের আসল উৎস আপনাকে বুঝতে হবে। আজকের তরুণদের বিপথ থেকে উদ্ধার করার জন্য এটা খুবই জরুরী, আপনাদের সময়ে এ ধরণের ধারণা কেউ জানতো না শুধু নয়, আমার একটুও সন্দেহ নেই, সেগুলো মেনে নিতে আপনারা খুব কষ্ট পেতেন।'

'চোরের ওপর বাটপারি,' কঠোর ভাষায় বললো মিসেস হাবার্ড।

অধৈর্য ভাবে ভ্রূকুটি করলো কলিন।

পোয়ারোর কথায় নম্রতার সুর : 'নিঃসন্দেহ আমার ধারণাগুলো সেকেলে ধরণের। কিন্তু মিঃ ম্যাকনাব, আপনার কথা শুনতে আমি প্রস্তুত।'

বিস্ময় ভরা চোখে তার দিকে তাকালো কলিন। 'আপনি বেশ ভালো কথাই বলেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো! এখন আমি আপনাকে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিতে চাই।'

'ধন্যবাদ,' নম্র ভাবে বললো পোয়ারো।

'সুবিধের জন্য আজ রাতে আপনার নিয়ে আসা জুতো জোড়া দিয়েই শুরু করবো। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, এক পাটি জুতোই চুরি গিয়েছিল। মাত্র একপাটি।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলতে থাকে কলিন ম্যাকনাব। 'কিন্তু এর গুরুত্ব হয়তো আপনি উপলব্ধি করতে পারেননি। এ একটা চমৎকার আর সন্তুষ্ট করার মতো উদাহরণ বটে। সিনড্রেলা রূপকথার কাহিনীর সঙ্গে আপনি হয়তো পরিচিত আছেন।

'মূল ফরাসী গল্প—!'

'উঞ্ছবৃত্তি করেও পারিশ্রমিক পেতো না সিনড্রেলা। বেচারী মনের দুঃখে আগুনের পাশে বসেছিল; তার বোনেরা সুন্দর কারুকার্য করা পোষাকে তাকেও সেই প্রিন্সেস বল-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। মাঝরাতে তার সেই সুন্দর পোষাক ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পরিণত হওয়া মাত্র তাড়িঘাড়ি করে বাড়ি ফিরে এলো

সে, এক পাটি চটি সেখানে ফেলে রেখে। এখানেই আমরা সেই সিনড্রেলার সঙ্গে কাউকে তুলনা করতে পারি (অবশ্যই অবচেতন মনে)। এখানে কারোর হতাশা, পরশ্রীকাতরতা এবং হীনমন্যতার পরিচয় পাই, হ্যাঁ, আমি এখানে সেই মেয়েটির কথা বলছি, যে কিনা সান্ধ্য জুতো চুরি করেছিল। কেন? সম্ভবত সে নিজেই জানতো না, কেন সে এ কাজ করতে গেলো। কিন্তু তার মনের ইচ্ছাটা এখানে পরিস্কার: রাজকুমারী হওয়ার বাসনা জেগেছিল তার মনে, রাজকুমারীর মন জয় করতে চেয়েছিল সে, আর সে চেয়েছিল রাজকুমার তাকে দাবী করুক। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, এমন একজন আকর্ষণীয়া সুন্দরী মেয়ের সান্ধ্য জুতো সে চুরি করে, যে মেয়েটিরও সেই পার্টিতে যাওয়ার কথা।'

কলিনের পাইপে তামাক শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলে: 'এখন আমরা আরো কিছু ঘটনার প্রসঙ্গে আসছি। অপহৃত জিনিষগুলো সামান্যই, সবই মেয়েদের ব্যবহৃত জিনিষ।—পাউডার, লিপস্টিক, কানের দুল, ব্রেসলেট, আংটি—এর দু'টি উদাহরণ রয়েছে। মেয়েটি নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছিল। এমন কি শাস্তিও পেতে চেয়েছিল সে।—যেমন আজকাল প্রায়ই তরুণদের মধ্যে এ ধরণের অপরাধ প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। এগুলো সাধারণ অপরাধমূলক চুরির কেস বলে মনে হয় না। তেমন মূল্যবান জিনিষও নয়। ডিপার্টমেন্ট স্টোরস-এ গিয়ে যে কোনো উচ্চ মধ্যবিত্ত, কিংবা মধ্যবিত্ত মহিলা এ সব জিনিষ চুরি করতে পারে, যদিও তার দাম দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের আছে।'

'ননসেন্স,' রাগত স্বরে বলে উঠলো মিসেস হাবার্ড। 'সে সব কিছু অসৎ লোকের কাজ। অর্থের লোভ এখানে সে সুযোগ কোথায়?'

'ভুলে যেও না, চুরি যাওয়া জিনিষগুলোর মধ্যে একটা দামী হীরের আংটিও ছিলো,' মিসেস হাবার্ডের আপত্তি সত্ত্বেও কথাটা বলতে হলো পোয়ারোকে।

'কিন্তু সেটা তো ফেরত দেওয়া হয়েছে।'

'আর মিঃ ম্যাকনাব, আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না, স্টেথিস্কোপটা মেয়েলী জিনিষের পর্যায় পড়ে?'

'এর মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ আছে। যে সব নীরব নারীসুলভ আকর্ষণে ঘাটতি থাকে, তারা তখন জীবনের উন্নতি করার পথ ধরে থাকে। তাই মনে হয়, স্টেথিস্কোপটা সেই অবলম্বন—'

'আর সেই রান্নার বইটা?'

'ওটা একটা পারিবারিক জীবনের চিহ্ন, স্বামী ও পরিবার।'

'আর বোরিক পাউডার?'

কলিন এবার খিঁচিয়ে উঠলো: 'প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো। বোরিক পাউডার কেউ চুরি করে না, কেনই বা করবে?'

'ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি নিজেকে করেছি। আমি স্বীকার করছি, মঁসিয়ে ম্যাকনাব, মনে হচ্ছে, সব প্রশ্নের উত্তরই আপনার জানা আছে। তাই যদি হয়, তাহলে আপনার পুরনো ফ্যানেল ট্রাউজার চুরির ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা করবেন বলুন।'

এই প্রথম হোঁচট খেতে হলো কলিনকে। গলা পরিস্কার করে বললো সে, 'এর ব্যাখ্যা আমি করতে পারি—কিন্তু তাতে কারোর জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, সে এক অস্বস্তিকর ব্যাপার।'

'আর অন্য এক ছাত্রীর নোটের উপর কালি ছিটিয়ে দেওয়া, একজনের স্কার্ফ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা? এ সব কি আপনাকে একটুও উদ্বিগ্ন করে না?'

কলিনের মুখের স্বাভাবিক ভাবটা হঠাৎ বদলে যায়। পোয়ারোর দৃষ্টি এড়ায় না।

'হ্যাঁ, করে বৈকি,' বললো সে। 'বিশ্বাস করুন অবশ্যই আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এ দুটি ঘটনা সাংঘাতিক। অবশ্যই মেয়েটির চিকিৎসার প্রয়োজন, এবং এখনি। এটা পুলিশের কেস নয়। বেচারী খুদে শয়তান জানেও না, এ সবের অর্থ কি, কি ব্যাপার? হাত-পা বাঁধা অবস্থার মতো সে, আমি যদি...'

বাধা দিলো পোয়ারো।

'তার মানে আপনি জানেন কে সেই মেয়েটি?'

'হ্যাঁ, তার উপর আমার দারুণ সন্দেহ আছে!

'এই সেই মেয়ে, যে কিনা পুরুষের মন জয় করতে ব্যর্থ। লাজুক মেয়ে। স্নেহবৎসল মেয়ে। এই সেই মেয়ে যে নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে করে, হতাশায় ভুগছে। এই সেই মেয়ে .....'

এই সময় দরজায় আবার টোকা পড়লো। নীরব হলো পোয়ারো। দরজায় টোকা মারার পুনরাবৃত্তি হলো।

ভেতরে এসো...' বললো মিসেস হাবার্ড।

দরজা খুলে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে সিলিয়া অস্টিনকে প্রবেশ করতে দেখা গেলো।

'আহ্,' মাথা নেড়ে পোয়ারো বলে উঠলো, 'ঠিক এই মুহূর্তে মিস্ সিলিয়া অস্টিনকেই আমি অনুমান করছিলাম।'

কলিনের দিকে তাকালো সিলিয়া, তার চোখ থেকে আগুন ঝরে পড়ছিল।

'আমি জানতাম না, তুমি এখানে,' এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো সে, 'আমি এসেছিলাম—আমি এসেছিলাম এখানে...'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস হাবার্ডের কাছে ছুটে গেলো সে।

'দয়া করে পুলিশকে খবর দেবেন না। আমি, হ্যাঁ আমি সেই জিনিষগুলো নিয়েছি! জানি না কেন। কেন নিয়েছি চিন্তাও করতে পারি না। এমন কি আমি

চাইওনি। সেগুলো, সেগুলো যেন আপনা থেকেই আমার কাছে চলে এসেছে।' তারপর কলিনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বললো, 'তাহলে তুমি এখন জেনে গেছো, আমি কি ধরণের মেয়ে···আর আমার ধারণা, তুমি আমার সঙ্গে আর কখনো কথাও বলবে না। আমি ভয়ঙ্কর······'

ওহো! তুমি নিজেকে যা ভাবছো, তা একেবারেই নয়,' বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে বললো কলিন, তোমার অসুস্থতার দরুণ এ কাজ তুমি করেছো, ভালো করে দেখেওনি জিনিষগুলো কি ছিলো। তুমি যদি আমাকে একান্তই বিশ্বাস করো সিলিয়া, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলবো।'

'ওঃ কলিন, সত্য বলছো তুমি?'

তার দিকে তাকালো সিলিয়া, তার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আবেগ গোপন করতে পারলো না সিলিয়া।

'তোমার ব্যাপারে আমি ভীষন চিন্তিত ছিলাম।' গুরুজনদের মতো স্নেহভরে সিলিয়ার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে কলিন উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস হাবার্ডের দিকে ফিরে বললো, 'আশা করি এখন পুলিশে খবর দেবার মতো বোকামো করার আর দরকার নেই। তেমন মূল্যবান কোনো জিনিষ চুরি যায়নি। তাছাড়া যে জিনিষগুলো সিলিয়া নিয়েছে ফেরত দেবে ও।'

'ব্রেসলেট আর পাউডার আমি ফেরত দিতে পারবো না', উদ্বিগ্ন হয়ে বললো সিলিয়া। 'আমি ওগুলো ফেলে দিয়েছি। তবে নতুন করে কিনে দেবো।'

'আর স্টেথিস্কোপটা?' জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো। 'সেটা আপনি কোথায় রেখেছেন?'

সিলিয়ার চোখ ঝলসে উঠলো।

'আমি কখনোই কোনো স্টেথিস্কোপ নিইনি। পুরনো একটা স্টেথিস্কোপ আমার কি কাজে লাগবে?' তার দৃষ্টি আরো গভীর হলো। 'আর এলিজাবেথের নোটের উপর কালি আমি ছিটোইনি। এ রকম বিদ্বেষপরায়ণ কাজ আমি করিনি।'

'মাদমোয়াজেল, মিস হবহাউসের স্কার্ফ টুকরো টুকরো করার ব্যাপারটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।'

'আমি মনে করি ওটা একটা জঘন্য ব্যাপার!' অস্বস্তি এবং কতকটা অনিশ্চতের মধ্যে বললো সিলিয়া, আমার মনে হয়, ভ্যালেরিণা কিছু মনে করবে না।'

'আর পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা?'

'ওহো, ও কাজ আমি করিনি। ওটা কোনো বদমেজাজী লোকের কাজ।'

মিস হাবার্ডের নোটবুক থেকে টাইপ করা হারানো জিনিষের তালিকাটা বার করে সিলিয়ার উদ্দেশ্যে পোয়ারো বললো, 'এখন সত্যি কথাটা বলুন তো, এই সব ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন কোন ঘটনার সঙ্গে আপনি জড়িত, আর কোনটার সঙ্গেই বা আপনি জড়িত নন!'

সেই তালিকাটা দেখা মাত্র সিলিয়ার উত্তর পাওয়া গেলো।

'ঝোলা ব্যাগ, কিংবা ইলেকট্রিক বাল্ব কিংবা বোরিক পাউডার অথবা বাথ সল্ট এর ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তবে আংটিটা ভুল করে নিয়েছিলাম, সেটা উপলব্ধি করা মাত্র ফিরিয়ে দিয়েছি। তার একটাই কারণ আমি অসৎ হতে চাইনি। সেটা কেবল---'

'কেবল কি সেটা ?'

সিলিয়ার চোখে এক অনিশ্চিত অস্থিরতা থিক থিক করছিল।

'জানি না, সত্যিই আমি জানি। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার।'

কলিন কোনো যুক্তিতর্ক মানতে চায় না, এমনি ভাব দেখিয়ে বললো, 'আপনি যদি ওকে প্রশ্নবাণে আর জর্জরিত না করেন তবে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হবো। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ভবিষ্যতে এ সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। এখন থেকে আমি ওর সব অন্যায় কাজের জন্য দায়ী থাকবো।'

'ওঃ কলিন, তুমি আমার কতো যে ভালো!'

'সিলিয়া, এখন তোমার সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবে ? যেমন তোমার আগের পারিবারিক জীবনের কথা—তোমার বাবা মা একসাথে ভালো ভাবে মিলেমিশে থেকে ছিলেন তো ?'

'ওহো, না। বাড়িতে সে কি ভয়ঙ্কর পরিবেশ—'

ওদের কথার মাঝে বাধা দিলো মিসেস হাবার্ড।

'ওসব কথা এখন থাক। তুমি নিজে এসে তোমার দোষ স্বীকার করার জন্য আমি খুব খুশি। এতো সব দুশ্চিন্তার কারণ তুমি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তবে এ কথাও বলবো, তুমি যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এলিজাবেথের নোটের উপর কালি ছিটোওনি, তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। এখন তুমি যেতে পারো, আর কলিন, তুমিও।'

তারা চলে যাওয়ার পর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিসেস হাবার্ড।

'ভালো কথা', পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বললো সে, 'এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন ?'

পোয়ারোর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'আমার মনে হয় একটা প্রেমের দৃশ্যে আমরা সাহায্য করেছি—একেবারে আধুনিক স্টাইলে প্রেম যাকে বলে।'

'আমাদের সময়কার প্রেমের ধারা কতোই না বদলে গেছে তাই না ?' মিসেস হাবার্ড আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'সিলিয়ার বয়স যখন মাত্র চার তখন ওর বাবা মারা যান। ওর ছেলেবেলা বেশ ভালোভাবেই কাটে, তবে ওর নির্বোধ মা—'

'আহ্। মেয়েটি কিন্তু খুবই বুদ্ধিমতী। নিজের থেকে ও কিছু বলবে না ম্যাকনাবকে। যতটুকু সে শুনতে চায় ঠিক ততোটুকুই ও বলবে। মেয়েটি তাকে

খুবই ভালোবাসে।'

'এ সব যুক্তি আপনি বিশ্বাস করেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'সিলিয়ার মনে যে সিনডারেলার জটিলতা ছিলো, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আর জিনিষগুলো চুরি করার সময়, ও যে বলেছে, কেন ও অমন কাজ করছে, ও জানতো না, ওর এ-যুক্তিও আমি মানতে রাজী নই। আমার মনে হয় অখ্যাত জিনিষগুলো চুরি করার ঝুঁকি ও নিয়ে থাকবে এই মনে করে যে ওর প্রেমিক কলিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে—সেদিক থেকে সফল ও। ও যদি অতি সাধারণ লাজুক মেয়ের মতো থাকতো কলিন কখনোই ওর দিকে ফিরেও তাকাতো না। আমার মতে.' বললো পোয়ারো, মেয়েটি ওর মনের মানুষকে পাওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটাই পাখীদের বাসা বাঁধতে চাওয়ার মতো। সত্যি মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট করার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যাইহোক, যার শেষ ভালো তার সব ভালো।'

'না, না,' পোয়ারো মাথা নাড়লো। 'আমার তো মনে হয় না, এ সব ঘটনার শেষ প্রান্তে এসে পেঁছেছি। যাই হোক, হয়তো আমরা এই জটিল কেসের রাস্তা পরিস্কার করছি। কিন্তু এখানে কতকগুলো ব্যাপার এখনো ঠিক পরিস্কার হয়নি। আমার মনে হয়েছে, এখনো কিছু সঙ্কট রয়ে গেছে—সত্যি অত্যন্ত সঙ্কটজনক কিছু।'

মিসেস হাবার্ডের ফর্সা মুখখানি আবার বুঝি কালো হয়ে গেলো! 'ওঃ মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?'

'এটা আমার ধারণা।...ম্যাডাম, আমার আশঙ্কা, মিস্ প্যাট্রিসিয়া লেনের সঙ্গে একবার কথা বলার সুযোগ পাবো কিনা। আমি সেই চুরি যাওয়া হীরের আংটটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'কেন পাবেন না মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি এখুনি নিচে গিয়ে ওকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আমিও লেন বেটসনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

একটু পরেই প্যাট্রিসিয়া লেন এসে ঘরে ঢুকলো। তার চোখে হাজারো প্রশ্ন।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত মিস্ লেন।'

'ও কিছু নয়।' মিস্ লেন বললেন, 'আপনি আমার হীরের আংটটা দেখতে চান।' আঙুল থেকে আংটিটা খুলে পোয়ারোর হাতে তুলে দিলো মিস্ লেন।

'সত্যি খুব বড় সাইজের হীরের আংটি তবে আটিংটা সেকেলে ধরণের।' মিস্ লেন বললো, 'আমার মায়ের বাগ্‌দানের আংটি।'

'আপনার মা এখনো জীবিত?'

'না, বাবা মা দুজনেই মৃত।'

'বড় দুঃখের কথা।'

'হ্যাঁ। আমার দুঃখ, আমি তাঁদের সঙ্গে বড় একটা ঘনিষ্ট হতে পারিনি। তার উপর আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছি শুনে আমার মা খুবই নিরাশ হয়ে পড়েন।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পোয়ারো ভাবলো ঃ তার অনুমান, মেয়েটির বয়স সবে বোধহয় তিরিশ পেরিয়েছে। ঠোঁটে সামান্য লিপস্টিক ছাড়া অন্য কোনো মেক-আপ নেয়নি ও। চশমার আড়ালে ওর সুন্দর নীল চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্যের ছাপ। মেয়েটির আচরণে কোনো দম্ভ নেই, কোনো অহঙ্কার নেই, পোষাকে ফ্যাসন বলতে কিছু নেই, সাদা মাটা পোষাক। তবে বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিত মেয়ে ও, কিন্তু নিজের মনে পোয়ারো বলে উঠল, 'কিন্তু খুব শীগ্‌গীর বুড়িয়ে যাবে ও।' সেই মুহূর্তে মেয়েটির কথা ভাবতে গিয়ে তার কাউন্টেস ভেরা রোসাকোফের কথা মনে পড়ে গেলো তার। কি রকম চমৎকার দেখতে ছিলো সে, অথচ আজকের দিনে প্যাট্রিসিয়ার মতো মেয়েরা—

'তবে এই কারণে আমিও যেমন বুড়িয়ে যাচ্ছি, 'আপন মনে বললো পোয়ারো। 'এমন কি এই চমৎকার মেয়েটিই হয়তো কোনো পুরুষের কাছে সত্যিকারের ভেনাস হিসেবে আবির্ভূত হবে। কিন্তু তাতে তার সন্দেহ আছে।'

প্যাট্রিসিয়া তখন বলছিল : 'বেশ, মিস্ জনস্টনের যা ঘটেছে, তার জন্য আমি সত্যিই খুব মর্মাহত। সবুজ কালি ব্যবহার করার ফলে হয়তো মনে হতে পারে যে, নিজেল ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন একটা বিদ্বেষপরায়ণ কাজ করেছে। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি, এ কাজ সে কিছুতেই করতে পারে না।'

'আঃ,' মেয়েটির দিকে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তাকালো পোয়ারো।

'নিজেলকে সহজে বোঝা যায় না,' আন্তরিক ভাবে বললো মেয়েটি। 'দেখুন, ছেলেবেলায় ওর পারিবারিক জীবনটা খুবই কষ্টের ছিলো।'

'আর এক প্রেম কাহিনী।' অস্ফুটে নিজের মনে বলে ফেললো।

'কি বললেন ?'

'না, কিছু নয়। হ্যাঁ আপনি যেন কি বলছিলেন—'

'নিজেলের ব্যাপারে। তাকে বোঝা খুবই কষ্টকর। ভালো হোক, আর মন্দই হোক, সব সময়েই সব কিছুর বিরোধিতা করার একটা প্রবণতা আছে তার মধ্যে। তবে খুবই চালাক চতুর—সত্যিকারের মেধাবী। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এক এক সময় তার ব্যবহার খুবই দুর্ভাগ্যজনক হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের প্রতিরোধের কথা একেবারেই ভুলে যায়, ভুলে যায় কোনো কিছুর সঠিক ব্যাখ্যা করতে। সবাই যখন সবুজ কালির প্রসঙ্গে তাকে সন্দেহ করতে ব্যস্ত, তখন সে ঠিক ভাবে প্রতিবাদ করতে পারেনি। তার বক্তব্য ছিলো একটাই—"তারা যদি তাই মনে করতে চায়, তাদের সেই ভাবেই ভাবতে দিন। তার এই মনোভাব সত্যিই

মূর্খতার পরিচয়।'

'এতে অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তো ওঁকে অনেক বছর থেকে জানেন।'

'না, মাত্র এক বছরের আলাপ আমাদের। গত বছর বেড়াতে যাওয়ার সময় ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেখানে প্রথমে ওর ফ্লু হয়, তারপর নিউমোনিয়া। আমি ওর সেবা শুশ্রূষা করি। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একেবারেই যত্ন নেয় না ও। শিশুর মতো ওর যত্ন নেওয়া উচিত। সত্যি ওকে দেখাশোনা করার জন্য কাউকে ওর একান্ত প্রয়োজন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো পোয়ারো। হঠাৎ তার কেমন মনে হলো, প্রেমের ক্ষেত্রে খুবই ক্লান্ত সে······প্রথমে সিলিয়া, ওর চোখে ভয়ংকর প্রেমের আকুতি। আর এখন প্যাট্রিসিয়া ম্যাডোনার মতো আন্তরিকভাবে তাকিয়ে আছে। স্বীকার করতেই হবে এক জোড়া যুবক যুবতী পরস্পর কাছে এলে তাদের মধ্যে অবশ্যই ভালোবাসার জন্ম হতে পারে। তাদের করুণার চোখে দেখলো পোয়ারো। তারপরই উঠে দাঁড়ালো।

'মাদমোয়াজেল, যদি অনুমতি করেন তো এই আংটিটা আপাততঃ আমার হেফাজতে রেখে দিচ্ছি। আগামীকাল ঠিক ফেরত দেবো।'

'নিশ্চয়ই,' একটু আশ্চর্য হয়ে প্যাট্রিসিয়া বললো, 'আপনার যদি ইচ্ছে হয়, নেবেন বৈকি!'

'আপনি অত্যন্ত দয়ালু। তাই বলছি মাদমোয়াজেল, এমন নরম মন নিয়ে দয়া করে একটু সাবধানে থাকবেন।'

'সাবধানে? কি রকম সাবধানে বলুন তো?'

পোয়ারো উত্তর দিল না। তখনো চিন্তিত সে।

□ ছয় □

এলিজাবেথের নোটের কাগজে কালি ছিটিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের কথা শুনে মিঃ চন্দ্রলাল উত্তেজিত হয়ে উঠলো। 'অত্যাচার, নীপিড়ণ। ইচ্ছাকৃতভাবে নেটিভদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কালো চামড়ার মানুষের উপর এ-অন্যায় নীপিড়ণ। এর থেকে বড় উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না।'

'মিঃ চন্দ্রলাল!' তীক্ষ্ন স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো মিসেস হাবার্ড। 'এ ধরণের উক্তি তুমি করতে পারো না। কেউ জানে না, এ কাজ কে করেছে, আর কেনই বা করা হয়েছে!'

'কিন্তু মিসেস হাবার্ড, আমি ভেবেছিলাম, সিলিয়া নিজে আপনার কাছে এসে সব স্বীকার করেছে,' বললো জিন টমকিনসন। 'এটা তার চমৎকার মনোভাবের পরিচয়। তার প্রতি আমাদের সবার দয়া হওয়া উচিত।'

'জিন, মনে হচ্ছে তুমি যেন জেহাদ ঘোষণা করছো ?' রাগতস্বরে বললো ভ্যালেরি হবহাউস।

'আমার মনে হয়, কথাটা নির্দয়ের মতো হয়ে গেলো।'

'এমন একটা চরম বিদ্রোহের শর্ত !' কাঁপা গলায় বললো নিজেল !

'এতো সব কথা বলার কারণ আমি বুঝতে পারছি না। অক্সফোর্ড গ্রুপ এটা ব্যবহার করে আর—'

'ওহো, ঈশ্বরের দোহাই, আমরা অক্সফোর্ড গ্রুপ কি এখন প্রাতঃরাশ সারতে পারি ?'

'মাম, এসব কি শুনছি ? আপনি কি বলেন, সত্যি কি সিলিয়া এসব জিনিষ চুরি করতে পারে ? এর জন্যই কি সে আজ প্রাতরাশে যোগ দেয়নি ?'

মাঝখান থেকে মিঃ আকিবমবো বলে উঠলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এ ব্যাপারে কেউ তাকে আলোকপাত করলো না। সবাই নিজেদের কথায় চিন্তিত।

'সত্যি কথা বলতে কি জানো, আমি একেবারেই অবাক হইনি', ধীরে ধীরে বললো সেলী। 'সব সময়ে আমার এই রকমই একটা ধারণা ছিলো……'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে, আমার নোটে সিলিয়াই কালি ছিটিয়ে দিয়েছে ?' তার দিকে তাকালো এলিজাবেথ জনষ্টন, তার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া।

'না, সিলিয়া তোমার নোটে কালি ছিটোয়নি,' বললেন মিসেস হাবার্ড। আর আমার ইচ্ছে, তোমরা সবাই এ আলোচনা বন্ধ করো। পরে আমি তোমাদের সব বলবো, কিন্তু—'

'কিন্তু গতকাল রাত্রে জিন আপনার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে', বললো ভ্যালেরি।

'আমি ঠিক শুনব বলে শুনিনি,' অনুযোগ করে বললো জিন, 'আসলে ঘটনাচক্রে আমি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন—'

'এখন এসো বেস, খোলাখুলিভাবেই বলি তাহলে,' বললো নিজেল, 'তোমরা বেশ ভালো করেই জানো, কে কালি ছিটোতে পারে। আমি, হ্যাঁ আমি আমার সবুজ কালির বোতল থেকে কালি ছিটিয়েছি।'

'না, না ও কালি ছিটোয়নি। ও কেবল ভান করছে। ওহো নিজেল, তুমি এতো বোকা হলে কি করে ?'

'আমি মহৎ হয়ে তোমাকে আড়াল করতে চাইছি প্যাট ! গতকাল সকালে কে আমার কালি ধার নিয়েছিল ? তুমি, হ্যাঁ তুমি নিয়েছিলে !'

'প্লিজ, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না,' বললো আকিবমবো।

'তুমি বুঝতেও চাও না,' সেলী তাকে কটাক্ষ বরলো। 'আমি তোমার অবস্থায় পড়লে নিজেকে গুটিয়ে রাখতাম। চোরের মায়ের বড় গলা করে চিৎকার করতাম না।'

উঠে দাঁড়ালো মিঃ চন্দ্রলাল। 'তুমি জিজ্ঞেস করেছো মাও, মাও কি? তুমি আরো জিজ্ঞেস করেছো, সুয়েজ চ্যানেলের ব্যাপারে ইজিপ্ট কেন ক্রুদ্ধ।'

'ওহো ও-সব বাজে কথা ছাড়ো!' দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো নিজেল। 'প্রথমে অক্সফোর্ড গ্রুপ, আর এখন রাজনীতির আলোচনা চলছে! তাও প্রাতঃরাশের সময়। আমি চললাম।'

'বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তোমার কোটটা সঙ্গে নিও।' তার দিকে ছুটে গেলো প্যাট্রিসিয়া।

অনেকক্ষণ থেকে কিছু বলার চেষ্টা করছিল কলিন ম্যাকনাব? এবার সে থাকতে না পেরে ফুঁসে উঠলো, 'তোমরা সবাই তোমাদের বাক্ সংযম করার চেষ্টা করো আর আমার কথা শোনো। মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তোমাদের কি কারোর পরিচয় নেই? আমি তোমাদের বলছি, এই মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যায় না। অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে ভুগছে সে। আন্তরিক সহানুভূতি এবং যত্নের সঙ্গে তার চিকিৎসার প্রয়োজন তা না হলে তাঁর জীবনে অস্থিরতা থেকেই যাবে। আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। সর্বতোভাবে যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন—যা তার এখনি প্রয়োজন।'

'কিন্তু হাজার হোক,' স্পষ্ট ভাষায় জিন বলে, 'তার প্রতি সদয় হওয়ার পক্ষে আমিও আছি—এ ধরণের ঘটনার জন্য আমাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দিতে হবে। মানে, আমি চুরির জন্য বলতে চাইছি।'

'চুরি?' বিরক্ত হয়ে বলে কলিন, 'ওঃ কতোবার তোমাদের বলবো, এসব আদৌ চুরি নয়! তুমি আমাকে অসুস্থ করে তুলছো, হ্যাঁ, তোমরা সবাই! কারোর জিনিষ সে চুরি করেনি।'

'ওহো, এসো জিন,' লেন বেটসন বললো, 'এসব ছেঁদো কথা বন্ধ করো। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা।'

তারা এক সঙ্গে বেরিয়ে যায়। 'সিলিয়াকে বলো, সে যেন এ সব ভুলে যায়,' যাওয়ার সময় বলে গেলো লেন বেসটন।

'আনুষ্ঠানিক ভাবে আমি প্রতিবাদ করতে চাই,' ফুঁসে উঠলো মিঃ চন্দ্রলাল। 'আমার চোখের জন্য বোরিক পাউডার খুব প্রয়োজন ছিলো। সেটা নেই, সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'তুমি খুব দেরী করে ফেলেছো মিঃ চন্দ্রলাল,' দৃঢ়স্বরে বললো মিসেস হাবার্ড।

জেনেভিভ ফরাসী ভাষায় কি যে বললো বোঝা গেলো না।

'জেনেভিভ, তোমাকে অবশ্যই ইংরিজিতে কথা বলতে হবে—তুমি যখনি উত্তেজিত হবে, ইংরিজিতে তোমার উত্তেজনা প্রকাশ না করতে পারলে তুমি কখনোই ইংরিজি শিখতে পারবে না। এই সপ্তাহে রোববার তুমি নৈশভোজ খেয়েছিলে আমার সঙ্গে। কিন্তু আজও তুমি আমাকে দামটা মিটিয়ে দাওনি।'

'আহ্। আমার সঙ্গে পার্সটা নেই। আজ রাতে মিটিয়ে দেবো।'

'প্লিজ' মিঃ আকিবমবো বলে উঠলো, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমার সঙ্গে এসো আকিবমবো,' বললো সেলী, 'ইনস্টিটিউটে যাওয়ার পথে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো।'

'ওহো প্রিয়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মিসেস হাবার্ড। 'কেন যে এই চাকরীটা আমি নিতে গেলাম।'

একমাত্র ভ্যালেরিই তখন ডাইনিংরুমে হাজির ছিলো। বন্ধুসুলভ ভঙ্গিমায় দাঁত বার করে হাসলো সে। 'চিন্তা করবেন না মা,' বললো সে, 'সব সময়ে ভালো জিনিষই বেরিয়ে আসে। এখন সবাই লম্প ঝম্প করার দিক।'

'আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমি খুবই বিস্মিত।'

'সিলিয়ার ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। কেন, তুমিও নয়?'

'নেহাৎই অন্যমনস্ক ভাবে ভ্যালেরি বললো, 'সত্যি আমার ভাবা উচিত ছিলো।'

'তুমি কি প্রথম থেকেই ভেবেছিলে?'

'ভালো কথা, একটা কি দুটো ব্যাপার আমার খটকা লেগেছে। সে যাইহোক সিলিয়া কলিনকে চেয়েছিল, এবং পেয়েছেও!'

'হ্যাঁ। আবার আমি ভাবতেও পারছি না যে, এ ভুল, সম্পূর্ণ ভুল!'

'বন্দুক সমেত তুমি তোমার মনের মানুষকে পেতে পারো না।' বলে হাসলো ভ্যালেরি। 'এই প্রতারণা কি ক্লিপ্টোম্যানিয়ার পর্যায় পড়ে থাকে? কোনো চিন্তা করো না মাম। আর ঈশ্বরের দোহাই, সিলিয়াকে বলো, সে যেন জেনেভিভের পাউডার ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে, তা না হলে খাবার সময় আমরা কেউই শান্তি পাবো না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিসেস হাবার্ড। এই সময় সিলিয়াকে ডাইনিং-রুমে প্রবেশ করতে দেখা গেলো। চোখের জলে তার চোখ দুটি লাল দেখাচ্ছিল।

'অনেক দেরী করে ফেলেছো সিলিয়া,' বললো মিসেস হাবার্ড। 'কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর খাবারও তেমন কিছু নেই।'

'অন্যদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইনি।'

'আমি সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু একদিন তো তাদের সঙ্গে দেখা তোমাকে করতেই হবে।'

'ও হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু আমার মনে হয়—আজ সন্ধ্যায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে আমি এখানে থাকবো না। এ সপ্তাহের শেষে আমি চলে যাবো।'

ভ্রূকুটি করলো মিসেস হাবার্ড।

'আমার মনে হয় না তার প্রয়োজন আছে। হয়তো এখন তোমার একটু খারাপ

লাগবে—আর সেটাই স্বাভাবিক—কিন্তু এই সব তরুণীদের মন খুবই উদার। ওরা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। অবশ্য যতোটা সম্ভব ওদের হারানো জিনিষের দাম তোমাকে মিটিয়ে দিতে হবে। তার জন্য তোমাকে—'

বাধা দিলো সিলিয়া। 'ও হ্যাঁ, আমি আমার চেক বুক সঙ্গে এনেছি। আর এ কথাই আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম।'

'বেশ তো। এখন আমাদের হারানো জিনিষের একটা তালিকা তৈরী করতে হবে।'

'যতোটা সম্ভব আমি করে রেখেছি। তবে সেগুলো আমাকে কিনে দিতে হবে নাকি টাকা দিয়ে দেবো, বুঝতে পারছি না।

'পরে আমি ভেবে বলবো। এখনি বলা শক্ত।'

তালিকাটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সিলিয়া বলে, 'মোটামুটি অঙ্কের একটা চেক আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। বেশী হলে ফেরত দিয়ে দেবেন, কম পড়লে বলবেন, বাকীটা আমি দিয়ে দেবো!'

'সেই ভালো', মিসেস হাবার্ড আন্দাজে চেকে একটা অংক বললো। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো সিলিয়া। সে তার চেক বুক বার করলো। চেক সই করতে গিয়ে দেখলো সিলিয়া তার পেনে কালি নেই। সে তখন দেওয়ালে টাঙ্গানো সেলফগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেলের সেই ভয়ঙ্কর সবুজ পেনের কালি ছাড়া অন্য কোনো ছাত্র-ছাত্রীদের পেনে কালি ছিলো না। 'ওহো, আমি ওর কালিই ব্যবহার করবো', বললো সিলিয়া। 'নিজেল কিছু মনে করবে না। বাইরে বেরুলে ওর জন্য এক বোতল সবুজ কুইংক কালি আনতে ভুলবো না।'

অতঃপর সিলিয়া তার পেনে সবুজ কালি ভরে চেক লিখে মিসেস হাবার্ডের হাতে তুলে দিলো। তারপর মিসেস হাবার্ড তাকে অনুরোধ করবো, খালি পেটে বাইরে না যাওয়ার জন্য। অন্তত মাখন মাখানো রুটি যেন সে খেয়ে যায়। সিলিয়া তার আন্তরিকতায় সাড়া দিতে ভুললো না। এক টুকরো মাখন রুটি মুখে তুলে নিলো।

ওদিকে ইতালীয় চাকর গেরোনিমো ঘরে ঢুকে খবর দিলো, মিসেস নিকোলেটিস তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন! মিসেস হাবার্ড তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো!

চিড়িয়াখানার বাঘিনীর মতো ফুঁসছিলেন মিসেস নিকোলেটিস ঘরে পায়চারি করতে করতে। মিসেস হাবার্ডকে দেখা মাত্র তিনি ফেটে পড়লেন: 'এসব কি শুনছি? আমাকে না জানিয়েই তুমি পুলিশে খবর দিয়েছো? তুমি নিজেকে কি ভাবো?

'আমি পুলিশে খবর দিইনি।'

'তুমি মিথ্যেবাদী। আমিই ভুল করেছি তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমায় সব কাজে সম্মতি দিয়ে। সম্মানিত হোস্টেলে পুলিশ—'

'এটা প্রথম নয়', বললো মিসেস হাবার্ড। আগের অপ্রীতিকর ঘটনার প্রসঙ্গ

তুলে বললো সে, 'একজন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ছাত্র অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করতে এসেছিল এখানে। আর একজন কুখ্যাত কমিউনিস্ট বিক্ষোভকারী নাম ভাঁড়িয়ে এখানে এসে উঠেছিল—আর—'

'আহ্‌! এখানে কেউ নাম ভাঁড়িয়ে এসে আমাকে মিথ্যে পরিচয় দিলে সে কি আমার অপরাধ? আর আমার সেই দুর্ভোগের কথা তুলে তুমি আমাকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার চেষ্টা করছো?'

'সে সব কিছুই আমি করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি, এখানে বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী মিশে গেছে। তাদের নিরাপত্তার জন্য যদিও বা পুলিশ আসেই সেটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আসলে পুলিশকে ডাকাই হয়নি। একজন প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঘটনাচক্রে এখানে এসে পড়েন আমাদের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হওয়ার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অপরাধতত্ত্বের উপর সুন্দর একটা বক্তৃতা দেন।'

'যেন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অপরাধতত্ত্বের ব্যাপারে জ্ঞান দেওয়ার খুবই জরুরী প্রয়োজন ছিল, তাই না? ও সব বাজে কথা। ওরা ভালো ভাবেই জানে, এখানে যেসব জিনিষগুলো চুরি গেছে, সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, এ এক ধরণের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ! আর এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোনো সুরাহাই করা হয়নি।'

'কথাটা ঠিক নয়। আশা করি কিছু অন্তত আমি করতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, তোমার কিছু করার মধ্যে—এই বন্ধুটিকে আমাদের ঘরোয়া কলঙ্কের কথা ফাঁস করে দেওয়া, এই তো? এ এক ভয়ঙ্কর বিশ্বাসভঙ্গের নজির, বুঝলে?'

'একেবারেই নয়। এই হোস্টেল চালানোর জন্য আমি দায়ী। এর পবিত্রতা রক্ষা করার ভার আমার উপর ন্যাস্ত। আপনাকে একটা সুখবর দিই, ব্যাপারটা এখন পরিস্কার হয়ে গেছে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একজন ছাত্রী স্বীকার করেছে, এই দুষ্কর্মের জন্য সে দায়ী।'

'নোংরা মেয়ে', ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠলেন মিসেস নিকোলেটিস। 'ওকে রাস্তায় বার করে দাও!'

'তার আর দরকার হবে না। সে নিজের ইচ্ছায় চলে যাচ্ছে এই হোস্টেল ছেড়ে। সেই সঙ্গে হারানো জিনিষের পুরো দাম সে মিটিয়ে দিয়েছে।'

'তাতে কি লাভ? আমার সুন্দর স্টুডেণ্টস হোমের এখন বদনাম হয়ে যাবে। কেউ আর এখানে আসবে না!' সোফায় বসে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিসেস নিকোলেটিস। 'কেউ আমার দুঃখের কথা চিন্তা করে না। কেউ আমার কথা শোনে না। কাল যদি আমি মরে যাই, কেই বা তোয়াক্কা করবে?'

বুদ্ধিমতীর মতো তাঁর এই সব অবান্তর প্রশ্ন অনুত্তর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিসেস হাবার্ড। 'ঈশ্বর আমাকে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা দাও, নিজের মনে বলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো মিসেস হাবার্ড রাঁধুনী মারিয়ার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য।

মারিয়ার মুখ সব সময় গোমড়া, এবং অসংযোগী মনোভাব। 'পুলিশ'-এর কথা হাওয়ায় তার কানে ভেসে এসে থাকবে।

'দেখছি এবার আমাকেও অভিযুক্ত করা হবে। আমাকে আর গোরোনিমোকেও। বিদেশে আমরা কি সুবিচার আশা করতে পারি? আমি আর এখানে রান্নার কাজ করতে পারবো না।'

'বেশ, তুমি যা খুশি করতে পারো।' রাগতস্বরে বলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মিসেস হাবার্ড।

সেদিন সন্ধ্যা ছটার মিসেস হাবার্ড আর একবার তার দক্ষতায় স্বাক্ষর রাখতে চাইলো। ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দিলো, তারা যেন নৈশভোজের আগে তার সঙ্গে দেখা করে। তার আহ্বানে সবাই যখন সাড়া দিতে হাজির হলো, সে তখন তাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, সিলিয়া তাকে হারানো জিনিষগুলো কেনার ব্যবস্থা করতে বলেছে, আগাম একটা চেকও দিয়ে দিয়েছে সে। এ খবর শুনে সবাই খুশি। এমন কি একগুঁয়ে স্বভাবের জেনোভিভও তার হারানো পাউডার ফিরে পাওয়ার আশ্বাস পেয়ে নরম সুরে বললো, 'আমি জানি ওর আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে, সিলিয়ার মতো ভালো মেয়ে কখনোই কিছু চুরি করতে পারে না। হ্যাঁ, এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র, মঁসিয়ে ম্যাকনাব ঠিকই বলেছিল।'

নৈশভোজের ঘণ্টা বাজতেই ডাইনিং-রুমে সবাই এসে হাজির হলো। সিলিয়া তখনো আসেনি। মিসেস হাবার্ডের পাশে এসে লেন বেটসন বললো, 'হলের বাইরে সিলিয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করবো। আমি তাকে এখানে নিয়ে আসবো। যাতে করে যে দেখতে পায়, সব ঠিক ঠিক চলছে।"

'সে তো তোমার বদান্যতার পরিচয় লেন!'

'ঠিক আছে মাম, চললাম।'

যথা সময়ে নৈশভোজের টেবিলে সুপ পরিবেশিত হলো। আর ঠিক সেই সময়ে হল থেকে লেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'এসো সিলিয়া। সব বন্ধুরা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য!'

কলিন ম্যাকনাব দেরীতে এলো, সবার শেষে। নৈশভোজ শেষ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে কলিন ধরা গলায় বলে উঠলো: 'একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাই একটু দেরী হয়ে গেলো। যাইহোক, প্রথমেই আমি তোমাদের একটা শুভ খবর দিই—আমার কোর্স শেষ হয়ে গেলে আশা করছি আগামী বছর সিলিয়া আর আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি।'

খবরটা শুনে সবাই লাফিয়ে উঠলো, বন্ধুদের অভিনন্দন আর ভালোবাসায় ডুবে গেলো কলিন। সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে থাকলো তার-এই নির্ভিক সিদ্ধান্তের জন্য। শেষ পর্যন্ত তাদের আলিঙ্গন থেকে কোনো রকমে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে বাঁচালো সে। ভয়ঙ্কর লজ্জা তাকে পেয়ে বসেছিল। আর সিলিয়ার মুখটা তখন

রক্তিমাভা ধারণ করেছিল ! ওর মুখ দেখে মনে হলো, বুঝি ওর শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে এসেছে ওর সারা মুখে।

সিলিয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে ভালোয় মন্দয় মেশানো বৃদ্ধদের নানান মন্তব্যের উত্তরে সিলিয়া ম্লান স্বরে বললো, 'ওহো প্লিজ, আমার মনে হয় আমি সত্যিই এ কাজ করেছি—তবে আশাকরি আগামীকাল সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের মনের আকাশে সন্দেহের সব জমা মেঘ সরে গিয়ে রৌদ্র ঝলমলিয়ে উঠবে। সত্যিই আমি তাই মনে করি। এলিজাবেথ, তোমার নোটে কালি ছিটানো, পিঠে ঝোলানো ব্যাগ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা, এসব কুকর্ম যে করেছে, আমার মতো সেও যদি এগিয়ে এসে অকপটে তার দোষ স্বীকার করে, তাহলে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে!'

খুশির হাসিতে ফেটে পড়লো ভ্যালেরি। 'তারপর আমরা আবার এক সঙ্গে মিলেমিশে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবো।'

তারপর তারা সেখান থেকে কমন-রুমে গিয়ে বসলো। সবার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিলো, কে সিলিয়াকে কফির পেয়ালা এগিয়ে দেবে। কফি পানের পর একে একে কমন-রুম ছেড়ে চলে গেলো। শেষ পর্যন্ত ২৪ ও ২৬ নম্বর হিকরি রোডের বাসিন্দারা যে যার বিছানায় আশ্রয় নিলো।

ওদিক ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে মিসেস হাবার্ড নিজের মনে বলে উঠল, 'এই শুভ সূচনার জন্য ধন্যবাদ। এখন আমরা সব চিন্তা, সব উদ্বেগ কাটিয়ে উঠেছি।'

□ সাত □

মিস্ লেমনের বিলম্ব হওয়াটা খুবই কদাচিত। দশ মিনিট বিলম্বের জন্য অফিসে ঢোকা মাত্র ক্ষমা চাইলো সে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত মঁসিয়ে পোয়ারো। অফিসে আসার জন্য বেরোতে যাবো, ঠিক সেই সময় আমার বোন ফোন করলো।'

'আহ্, আমার বিশ্বাস, শারীরিক আর মানসিক দিক থেকে নিশ্চয়ই সুস্থ সে।'

'না,' মাথা নাড়লো মিস্ লেমন। সত্যি কথা বলতে কি, অত্যন্ত বিপর্যস্ত সে। 'ছাত্রীদের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করেছে।'

পোয়ারোর দৃষ্টি স্থির, পলক ফেলতে বুঝি ভুলে গেছে সে। 'আচ্ছা, তার নাম কি বলো তো?'

'সিলিয়া অস্টিন।'

'কি করে?'

'ওদের ধারণা মরফিয়া নিয়ে থাকবে সে।'

'এটা কি একটা দুর্ঘটনা বলে মনে হয় ?'

'ওহো না। মনে হয় একটা নোট লিখে গেছে সে।'

'এমনটি আমি আশা করিনি। তবু এটাই সত্য, কিছু একটা আশা করেছিলাম আমি।' নরম সুরে বললো পোয়ারো।

পেন্সিল আর প্যাড নিয়ে অপেক্ষা করে মিস্ লেমন।

'না, আজ আর কোনো নোট দেওয়া নয়। সকালের ডাকগুলো খুলে দেখো! চিঠিগুলো ফাইল করে দিও,' উঠে দাঁড়ালো পোয়ারো। 'ফোন এলে যাহোক কিছু একটা উত্তর দিও। এখন আমি হিকরি রোডে চললাম।'

পোয়ারোকে আহ্বান করলো গেরোনিমো। আগের দু'রাতের সম্মানিত অতিথি তিনি, চিনতে পারলো সে। সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিস্‌ফিসিয়ে স্বচ্ছন্দে বললো সে, 'আঃ সিনোরা, আপনি এসে গেছেন? এখানে আমরা একটা ভয়ংকর গণ্ডগোলে পড়ে গেছি। বাচ্ছা সিনোরিনাকে আজ সকালে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রথমে ডাক্তার এখন পুলিশ ইন্সপেক্টরও তাঁর দলবল নিয়ে এসে গেছেন, ওপরতলায়। কেন তিনি আত্মহত্যা করতে গেলেন? গতকাল রাতেই আনন্দোৎসবে তাঁর বাগদানের কথা যখন পাকা হয়ে গেলো?'

'বাগদান?'

'জানেন, মিঃ কলিনের সঙ্গে—বলিষ্ট চেহারা, সব সময় তাঁর মুখে পাইপ লেগে থাকে।'

'জানি।'

কমন-রুমের দরজা খুলে ষড়যন্ত্রকারীর ঢং-এ বললো পোয়ারোকে: 'আপনি আপাতত এখানেই থাকুন। পুলিশ চলে গেলে মিসেসকে বলবো, আপনি এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছেন। এই ভালো, হ্যাঁ?'

পোয়ারো বললো, 'ভালো।' গেরোনিমো চলে যেতেই ঘরের সব জিনিষগুলো ঘুরে ফিরে দেখতে শুরু করলো।

ওদিকে ওপরতলায় ইন্সপেক্টর শার্প-এর মুখোমুখি বসে তার বিনীত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল মিসেস হাবার্ড। বিরাট চেহারা শার্প'র, নরম প্রকৃতির আচরণের মধ্যেও একটা নম্র ভাব বিদ্যমান।

'আমি জানি, আপনার সঙ্গে এ ঘটনা অত্যন্ত অস্বস্তিকর আর বিপর্যয়েরও বটে।' নরম গলায় বললো সে। 'কিন্তু দেখুন, ডঃ কোলস যেমন আপনাকে বললেন, এ কেসের তদন্ত করতেই হবে। আর সেজন্য এ ঘটনার আগে ও পরের একটা সঠিক চিত্র আমাদের তুলে ধরতে হবে। এখন আপনি বলছেন যে, সম্প্রতি মেয়েটি বিপর্যস্ত সেই সঙ্গে অখুশিও ছিলো। প্রেম ঘটিত কোনো ব্যাপারে?'

'না, ঠিক তা নয়।' ইতস্তত করলো মিসেস হাবার্ড।'

'দেখুন, আপনি আমাকে সব খুলে বলুন, কোনো কিছু গোপন করবেন না,' অনুরোধ করলো ইন্সপেক্টর শার্প। মেয়েটির আত্মহত্যা করার প্রকৃত কারণ যদি আপনার কিছু জানা থাকে তো বলুন। তার গর্ভবতী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা—'

'আদৌ সে ধরণের কিছু নয়। ইন্সপেক্টর শার্প, বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছে, ঘটনাটা নেহাতই সামান্য। মেয়েটি বোকার মতো কতকগুলো কাজ করে বসেছিল। হ্যাঁ, আমিও বোকামো করছিলাম। সত্যি কথাই শুনুন তাহলে—গত তিন মাস কিংবা তারও কিছু আগে থেকে এখানে কতকগুলো জিনিষ হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে শুরু করে—সামান্যই জিনিষ? মানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় আর কি।'

'বুঝেছি, টাকাকড়ি কিছু?'

'না, যতদূর জানি টাকা-পয়সা চুরি যায়নি।'

'আহ্। এর জন্য এই মেয়েটিই দায়ী?'

'হ্যাঁ।

'আপনি তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন?'

'না, ঠিক সেরকম নয়। গত পরশু রাতে— আমার এক বন্ধু নৈশভোজে যোগ দিতে আসেন আমাদের সঙ্গে। মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো—জানি না এ নামে আপনি কাউকে চেনেন কিনা!'

'মঁসিয়ে পোয়ারো?' বললো সে। 'খুব চিনি, চিনি বৈকি! এখন আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো—তারপর?'

'নৈশভোজের পর চুরির ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অল্প বিস্তর আলোচনা করেন তিনি। তাদের সবার সামনে তিনি আমাকে পুলিশে খবর দিতে বলেন তারপরেই সিলিয়া আমার ঘরে এসে তার অপরাধ স্বীকার করে। তখন তাকে খুবই বিপর্যস্ত বলে মনে হচ্ছিল!'

'তাকে অভিযুক্ত করার কোনো প্রশ্ন উঠেছিল?'

'না। অপহৃত জিনিষগুলোর দাম সে দেবে বলেছিল। আর তাতেই সব ছেলে মেয়েরা খুব খুশি হয় তার উপর।'

'মেয়েটির কি খুব অভাব অনটন ছিলো?'

'না, ভালো চাকরী করতো সে। সেণ্ট ক্যাথেরিন হাসপাতালের ডিসপেন্সার ছিলো সে। আমার বিশ্বাস, কিছু টাকাও সঞ্চয় করে রেখেছিল সে। আমাদের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই মেয়েটিই কেবল আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ছিলো।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে; তার চুরি করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না—তবু সে চুরি করেছিল', ইন্সপেক্টর লিখতে লিখতেই বললো।

'আমার মনে হয় ক্লিপটোম্যানিয়া নয় তো?' জিজ্ঞেস করলো মিসেস হাবার্ড।

'ঐ শব্দটা এখন প্রায়ই ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো, মেয়েটির

চুরির কোনো দরকার ছিলো না, কিন্তু সে চুরি করেছে।'

'আমার আশঙ্কা, তাঁর প্রতি একটু অবিচার করে ফেলেছেন। দেখুন, এখানে একটি যুবক আছে—'

'আর মেয়েটিকে উত্যক্ত করছিলো সে ?'

'না, ঠিক তার উল্টো। মেয়েটির পক্ষ নিয়ে খুব জোরালো সওয়াল করেছিল ছেলেটি। সত্যি কথা বলতে কি গতকাল রাতে নৈশভোজের পর সবার সামনে স্পষ্ট ভাষায় সে ঘোষণা করেছিল, আসছে বছর মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে।'

ইন্সপেক্টর শার্প-এর ভ্রু দুটো কপালে উঠলো এবং বিস্মিত হয়ে বললো সে, 'আর তারপরেই মেয়েটি তার বিছানায় ফিরে গিয়ে মরফিয়া নেয় ? সেটা খুবই বিস্ময়কর, তাই নয় কি ?

'তাই কি ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' মিসেস হাবার্ড হতভম্ব এবং বিপর্যস্ত।

'তবু তা সত্বেও ব্যাপারটা এখন যথেষ্ট পরিষ্কার', বললো ইন্সপেক্টর শার্প। তারপর দুজনের মাঝখানে টেবিলের উপর একটা চিরকুট পড়ে থাকতে দেখেই সেটা সে তুলে নিয়ে দ্রুত পড়তে শুরু করে দিলো।

'প্রিয় মিসেস হাবার্ড, সত্যিই আমি খুবই দুঃখিত। আর আমি যা করতে যাচ্ছি, এটাই সব থেকে ভালো।'

'এতে স্বাক্ষর করা হয়নি। কিন্তু এটা যে তার হাতের লেখা, তাতে আপনার সন্দেহ নেই।'

'না, মানে—?'

নেহাতই অনিশ্চিত ভাবেই কথাটা বললো মিসেস হাবার্ড। ছেঁড়া পাতায় লেখা সেই চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলো সে। কেনই বা সে অমন কঠোর ভাবে মনে করতে গেলো, এর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে—?'

'এই চিরকুটে হাতের ছাপ আছে, অবশ্যই সেই মেয়েটির', বললো ইন্সপেক্টর। 'মরফিনের বোতলে সেণ্ট ক্যাথেরিণ হাসপাতালের লেবেল আঁটা আছে! আর আপনি আমাকে বলেছেন, ঐ হাসপাতালেই ডিসপেন্সারের কাজ করতো মেয়েটি। অতএব বিষের কাপবোর্ড থেকে মরফিয়ার বোতল সরানোর সুযোগ থেকে যাচ্ছে তার। সম্ভবত সেখান থেকেই ঐ বিষ সে সংগ্রহ করে থাকবে। সম্ভবত আত্মহত্যা করার মানসিকতা নিয়েই মরফিয়ার বোতলটা সে গতকাল এনে থাকবে।'

'সত্যিই আমি কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না। সেরকম কিছু আমার তো মনেই আসছে না। বিশেষ করে গতকাল রাত্রে তাকে কতোই না হাসি-খুশিতে ভরা দেখেছিলাম।'

'তাহলে আমরা ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছি, বিছানায় ফিরে গিয়েই তার মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে থাকবে। হয়তো তার অতীতের আরো অনেক তথ্য লুকিয়ে

আছে যা আপনি জানেন না। আর সম্ভবত সেটা প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কায় ভীত হয়ে উঠবে সে। আপনার কি মনে হয় সেই ছেলেটিকে খুবই ভালোবাসতো মেয়েটি? ভালো কথা, কি যেন নাম সেই ছেলেটির?'

'কলিন ম্যাকনাব। সেণ্ট ক্যাথেরিনে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স করছে সে।'

'ডাক্তার? আর সেণ্ট ক্যাথেরিনে?' ইন্সপেক্টর শার্প ভ্রু কুঁচকে বলে উঠলো, 'তাহলে মনে হচ্ছে, এর যেন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। মেয়েটি ভেবে থাকতে পারে, ছেলেটি তার যোগ্য নয়, কিংবা এও হতে পারে—তার যা বলা উচিত ছিলো বলতে পারেনি সে তার প্রেমিককে। মেয়েটির বয়স নিশ্চয়ই খুব কম, তাই না?'

'তেইশ।'

'এই বয়সে সবাই খুব আদর্শবাদী হয়ে থাকে, আর তারা প্রেমের ব্যাপারটা খুবই খুঁটিয়ে দেখে থাকে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার আশঙ্কাও তাই। বেচারী!'

এরপর ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়ালো। 'আমার আশঙ্কা, সত্য ঘটনা প্রকাশ পাবে কিনা। তবে আমরা তার জন্য সব রকম চেষ্টাই করবো। ধন্যবাদ মিসেস হাবার্ড। আমার প্রয়োজন মতো সব রকম খবরই আমি পেয়েছি। মেয়েটির মা দু'বছর আগে মারা গেছেন। মেয়েটির একমাত্র জীবিত আত্মীয়া হলেন তার বয়স্ক পিসীমা—ইয়র্কশায়ারে থাকেন—আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

বিক্ষুব্ধ সিলিয়ার লেখা সেই চিরকুটটা তুলে নিলো ইন্সপেক্টর শার্প।

'ঐ চিরকুটটার ব্যাপারে আমার মনে হয়, কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে', হঠাৎ বলে উঠলো মিসেস হাবার্ড।

'গণ্ডগোল? কি ভাবে? এটা যে তারই হাতে লেখা, আপনি তো নিশ্চিত!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তা নয়।' এই বলে মিসেস হাবার্ড তার চোখের উপর হাত দুটো চেপে ধরে বিষণ্ণ গলায় বললো, 'উঃ আজ সকালে আমি কি ভয়ঙ্কর বোকামোই না করেছি।'

'আমি বেশ বুঝতে পারছি মিসেস হাবার্ড, আপনি এখন খুবই ক্লান্ত, আপনার এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।' সহানুভূতির সঙ্গে বললো ইন্সপেক্টর। 'এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার আর কোনো প্রয়োজন আছে।'

অতঃপর ইন্সপেক্টর শার্প দরজা খোলা মাত্র গেরোনিমোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। বাইরে দরজার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে।

'হ্যালো!' অমায়িক ভাবে বললো ইন্সপেক্টর শার্প। দরজায় কান রেখে আড়ি পাতছিলে, হেঃ হেঃ?'

'না, না,' বেশ একটু রাগের সঙ্গেই বললো গেরোনিমো, 'আমি কেন শুনতে যাবো—কখখনো নয়, কখখনোই নয়! এই মাত্র একটা খবর নিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছি।'

'তাই বুঝি। তা বাছা, খবরটা কি শুনি ?'

মুখ গোমড়া করে বললো গেরোনিমো : 'এই বলতে এসেছিলাম যে, নিচে একজন ভদ্রলোক সিনোরিনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'ঠিক আছে, যাও বাছা, আর ওঁকে বলো গিয়ে—'

একটু এগিয়ে ইন্সপেক্টর শার্প আবার ফিরে এলো দরজার কাছে—ঐ বাঁদর মুখো চাকরটা সত্যি কথা বলছে কিনা জানবার জন্য। ঠিক সময়েই এলো সে। গেরোনিমোকে বলতে শুনলো সে :

'পরশু দিন রাতে নৈশভোজে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, সেই যে গোঁফওয়ালা, নিচে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন।

'ওহো, ধন্যবাদ গেরোনিমো। দু'এক মিনিটের মধ্যেই আমি নিচে নেমে যাচ্ছি, ওঁকে অপেক্ষা করতে বলো।'

'গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক, এঃ' দাঁত বার করে হাসতে হাসতে নিজের মনে বললো শার্প। 'বাজী ধরে আমি বলতে পারি, কে সে!'

নিচে নেমে কমন-রুমে গিয়ে ঢুকলো সে।

'হ্যালো, মঁসিয়ে পোয়ারো,' অভিবাদন করে বললো সে। 'অনেক দিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর আর কোনো পাত্তাই নেই।'

হাঁটুর যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছিলো পোয়ারো। তবু বুঝতে না দিয়ে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালো সে। 'আহা,' বললে সে, 'নিশ্চয়ই হ্যাঁ, তাই হবে—আপনি তো ইন্সপেক্টর শার্প না?' কিন্তু সরকারী ভাবে এই ডিভিসনে আপনি ছিলেন না তখন!'

'বছর দুই আগে এখানে বদলি হয়ে এসেছি। ক্রেজ হীলের সেই ঘটনার কথা আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। কিন্তু সে তো বহুদিন আগের ঘটনা! ইন্সপেক্টর —আপনি এখনো তরুণ রয়ে গেছেন।'

'এই কোনো রকমে চালিয়ে যাচ্ছি।'

'আর—হায়, আমি কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো পোয়ারো।

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি এখনো আগের মতোই কর্মঠ রয়ে গেছেন কর্মঠ মানে বিশেষ ক্ষেত্রে, বলতে পারি কি?'

'এর মানে আপনি কি করতে চাইছেন বলুন তো?'

'মানে আমি জানতে চাই, গত পরশু রাত্রে এখানে ছাত্রছাত্রীদের অপরাধ তত্ত্বের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কেন এসেছিলেন?'

হাসলো পোয়ারো? 'খুবই সহজ ব্যাখ্যা। মিসেস হাবার্ডের বোন মিসেস লেমন আমার অতি বিশ্বস্ত সেক্রেটারী। অসএব সে যখন আমাকে বললো—'

'এখানে কি ঘটছে, সেটা দেখার জন্য। সত্যি এই রকম, তাই না?'

'আপনার অনুমান একেবারে ঠিক।'

'কিন্তু কেন? আমি সেটাই জানতে চাই। এ ব্যাপারে কেনই বা আপনার এতো আগ্রহ হলো?' ইন্সপেক্টর শার্প বলতে থাকে,—'হ্যাঁ, আগ্রহই বটে! এখানে একটি নির্বোধ মেয়ে কিছুদিন থেকে টুক-টাক জিনিস সরাচ্ছিল, এই তো? মঁসিয়ে পোয়ারো, এতো খুবই সহজ ব্যাপার!'

মাথা নাড়লো পোয়ারো, 'আপনি যতো সহজ ভাবছেন, ঠিক তা নয়।'

ভ্রূকুটি করলো শার্প। 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'না, আমিও বুঝতে পারিনি। যে জিনিসগুলো নেওয়া হয়েছে—' মাথা নেড়ে বললো পোয়ারো, 'সেগুলো তেমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়, সেগুলো কোনো অর্থবাহকও নয়। এ যেন কতকগুলো এলোমেলো পায়ের ছাপের মতোন, আর সেই ছাপগুলো একই লোকের পায়েরও নয়। পায়ের ছাপ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি আপনি যাকে "নির্বোধ মেয়ে" বলে আখ্যা দিলেন, তাকে—তবে এর থেকেও আরো অনেক কিছু ভাববার আছে। আরো কিছু জিনিস ঘটেছে, যা সিলিয়া অস্টিনের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কথা কিন্তু সেগুলো তার ক্ষেত্রে একেবারেই বেমানান। সেগুলো একেবারেই অর্থহীন, প্রয়োজনে লাগে না। সেই সব কুকীর্তির মধ্যে অপকার করার প্রমাণ আছে। কিন্তু সিলিয়া অস্টিন কখনোই বিদ্বেষপরায়ণ ছিলো না।'

'তবে কি সে ক্লিপ্টোম্যানিয়াক ছিলো?'

'আমার তাতে খুবই সন্দেহ আছে। তবে এ সব সামান্য জিনিস চুরি করা হয়েছে কোনো এক যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।'

'কলিন ম্যাকনাব?'

'হ্যাঁ। বেপরোয়াভাবে কলিন ম্যাকনাবকে ভালোবাসতো সে। কলিন কখনো তার দিকে ফিরে তাকায়নি। তাই সেই সুন্দরী, সুন্দর স্বভাবের সুন্দরী যুবতী মেয়েটি তখন নিজেকে আকর্ষণীয়া অপরাধী হিসাবে জাহির করতে চাইলো। মেয়েটি তার কাজের সাফল্য পেলো। সঙ্গে সঙ্গে কলিন ম্যাকনাব তার প্রেমে পড়ে গেলো।'

'তাহলে ছেলেটি নিশ্চয়ই নিরেট বোকা।'

'না, একেবারেই নয়। সে একজন ব্যগ্র মনস্তত্ত্ববিদ।'

'ওঃ', গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এলো ইন্সপেক্টরের মুখ থেকে। 'হ্যাঁ, এখন আমি বুঝতে পারছি।' তার মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'মেয়েটি দারুণ স্মার্ট ছিলো।'

'বিস্ময়করভাবে!'

সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালো ইন্সপেক্টর। 'আপনার এ কথা বলার অর্থ কি মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'তখনি আমি অবাক হয়ে ছিলাম। আর এখনো অবাক হয়ে ভাবছি—যদি অন্য কেউ এই মেয়েটিকে এই মতলবটা দিয়ে থাকে?'

'কি কারণে?'

'সে আমি জানবো কি করে? নিছক পরের উপকারের জন্য? নাকি এর পিছনে অন্তর্নিহিত কোনো উদ্দেশ্য আছে? সবই অন্ধকারে হাতড়ানোর মতোন।'

'কে তাকে টিপস দিতে পারে, আন্দাজ করতে পারেন?'

'না—যদি না—কিন্তু না—'

'একই ব্যাপার', কি যেন চিন্তা করে বললো শার্প, 'আমি এর হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না। মেয়েটি যদি স্রেফ ক্লিপটোম্যানিয়ার দরুণ এ কাজ করে থাকে, তাহলে সফল হওয়ার পর কেনই বা সে আত্মহত্যা করতে গেলো?'

'এর একটাই উত্তর—আত্মহত্যা করার প্রয়োজন ছিলো না তার।'

তারা দুজন পরস্পরের দিকে তাকালো।

'মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে, আপনি একেবারে নিশ্চিত?'

'দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার মঁসিয়ে পোয়ারো। অন্য কিছু বিশ্বাস করার মতো কারণ নেই আর—'

সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেলো এবং মিসেস হাবার্ড ঘরে এসে ঢুকলো। তার মুখে জয়ের হাসি। 'আমি পেয়েছি', বিজয়িনীর মতো উচ্ছ্বসিত গলায় বললো সে। 'সুপ্রভাত মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি সেটা পেয়েছি ইন্সপেক্টর শার্প! হঠাৎই আমার হাতে এসে পড়লো সেটা। আমি আপনাকে বলছিলাম না, কেন সেই সুইসাইড নোটটা গণ্ডগোলের বলে আমার মনে হয়েছিল? মানে আমি বলতে চেয়েছিলাম, সম্ভবত সিলিয়া সেটা লিখতে পারে না।'

'কেন নয় মিসেস হাবার্ড?'

'কারণ সেটা লেখা হয়েছিল সাধারণ ব্লু ব্ল্যাক কালিতে। অথচ আগের দিন সিলিয়া তার পেনে সবুজ কালি ভর্তি করেছিল। সেই কালি সেখানেই রয়েছে', সেলফ-এর দিকে তাকালো মিসেস হাবার্ড, 'গতকাল সকালে প্রাতঃরাশের সময় থেকেই ওটা ওখানেই পড়ে রয়েছে!'

ইন্সপেক্টর শার্প যেন একটু ভিন্ন ধরনের। মিসেস হাবার্ডের বক্তব্যের পর সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করেছিল। ফিরে এসে পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বললো সে, 'কথাটা ঠিকই। আমি মিলিয়ে দেখেছি। মেয়েটির ঘরে একটা মাত্র পেন রয়েছে তার বিছানার পাশে, তাতে সবুজ কালি রয়েছে। এখন সেই সবুজ কালি—'

প্রায় শূন্য বোতলটা তুলে ধরলো মিসেস হাবার্ড। তারপর গতকাল ব্রেকফাস্টের টেবিলের দৃশ্যের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে গেলো সংক্ষেপে।

'আমি নিশ্চিত বলতে পারি', তার কথায় ইতি টানার আগে বললো সে, 'ঐ চিরকুটের কাগজটা চিঠি থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, যে চিঠিটা সিলিয়া গতকাল

আমাকে লিখে থাকবে—আর যে চিঠি আমি কখনো খুলে দেখিনি।'

'সেই চিঠিতে লিখে সে কি করতে পারে? খেয়াল করতে পারেন?'

মাথা নাড়লো মিসেস হাবার্ড। আমি ওকে একা রেখে আমার কাজ করতে চলে যাই। আমার মনে হয়, চিঠিটা সে কোথাও রেখে দিয়ে থাকবে, পরে সেটার কথা ভুলে গিয়ে থাকবে।'

'আর কেউ সেটার সন্ধান পেয়ে থাকবে······আর সেটা খুলে দেখে থাকবে······ কেউ হয়তো··· ··'

ফেটে পড়লো শার্প। 'বুঝতেই পারছেন', বললো সে, 'এর কি অর্থ হতে পারে? শুরু থেকেই এই ছেঁড়া কাগজটার ব্যাপারে আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি! লেকচার নোটপেপারের স্তূপ দেখতে পেলাম মেয়েটির ঘরে—সেই সব কাগজগুলোর মধ্যে থেকে একটা শীট টেনে নিয়ে মেয়েটি তার আত্মহত্যার নোট লেখাটাই স্বাভাবিক ছিলো। এর অর্থ হচ্ছে, আপনাকে লেখা তার চিঠির প্রারম্ভিক প্রকাশভঙ্গি সম্ভবত কেউ দেখে থাকবে—সেই লেখার মধ্যে ভিন্ন ধরনের কিছু ইঙ্গিত থেকে থাকতে পারে—আত্মহত্যা করার ইঙ্গিত—'

এখানে একটু থেমে সে আবার ধীরে ধীরে বললো ঃ 'এর অর্থ—'

'হত্যা', বললো এরকুল পোয়ারো।

□ আট □

সত্যিই ভারতীয় চা যেমন কড়া, তেমনি উৎকৃষ্ট। ইন্সপেক্টর শার্প এরকুল পোয়ারোর ড্রইংরুমে বসে আগে দু'কাপ চা শেষ করেছিল। জর্জের পরিবেশিত তৃতীয় কাপে চুমুক দিয়ে পোয়ারোর উদ্দেশে বললো সে, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে না জানিয়ে এ ভাবে হঠাৎ আপনার কাছে আসার জন্য কিছু মনে করলেন না তো? যেদিন রাতে হোস্টেলের সব ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আপনার মোটামুটি আলাপ হয়েছিল; যাইহোক, বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনি যদি প্রয়োজনীয় কিছু টিপ্‌স আমাকে দেন, আমার বিশেষ উপকার হয়।'

'কেন আপনি কি আমাকে বিদেশীদের ভালো বিচারক বলে ঠাওরেছেন নাকি? কিন্তু, আপনাকে আগেই বলে রাখি তাদের মধ্যে কোনো বেলজিয়ান ছাত্র কিংবা ছাত্রী নেই।'

'ওহো, কোনো বেলজিয়ান নেই। বুঝতে পারছি, আপনি কি বোঝাতে চাইছেন। আপনি নিজে যেহেতু একজন বেলজিয়ান, অন্য সব জাতিই আপনার কাছে বিদেশী, যেমন আমার কাছেও, এই তো? কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আসলে আমি মহাদেশীয় লোকদের কথা বলছি তবে ভারতীয় আর পশ্চিম আফ্রিকাবাসীদের কথা আমি বলছি না।'

'সম্ভবত এ ব্যাপারে মিসেস হাবার্ড আপনাকে সব থেকে ভালো সাহায্য করতে পারে। অনেকদিন ধরে সেখানে আছে সে। তাছাড়া মানবিক আচার-আচরণের ভালো বিচারক সে।'

'হ্যাঁ, খুবই দক্ষ মহিলা তিনি। আমি ওঁকে বিশ্বাস করি। হোস্টেলের মালিকিনের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করবো। কিন্তু আমার মনে হয় না, আমি যা চাই, তা ওঁরা দিতে পারবেন। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বললো না পোয়ারো। তারপর জিজ্ঞেস করলো : 'সেণ্ট ক্যাথেরিনে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, চীফ ফার্মাসিস্ট খুবই সাহায্য করলেন। সিলিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে খুবই মুষড়ে পড়লেন তিনি।'

'মেয়েটির সম্পর্কে কি বললেন তিনি ?'

'মেয়েটি এক বছরের কিছু বেশী সময় কাজ করেছিল সেখানে, তার সম্পর্কে খুব প্রশংসা করলেন তিনি।' একটু থেমে তিনি স্বীকার করলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের হাসপাতাল থেকেই মরফিয়া যেতে পারে।'

'তাই কি ? ব্যাপারটা যেমনি আগ্রহের তেমনি আবার ধাঁধার মতোও মনে হচ্ছে।'

'খবর নিয়ে জেনেছি সেটা ছিলো মরফিয়া টারট্রেট। ডিসপেন্সারির কাপবোর্ডে রাখা থাকতো। ক্বচিৎ ব্যবহৃত হতো। আর ছিলো হাইপোডারমিক ট্যাবলেট আর মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড। টারট্রেটের থেকে হাইড্রোক্লোরাইডই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।'

'অতএব একটা ধুলো মলিন ফাইলের অনুপস্থিতি কারোর চোখে পড়ার কথাও নয়।'

'ঠিক তাই। ওষুধের ষ্টক নেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। দীর্ঘদিন মরফিন টারট্রেটের প্রেসক্রিপসনের কথাও কেউ খেয়াল করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে কিংবা স্টক নেওয়ার সময় না হলে সেই বোতলের অনুপস্থিতি কারোর নজরে পড়ার কথা নয়। তিনজন ডিসপেন্সারের কাছে সেই বিষ রাখা কাপবোর্ডের চাবি থাকতো। তবে হাসপাতালের কাজের সময় কাপবোর্ড খোলা রাখা হতো, কে জানে কখন কার কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয়, সেই জন্য !

'আচ্ছা সিলিয়া ছাড়া সেই কাপবোর্ড নিয়ে কে কে নাড়াচাড়া করতো বলতে পারেন ?'

'আরো দুজন মহিলা ডিসপেন্সার। কিন্তু হিকরির রোডের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। একজন চার বছর ধরে কাজ করছে, অপরজন মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যোগদান করে সেই হাসপাতালে, আগে সে ছিলো ডেভনের একটা হাসপাতালে। তার রেকর্ড ভালো। তারপর আরো তিনজন ফার্মাসিস্ট আছে, তারাও সেই

কাপবোর্ড ব্যবহার করে থাকে। তারা বহুবছর ধরে সেণ্ট ক্যাথেরিনে রয়েছে। তারপর একজন বৃদ্ধা মহিলা ঘর সাফাই-এর কাজ করে থাকে সকাল নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে মেয়েদের অনুপস্থিতে বৃদ্ধাকেও কাপবোর্ড থেকে ওষুধের বোতল বার করতে দেখা যায়, সেও বহুবছর ধরে কাজ করছে সেখানে। তাই তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। এক-এক সময় ল্যাবরেটারির কাজ দেখাশোনা করার লোককেও কাপবোর্ড থেকে ওষুধের বোতল বার করতে দেখা যায়। কিন্তু তাদের পক্ষে কারোরই এ কাজে হাত থাকার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

'বাইরের কে কে ডিসপেন্সারিতে এসে থাকে ?'

'অনেকেই। চীফ ফার্মাসিস্ট-এর অফিসে যাওয়ার জন্য ডিসপেন্সারির ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় তাদের। কিংবা বড় বড় হোলসেল ড্রাগ হাউসের প্রতিনিধিরাও এসে থাকে বৈকি। অবশ্য ডিসপেন্সারদের বন্ধু-বান্ধবরাও এসে থাকে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য—তবে রোজ নয়, মাঝে মাঝে।'

'ভালো। আচ্ছা সম্প্রতি সিলিয়া অস্টিনের সঙ্গে কে কে দেখা করতে এসেছিল বলতে পারেন ?'

'গত সপ্তাহে মঙ্গলবার প্যাট্রিসিয়া লেন নামে একটি মেয়ে', নোটবই দেখে বললে শার্প। 'ডিসপেন্সারি বন্ধ হওয়ার পর সিলিয়ার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল সে।

'প্যাট্রিসিয়া লেন ?' চিন্তিতভাবে বললো পোয়ারো।

'মাত্র পাঁচ মিনিট সেখানে ছিলো মেয়েটি। আর বিষের কাপবোর্ডের কাছে যায়নিও সে। তাদের এও মনে আছে, দু'সপ্তাহ আগে একটি কালো চামড়ার মেয়ে এসেছিল। দারুণ দক্ষ মেয়ে সে, বললো তারা। মেয়েটি কাজের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলো। নিখুঁত ইংরাজী ভাষায় কথা বলে।'

'সেই মেয়েটি এলিজাবেথ জনস্টন হতে পারে।'

'অপরাহ্ণের ওয়েলফেয়ার ক্লিনিকের ব্যাপারে সে এসেছিল, এ ধরনের একটি সংস্থায় আগ্রহী ছিলো মেয়েটি। শিশুদের ডায়রিয়া এবং চর্মরোগের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে এসেছিল।'

মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'অন্য আর কেউ ?'

'না, সেটা ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।'

'ডাক্তাররা ডিসপেন্সারিতে আসে না ?'

'সব সময় নয়। সরকারীভাবে কিংবা ব্যক্তিগত কারণেও আসতে পারে তারা। কখনো বিশেষ ফর্মুলা জানার জন্য, কিংবা স্টকে কি আছে দেখার জন্যও হতে পারে।'

'স্টকে কি আছে বলতে বিশেষ কোনো ওষুধের জন্য ?'

'হ্যাঁ, সে কথাও আমি ভেবেছি বৈকি। কখনো কখনো প্রস্তুতি হিসেবে, বিকল্প ওষুধের কথাও জানতে আসে তারা। আবার কখনো কখনো গল্পগুজব করতেও

এসে থাকে। কয়েকজন আবার ভেগোনিয়া কিংবা এ্যাস্পিরিনেরও খোঁজ করতে আসে। আমি বলতে পারি সুযোগ পেলেই একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের ভান করে কেউ কেউ এখানে এসে থাকলেও থাকতে পারে। মানুষের স্বভাব—দেখুন এ কি রকম ব্যাপার। নেহাতই নিরাশার ব্যাপার।'

পোয়ারো বলে, 'আমার যতদূর মনে পড়ে হিকরি রোডের একজন কি দু'জন ছাত্র সেণ্ট ক্যাথেরিনের সঙ্গে যুক্ত—একজন স্বাস্থ্যবান লাল চুলের ছেলে। কি যেন নাম তার—বেটনা, নাকি বেটসন—'

'লিওনার্ড বেটসন। আর কলিন ম্যাকনাব—পোষ্টগ্র্যাজুয়েট কোর্সের ছাত্র। তারপর একটি মেয়ে, জিন টমিলসন, ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে সে।'

'আর এরা সবাই প্রায়ই ডিসপেন্সারিতে এসে থাকে?'

'হ্যাঁ, আরো কি জানেন, কে কখন যে ডিসপেন্সারিতে ঢুকলো কেউ তা মনে রাখতে পারে না, কারণ তারা সবাই সবাইকে দেখে থাকে, তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখ চেনা মাত্র। তবে জিন টমিলসন প্রসঙ্গক্রমে সিলিয়র ডিসপেন্সারের বন্ধু—'

'হ্যাঁ, খুব একটা সহজ নয় বটে', বললো পোয়ারো।

'আমিও বলবো, না, সম্ভব নয়! দেখুন, যারা কর্মচারী তারা বিষের কাপবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলতে পারে, কি ব্যাপার তুমি এতো লিকার আর্সেনি-সেলিস নাও কেন বলো তো?' কিংবা এ ধরনের কিছু। 'কেন জানো না যে কেউ আজকাল এটা ব্যবহার করে থাকে?' আর কেউ দ্বিতীয়বার এ নিয়ে চিন্তা করে না কিংবা মনে রাখে না।'

একটু থেমে শার্প আবার বলতে থাকে, 'আমরা কি মেনে নিচ্ছি জানেন, কেউ হয়তো সিলিয়াকে মরফিন দিয়ে থাকবে, পরে মরফিয়ার বোতলটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে থাকবে। আর চিঠির ছেঁড়া অংশটা তার ঘরে এমন ভাবে রেখে দিয়ে থাকবে যাতে সেটা একটা সুইসাইড নোট বলে মনে হয়। কিন্তু কেন মঁসিয়ে পোয়ারো? কেন?'

মাথা নাড়লো পোয়ারো। শার্প বলে চলে:

'সকালে আপনি আভাষ দিয়ে বলেছিলেন, সিলিয়া অস্টিনকে কেউ হয়তো ক্লিপ্টোমানিয়ার মতলবটা দিয়ে থাকতে পারে।'

অস্বস্তির সঙ্গে বললো পোয়ারো, 'সেটা আমার একটা ভাসা ভাসা অনুমান মাত্র। এ ব্যাপারে তার নিজের চিন্তা করার মতো বুদ্ধি ছিলো কিনা সেটা সন্দেহজনক মনে করেই আমি আমার অনুমানের কথা বলেছিলাম।'

'তাহলে কে, কে তাকে বলতে পারে?'

'আমি যতদূর জানি, মাত্র তিনজন ছাত্রই জানে সেটা। এ ব্যাপারে লিওনার্ড বেটসনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে। 'সমন্বয়হীন'-এর জন্য কলিনের উৎসাহ তার জানা ছিলো। সে হয়তো কৌতুক করেই এ ব্যাপারে সিলিয়াকে পরামর্শ দিয়ে

থাকবে, এবং তাকে সেই ভাবে তৈরী করে থাকবে সে। কিন্তু আমার তো মনে হয় না - যদি না তার কোনো গোপন উদ্দেশ্য থেকে থাকে, কিংবা অকে আপাত-দৃষ্টিতে দেখে যা মনে হয় বাস্তবে সে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে থাকে—মাসের পর মাস ধরে কেনই বা সে না দেখার ভান করে থাকলো। (এই ব্যাপারটা সব সময় যে কেউ বিবেচনা করে দেখে থাকে । আর নিজেল চ্যাপম্যানের মনোভাব হলো পরের অমঙ্গল করা, সেই সঙ্গে বুঝিবা সে একটু বিদ্বেষপরায়ণ। কিংবা হয়তো এটাকে সে একটা মজার কৌতুক বলে ধরে নিয়ে থাকবে, আর আমি ধরে নিতে পারি যে, এর মধ্যে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিলো না। তার আচরণ একজন ফাজিল শিশুর মতোন, বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করবে আর উত্তরে যা শোনো পরে স্থানে-অস্থানে বলে দিয়ে গুরুজনদের অপ্রস্তুত করে তোলে! এরপর আমার মনে তৃতীয় যে ব্যক্তিটি স্থান পেয়েছে, সে হলে এক যুবতী—ভ্যালেরি হবহাউস। তার বুদ্ধি আছে, আধুনিক চিন্তাধারায় শিক্ষিতা সে, আর সম্ভবত মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে প্রচুর পড়াশোনা করে থাকবে কলিনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিচার করে দেখার জন্য। যদি সে সিলিয়ার ভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলবো, কলিনকে বোকা বানানোর জন্য সে হয়তো ধরে নিয়ে থাকবে, সেটা একটা বৈধ কৌতুক।

'লিওনার্ড বেটসন, নিজেল চ্যাপম্যান, ভ্যালেরি হবহাউস,' নামগুলো নেওয়ার সময় শার্প বলে, 'এই টিপসের জন্য ধন্যবাদ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আমি মনে করবো। এখন ভারতীয়দের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? তাদের মধ্যে একজন মেডিক্যাল ছাত্র।'

'তার সারা মন জুড়ে আছে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কারণে লোককে অযথা হয়রানি করার প্রবণতা', বললো পোয়ারো, 'তাই আমার মনে হয় না, সিলিয়া অষ্টিনকে ক্লিপ্টোমানিয়ার সম্পর্কে উপদেশ দেবে, আর এও মনে হয় না, সিলিয়া তার কাছ থেকে এ ধরনের উপদেশ গ্রহণ করবে।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি আমাকে সব রকমের সাহায্য দেবেন তো?' শার্প উঠে দাঁড়িয়ে বললো।

'তাই তো মনে করি। কিন্তু আমি নিজে এই কেসের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, বন্ধু আপনি যদি আপত্তি না করেন তো—?'

'একেবারেই নয়। কেনই বা করতে যাবো?'

'আমার নিজস্ব যৎসামান্য ক্ষমতায় দেখি আমি কি করতে পারি। আমার মতে কেবল একটা পথই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

'আর সেটাই বা কি জানতে পারি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো পোয়ারো। 'আলাপ-আলোচনা বন্ধু, আলাপ-আলোচনা, বার বার আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে! আমি যতোগুলো খুনির সংস্পর্শে এসেছি, দেখেছি তার কথা বলতে খুব ভালোবাসে। আমার মতে, যারা অত্যন্ত

নীরব তারা কদাচিৎ অপরাধ করে থাকে আর যদিই বা সে করে তাহলে তখন স্বভাবতই ধরে নিতে হবে যে, এটা খুবই সহজ, তীব্র আর অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের এই চতুর খুনী তার নিজের কাজে এতো বেশী সন্তুষ্ট যে, আজ না হয় কাল সে এমন কিছু বলতে পারে যা তার নিজের পক্ষে দুর্ভাগ্য হতে পারে। এই সব লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলুন বন্ধু। তবে গতানুগতিক জিজ্ঞাসাবাদ নয়। তাদের মতামতে উৎসাহ দিন, তাদের সাহায্য চান, তাদের অসুবিধার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিন, কিন্তু সাবধানে। আপনাকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার দক্ষতার কথা আমার যথেষ্ট জানা আছে।'

নম্রভাবে হাসলো শার্প। 'হ্যাঁ,' বললো সে, 'সব সময় আমি দেখেছি, ভালো কথায় অনেক কাজ পাওয়া যায়।' চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো শার্প। 'আমার মনে হয়, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সম্ভাব্য খুনী হতে পারে,' ধীরে ধীরে বললো সে।

'আমি তাই মনে করি।' বললো পোয়ারো। 'যেমন ধরুন লিওনার্ড বেটসন, বদমেজাজী লোক। সে তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। ভ্যালেরি হবহাউস-এর বুদ্ধি আছে, তাই চতুরভাবে পরিকল্পনা করতে পারে! নিজেল চ্যাপম্যানের ছেলেমানুষি স্বভাব, পাকা মাথার বুদ্ধির অভাব আছে তার মধ্যে। আবার যদি অনেক টাকা যদি এর সঙ্গে জড়িত থাকতো, তাহলে ফরাসী মেয়েটিকে সম্ভাব্য খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতো! প্যাট্রিসিয়া লেনের আচরণ জননী সুলভ, আর জননীসুলভ নারীরা সব সময়েই নির্মম হয়ে থাকে। আমেরিকান মেয়ে সেলী ফিঞ্চের সব সময়েই খুশী খুশী ভাব, তবে অন্যদের থেকে সে আমাদের অনুমিত ভূমিকা পালন করতে পারে। জিন টমিলসন অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের, কিন্তু আমরা জানি, প্রায় সব খুনীদেরই ওপর থেকে বোঝাই যায় না, তারা এতো নির্মম হতে পারে, অন্তত তাদের মিষ্টি স্বভাবের কথা ভেবে তো নয়ই, অর্থাৎ যাকে বলে মিছরির ছুরি। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মেয়ে এলিজাবেথ জনস্টন মনে হয় হোস্টেলের সবার থেকে বেশী বুদ্ধিমতি—সেটাই ভয়ংকর মারাত্মক। পদের মধ্যে একজন রয়েছে এক তরুণ আফ্রিকান, তার মধ্যে খুন করার মোটিভ থাকতে পারে, তবে আমরা কখনোই সেটা অনুমান করতে পারবো না। এরপর থাকছে মনস্তত্ত্ববিদ কলিন ম্যাকনাব। কটা লোক মনস্তত্ত্ববিদদের প্রকৃত চিকিৎসক বলে জানে, তাদেরই চিকিৎসার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না?

'ঈশ্বরের দোহাই পোয়ারো, আপনি আমার যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিলেন। আচ্ছা, ওদের মধ্যে খুন করার অযোগ্য কেউ নেই।'

'সে কথা আমিও প্রায় অবাক হয়ে ভাবি', বললো এরকুল পোয়ারো।

□ নয় □

ইন্সপেক্টর শার্প তার চেয়ারে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। রুমাল দিয়ে কপাল ঘষলো। অশ্রুসিক্ত, ক্রোধে উত্তেজিত ফরাসী মেয়েটির সাক্ষাৎকার নিয়েছিল সে। সাক্ষাৎকার নিয়েছিল সে আরো অনেকের ! উন্নাসিক এবং অসহযোগী তরুণ ফরাসী যুবকের, অবিচলিত, সন্দেহজনক ডাচ লোকটির, বাকপটু দ্রুতভাষী এবং বেপরোয়া ইজিপসিওর। দুজন তুর্কী ছাত্রের সঙ্গে সংক্ষেপে কিছু মন্তব্যের আদান প্রদান করেছিল, এবং আকর্ষণীয় তরুণ ইংরাজী ছাত্রের সঙ্গেও প্রশ্নোত্তরের পালা চলে। কিন্তু সে এখন স্থির জেনে গেছে, সিলিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না তাদের কাছ থেকে। এক এক করে তাদের সবাইকে বাতিল করে দেয় সে। এখন সে মিঃ আকিবমবোর ক্ষেত্রেও সেই রকম একটা কিছু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

তরুণ ওয়েস্ট আফ্রিকান ছাত্রটি হাসি মুখে তাকালো তার দিকে, শিশুসুলভ হাসি, চোখে শোকের ছায়া।

'হ্যাঁ, আমি সাহায্য করতে চাই', বললো সে, 'আমার কাছে দারুণ ভালো ছিলো মিস সিলিয়া। তার আত্মহত্যার খবরটা খুবই দুঃখজনক। সম্ভবত এটা দীর্ঘ দিনের অন্তর্কলহের পরিণতি। তার সম্পর্কে মিথ্যে চুরির কাহিনী শুনে হয়তো তার বাবা কিংবা কাকারা কেউ এখানে এসে তাকে হত্যা করে যেতে পারে।'

ইন্সপেক্টর শার্প তাকে আশ্বস্ত করে বলে, সেরকম সম্ভাবনা একেবারেই নেই বললে চলে।

'তাহলে কেন এমন হলো আমি বলতে পারবো না', বললো সে, 'এখানে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তবে আপনি যদি তার একগাছা চুল আর নখের টুকরো আমাকে দেন', সে বলতে থাকে, 'প্রাচীন পদ্ধতিতে আমি তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নয়, আধুনিক পদ্ধতিতেও নয়, তবে আমি যে দেশ থেকে আসছি সেখানে এর প্রচুর ব্যবহার আছে।,

'ধন্যবাদ মিঃ আকিবমবো। কিন্তু আমার মনে হয় না তার প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে ওভাবে কাজ করি না।'

তার পরবর্তী সাক্ষাৎকার নিজেল চ্যাপম্যানের সঙ্গে। নিজের থেকেই এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আগ্রহী সে।

'এ এক অদ্ভুত ব্যাপার তাই না ?' নিজেল বিস্ময় প্রকাশ করল। 'মনে রাখবেন, আমার ধারণা, এটা একটা আত্মহত্যার কেস ধরে নিয়ে আপনি ভুল গাছে উঠতে চাইছেন। আমি না বলে থাকতে পারছি না, তার পেনে আমার সবুজ কালি ভর্তি করার ঘটনা থেকে আমার কেবল মনে হয়েছে, নিশ্চয়ই এই ঘটনাটা স্বাভাবিক

নয়। সম্ভবত খুনীর দূরদর্শিতার অভাবেই আজ আমাকে এ কথা ভাবতে হচ্ছে। আমার মনে হয় অপরাধীর সম্ভাব্য মোটিভটা জানার চেষ্টা আপনারা নিশ্চয়ই করছেন।'

শুকনো গলায় ইন্সপেক্টর শার্প তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, আশাকরি ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। আমার প্রশ্নের বাইরে বাড়তি কোনো কথা বলবেন না।'

'ওহো, অবশ্যই, অবশ্যই', শূন্যে তাকিয়ে বললো নিজেল। 'আসলে কি জানেন, আমি একটু সংক্ষিপ্ত করতে চাইছিলাম। এই আর কি। কিন্তু আমার মনে হয় সাক্ষাৎকারের নিয়মটা মেনে চলা উচিত। তাই প্রথমেই বলি ঃ আমার নাম নিজেল চ্যাপম্যান। বয়স পঁচিশ। আমার বিশ্বাস, নাগাসাকিতে আমার জন্ম। সত্যি জায়গাটা অবিশ্বাস্য। যাই হোক, আমি জানতে পেরেছি, জন্মসূত্রে আমি জাপানি হতে পারি না। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাম্রযুগ ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র আমি। আর কিছু জানতে চান আপনি?'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা মিঃ চ্যাপম্যান?'

'আমার বাড়ির কোনো ঠিকানা নেই স্যার! আমার বাবা আছেন বটে, তবে তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। তাই তাঁর ঠিকানা এখন আর আমার ঠিকানা হতে পারে না অতএব ২৬ নম্বর হিকরি রোড আর কোটস ব্যাঙ্ক লেণ্ডনহীল স্ট্রীট ব্রাঞ্চই আমার ঠিকানা।'

ইন্সপেক্টর শার্প তার শূন্যগর্ভ বক্তৃতায় তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে চাইল না। নিজেলের সঙ্গে আগেও সে মিলিত হয়েছিল। তার সন্দেহ, খুনের প্রসঙ্গে সে তার স্বাভাবিক স্নায়ু দুর্বলতা ঢাকার জন্য এই অপ্রাসঙ্গিকতার আশ্রয় নিয়েছে।'

যাই হোক আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলো শার্প। 'সিলিয়া অস্টিনকে আপনি জানলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'সত্যি, এ এক কঠিন প্রশ্ন। প্রতিদিন তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো, এই সূত্রেই তাকে আমি চিনতাম। আর তার সঙ্গে আমার বেশ ভালো সম্পর্কই ছিলো। কিন্তু আসলে আমি তাকে আদৌ জানি না। অবশ্যই তার সম্পর্কে আমার কোনো রকম আগ্রহও ছিলো না। তাছাড়া আমার মনে হয়, সে আমাকে অপছন্দই করতো। আর কিছু জানার আছে?'

'উনি কি আপনাকে বিশেষ কোনো কারণে অপছন্দ করতেন?'

তাহলে শুনুন, সে আমার কৌতুকবোধটা খুব একটা পছন্দ করতো না। তাছাড়া, কলিন ম্যাকনাবের মতো রূঢ় স্বভাবের ছেলে আমি নই। এখন দেখছি, এ ধরণের রূঢ় স্বভাব মেয়েদের আকর্ষণ করার প্রকৃত টেকনিক।'

'সিলিয়া অস্টিনকে শেষ কখন আপনি দেখেছিলেন?'

'গতকাল সন্ধ্যায় নৈশভোজের সময় হঠাৎ নাটকীয়ভাবে কলিন ম্যাকনাব

তার সঙ্গে তার বাগদানের কথা ঘোষণা করতেই আমরা তাকে অভিনন্দন জানাতে যাই।'

'নৈশভোজের সময় নাকি কমন-রুমে ?'

'ওহো, নৈশভোজে। তারপর আমরা কমন-রুমে গেলে কলিন অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকবে।'

'বাকী আপনারা সবাই তখন কমনরুমে কফি পান করেন, এই তো ?' শার্প বলে, 'সিলিয়া অস্টিন কফি পান করেছিল ?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই মনে হয়। তবে আসলে আমি তার হাতে কফির পেয়ালা ছিলো কিনা, সেটা তখন লক্ষ্য করিনি। তবে নিশ্চয়ই ছিলো।'

'যেমন ধরে নিতে পারি আপনি নিজে তার হাতে কফির পেয়ালা তুলে ধরেছিলেন ? বলছি এই কারণে যে, আপনি জোর দিয়ে বলছেন, তার হাতে কফির পেয়ালা অবশ্যই ছিলো।'

'আশ্চর্য, কি ভয়ঙ্কর যুক্তি আপনার! আপনি যে ভাবে আমার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছেন, যেন আমি তার কফির সঙ্গে স্ট্রিকনিন কিংবা ঐ জাতীয় বিষ মিশিয়ে তার হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিয়ে থাকবো। এ যেন আমাকে সম্মোহন করার মতো কথা, আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু মিঃ শার্প জেনে রাখুন, আসলে আমি তখন তার ধারে-কাছেও ছিলাম না। অকপটে আমি বলতে পারি যে, আমি তাকে কফি পান করতেও দেখিনি। আপনি বিশ্বাস করবেন কি করবেন জানি না, সিলিয়ার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আবেগ বা দুর্বলতা ছিলো না। আর কলিনের সঙ্গে তার বাগদানের কথা ঘোষণার পর আমার মধ্যে খুনের প্রতিহিংসাও জাগেনি।'

'মিঃ চ্যাপম্যান, আপনি ভুল করছেন। আমি আদৌ সে প্রশ্ন তুলিনি।' নরম গলায় বললো শার্প। 'তাছাড়া যদি না আমি খুব একটা ভুল না করে থাকি, এক্ষেত্রে প্রেমের কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু সিলিয়া অস্টিনকে সরাতে চেয়েছিল কেউ একজন। কেন ?'

'সোজা কথায় বলতে গেলে কেন যে কেউ তাকে সরাতে চেয়েছিল, আমি ধারণাই করতে পারি না ইন্সপেক্টর। সত্যিই এটা একটা ষড়যন্ত্র, তার কারণ, সিলিয়া কারোর অনিষ্ট যে করতে পারে আমার জানা নেই। আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সে যদি কারোর কোনো ক্ষতিই না করে থাকে, তাহলে কেনই বা কেউ তাকে খুন করতে যাবে ? আত্মহত্যা করার মতো মেয়ে সে ছিলো না।'

'আর একটা প্রশ্ন, এখান থেকে জিনিসপত্র উধাও হওয়ার ব্যাপারে সিলিয়াই যে দায়ী ছিলো, সে কথা শুনে আপনি বিস্মিত হননি ? কিংবা—'

'থামলেন কেন বলুন মিঃ ইন্সপেক্টর।'

'আপনি নিজে সেই জিনিসগুলো সরিয়ে তার ঘাড়ে দোষ চাপানোর ব্যবস্থা করেননি তো ?'

বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো নিজেল, তার সেই বিস্ময়ভাবটা স্বাভাবিক বলেই মনে হলো।

'আমি ? তার ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য সেই কাজ আমি করেছি ? কেনই বা তা করতে যাবো ?'

'ভালো কথা, এটা একটা প্রশ্ন বটে ! তবু বলছি, এমনও হতে পারে, কারোর ঠাট্টা করার প্রবণতাও থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, হয়তো আমি ঠাট্টা ইয়ার্কি করে থাকি সত্যিই, কিন্তু চুরির মতো জঘন্য কাজ করাটা আমি ঠাট্টা ইয়ার্কি বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো মানসিকতা আমার নয়। তাছাড়া আমার তো মনে হয়, এটা কোনো ঠাট্টা ইয়ার্কির ঘটনা নয়। চুরিটা সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার।'

'সিলিয়া যে ক্লিপটোম্যানিয়াক ছিলো, এ ব্যাপারে আপনি কি একেবারে নিশ্চিত ?'

'এছাড়া এর অন্য আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে ইন্সপেক্টর ?'

'ক্লিপটোম্যানিয়াকদের সম্পর্কে আমি যতোটা জানি, সম্ভবত আপনি তা জানেন না মিঃ চ্যাপম্যান। আপনার কি মনে হয় না, মিস্ অস্টিনের ঘাড়ে এই চুরির অপরাধ কেউ চাপিয়ে দিয়ে তার প্রতি মিঃ ম্যাকনাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল ?'

ইন্সপেক্টরের যুক্তিটা নিজেলের বেশ মনে ধরলো। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'ইন্সপেক্টর সত্যি এই ব্যাখ্যাটা যেন অন্য খাতে বইয়ে দেওয়া হচ্ছে', বললো সে, 'জানেন. আমি যখন এ দিকটার কথা ভাবি, তখন মনে হয়, হ্যাঁ, সর্বতোভাবে এটা সম্ভব। অবশ্যই কলিন সেটা হজম করে নেবে।' তারপর দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লো সে।

'কিন্তু সে খেলায় সিলিয়া কখনোই মেতে ওঠেনি।' জোর দিয়ে সে বললো, 'সে ছিলো রাশভারি মেয়ে। কলিনের সঙ্গে কখনোই সে এ-ধরনের ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে পারে না। তার ব্যাপারে সে ছিলো অত্যন্ত ভাবপ্রবণ।'

'মিঃ চ্যাপম্যান, এই বাড়িতে কি ঘটছে, সে ব্যাপারে আপনার নিজস্ব কোনো মতামত নেই ? যেমন ধরুন, মিস্ জনস্টনের রিসার্চের কাগজের উপর কালি ছিটানোর ঘটনা ?'

'ইন্সপেক্টর শার্প', আপনি যদি ভেবে থাকেন যে, যে কাজ আমি করেছি, সেটা হবে সম্পূর্ণ অসত্য। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এ কাজ আমিই করেছি, কারণ এখানে একমাত্র আমিই সবুজ কালি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে বলবো, এটা স্রেফ আমার প্রতি আক্রোশের

বশবর্তী হয়ে অন্য কেউ একাজ করে থাকবে।'

'আক্রোশ কি রকম ?'

'আমার কালি ব্যবহার করাটা। কেউ হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে আমার কালি ব্যবহার করে থাকবে, যাতে করে মনে হয়, এ কাজ আমার। জানেন ইন্সপেক্টর, এখানে আমার উপর অনেকেরই আক্রোশ আছে।'

দ্রুত তার দিকে তাকালো ইন্সপেক্টর শার্প। 'আপনার উপর অনেকেরই আক্রোশ আছে, এর কি অর্থ করতে চাইছেন আপনি ?'

'সত্যিই আমি কোনো অর্থ করতে চাই না—শুধু বলতে চাই, এখানে বহু লোকের বসবাস, কার মনে কি আছে কে জানে।'

ইন্সপেক্টরের তালিকায় পরবর্তী নাম লিওনার্ড বেটসন। নিজেলের থেকে লেন বেটসন অনেক বেশী সহজবোধ্য তবে সে প্রকাশ ঘটালো অন্যভাবে। সন্দেহজনক এবং নিষ্ঠুর সে।

'ঠিক আছে।' রুটিনমাফিক প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পরেই রাগে ফেটে পড়লো লিওনার্ড। 'হ্যাঁ' হ্যাঁ, কফির পেয়ালা তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তাতে কি হয়েছে ?'

'আপনি তাকে নৈশভোজের পর কফি দিয়েছিলেন—আপনি তাহলে এই কথাই বলছেন মিঃ বেটসন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন কি করবেন না, জানিনা, তাতে মরফিয়া ছিলো না।'

'আপনি তাকে কফি পান করতে দেখেছিলেন ?'

'না, আসলে আমি তাকে কফি পান করতে দেখিনি। আমরা তখন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তারপরেই আমি একজনের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সে যে কখন কফি পান করেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। তার চারপাশে অনেকেই ঘিরেছিল।'

'তাই বুঝি। সত্যি কথা বলতে কি আপনি যা বলছেন তাতে মনে হয়, যে কেউ তার কফির পেয়ালায় মরফিয়া মিশিয়ে দিতে পারেন।'

'কিন্তু আপনি যদি কারোর কাপে কিছু ঢালতে চান, সেটা কারোর দৃষ্টি এড়াতে পারে না।'

'সব সময় সেটা সম্ভব নাও হতে পারে', বললো শার্প।

লেন এবার সত্যি সত্যি রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়লো। 'আপনি কি ভেবেছেন, আমি ঐ বাচ্ছা মেয়েকে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিলাম ? তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ কিংবা অনুযোগ নেই।'

'না, আমি বলছি না আপনি তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন ?'

'সে নিজেই হয়তো বিষ নিয়ে থাকবে। নিজেই সে সেই বিষ খেয়ে থাকবে। এ ছাড়া অন্য আর কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।'

'সে চিন্তা আমরাও করতে পারি, যদি না সেই জাল আত্মহত্যার নোটটা পাওয়া যেত।'

'জাল আত্মহত্যার নোট। কেন, নিজে সে সেটা লেখেনি ?'

সেদিন সকালে চিঠির কিছু অংশ সে ছিঁড়ে সেই ছেঁড়া অংশ সে তার আত্মহত্যার নোট হিসেবে ব্যবহার করে থাকতে পারে।'

'তাহলে এখন প্রসঙ্গে আসুন মিঃ বেটসন। ধরুন, আপনি যদি আপনার আত্মহত্যার নোট লিখতে চান, তখন আপনি নিশ্চয়ই অন্য কাউকে লেখা একটা চিঠি টেনে নিয়ে সাবধানে একটা বিশেষ লেখার অংশ ছিঁড়ে নেবেন না।'

'আমি তা করতে পারি। মানুষ যে কোনো ধরনের মজার মজার কাজ করতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে চিঠির বাকি অংশটা গেলো কোথায় ?'

'আমি জানবো কি করে ? সেটা আপনার কাজ, আমার নয়।'

'আমি আমার কাজই করেছি মিঃ বেটসন। আর আপনাকে আমার উপদেশ হলো, ভদ্রভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'বেশ, আপনি কি জানতে চান বলুন ? মেয়েটিকে আমি খুন করিনি। আর তাকে খুন করার মোটিভও আমার নেই।'

'আপনি তাকে পছন্দ করতেন।'

লেন এবার নরম সুরে বললো, 'হ্যাঁ, আমি তাকে খুবই ভালবাসতাম। চমৎকার মেয়ে ছিলো সে। একটু বোকা ধরনের, তবে চমৎকার।'

'মেয়েটি নিজের মুখে যখন স্বীকার করলো জিনিসগুলো সে চুরি করেছিল, আপনি তার কথা বিশ্বাস করেছিলেন ?'

'সে যখন নিজের মুখে বলেছিল, হ্যাঁ, অবশ্যই তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম বৈকি। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এও বলব যে, সেটা যেন একটু অদ্ভুত বলেই মনে হয়েছিল আমার।'

'সে যে একাজ করতে পারে, আপনি চিন্তা করতে পারেননি, এই তো ?'

'না, সত্যিই নয়।'

একটু আগে লিওনার্ডের সব নিষ্ঠুরতা এখন চাপা পড়ে গেছে। এখন তার আত্মপক্ষ সমর্থনের আর প্রয়োজন নেই। সে যে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল সেই সমস্যার সমাধান করার কাজে মন দিলো সে।

'তাকে ক্লিপ্টোম্যানিয়াক বলে আমার কখনোই মনে হয়নি, আমি কি বলতে চাইছি আপনি যদি বুঝতে পারতেন', বললো সে, 'এমনকি চোরও ছিলো না সে।'

'আর সে যা করেছিল, তার অন্য কোনো কারণও আপনি ভাবতে পারেন না ?

'অন্য কোনো কারণ মানে ? অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে ?'

'কেন, তার প্রতি মিঃ কলিন ম্যাকনাবের আগ্রহ জানানোর জন্যও তো হতে পারে।'

'কিন্তু সে তো অনেক অনিশ্চিত ছিলো, তাই না ?'

'কার্যত তার আগ্রহ জাগিয়েছিল বৈকি।'

'হ্যাঁ, যে কোনো মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের প্রতি দারুণ আকর্ষণ বোধ করে থাকে কলিন।'

'ভালো কথা, যদি ধরুন সিলিয়া অস্টিন সে কথা জেনে থাকে……'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল লেন। 'আপনি ভুল করছেন। সেরকম চিন্তা তার মনে কখনোই স্থান দেবে না। মানে, সেই ধরনের পরিকল্পনার কথা আমি বলতে চাইছি! তাছাড়া তার এ সব জানার ছিলো না।'

'মানে আমি বলতে চাইছি, একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি তাকে এ ধরনের কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারেন।'

মৃদু হাসলো লেন। আপনি ভাবছেন, বোকার মতো অমন কাজ আমি করতে যাবো ? আপনি কি এতই জেদী ?'

ইন্সপেক্টর এবার প্রসঙ্গ বদল করলো। 'আপনি কি মনে করেন এলিজাবেথ জনস্টনের কাগজের উপর কালি ছিটিয়েছিল সিলিয়া ? কিংবা অন্য কেউ সে কাজ করতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?'

'অন্য কেউ হবে। সিলিয়া বলেছিল, এ কাজ সে করেনি। আমি তার কথা বিশ্বাস করি। বেস কখনো সিলিয়াকে উত্তপ্ত করেনি; যেমন কিছু লোক করে থাকে!'

'আর সিলিয়া কাউকে উত্তপ্ত করেছিল বলে মনে হয়, আর কেনই বা ?'

'জানেন, সিলিয়া অনেককে তিরস্কার করেছিল।' কয়েক মুহূর্ত এ ব্যাপারে ভাবলো লেন। যে কেউ তাড়াতাড়ি কথা বললে সহ্য করতে পারতো না সে। টেবিলের দিকে তাকিয়ে সে বলতো, 'আমার আশঙ্কা, কোনো ঘটনা থেকে এ স্বভাবের জন্ম হয় না। পরিসংখ্যান থেকে বেশ ভালো ভাবেই তার মনে গেঁথে গিয়েছিল……" এধরনের কিছু একটা হবে। যাইহোক, জানেন এটা তিরস্কারেরই সামিল—বিশেষ করে যারা হড়বড় করে দ্রুত কথা বলে থাকে, যেমন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে নিজেল চ্যাপম্যান।'

'আহ্, হ্যাঁ নিজেল চ্যাপম্যান।'

'আর সবুজ কালির ব্যাপারটাও ধরতে হয়।'

'তাহলে আপনি মনে করেন, নিজেলই একাজ করেছিল ?'

'হ্যাঁ, অন্তত সেটা সম্ভব। জানেন, এক ধরনের আক্রোশকারী সে। আর আমার মনে হয়, তার একটা জাতিগত মনোভাব ছিলো। আমাদের মধ্যে মাত্র একজনেরই সেরকম মনোভাব ছিলো।'

'আপনার কি মনে হয় মিস্ জনস্টন ছাড়া অন্য কেউ তার নির্ভুল আর অপরের দোষত্রুটি শুধরে দেওয়ার অভ্যাস বরদাস্ত করতে পারতো না, বিরক্তবোধ করতো ?'

'হ্যাঁ, কলিন ম্যাকনাব তেমন সন্তুষ্ট ছিলো না এ ব্যাপারে।'

আরো কয়েকটা এলোমেলো প্রশ্ন করলো শার্প কিন্তু লেন বেটসনের উত্তরগুলো তেমন কার্যকর হলো না। এরপর ভ্যালেরি হবহাউসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো শার্প।

ঠাণ্ডা প্রকৃতির ভ্যালেরির রুচি ছিলো। তাকে একটু চিন্তিত বলেও মনে হলো। অন্য পুরুষদের মতো অতোটা স্নায়ু দুর্বলতা তার মধ্যে লক্ষ্য করা গেলো না। সিলিয়ার খুব ভক্ত সে। সে আরো বলে, সিলিয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিলো, কিন্তু যে ভাবে সে তার হৃদয় দিয়ে কলিন ম্যাকনাবকে গ্রহণ করেছিল, সেটা খুবই বেদনাদায়ক।

'মিস্ হবহাউস, আপনি কি মনে করেন না, সিলিয়া ক্লিপ্টোম্যানিয়াক ছিলো ?'

'হ্যাঁ. আমি সেইরকমই মনে করি। এ বিষয়ে আমার খুব বেশী কিছু জানা নেই।'

'আচ্ছা, অন্য কেউ জিনিসগুলো চুরি করে তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়নি তো ?' ভ্যালেরি তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো, 'তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন, ঐ গর্দভ কলিনকে আকর্ষণ করার জন্য ?'

'মিস্ হবসহাউস, ব্যাপারটা আপনি খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন তো !'

'হ্যা, আমি সেটাই বোঝাতে চাইছি। আমার অনুমান, আপনি তাকে এব্যাপারে পরামর্শ দেননি তো ?'

কৌতুকবোধ করলো ভ্যালেরি।

'না, তা কেন করতে যাবো ? তাছাড়া আমার নিজের স্কার্ফ আমি তাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে বলবো ? আমি সেরকম পরের উপকার করার পাত্রী নই।'

'অন্য কেউ তাকে সেরকম পরামর্শ দিয়েছে বলে মনে হয় আপনার ?'

'আমার তা মনে হয় না। বরং আমার তো মনে হয় তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?'

'তাহলে শুনুন, প্রথমে সেলীর জুতো চুরি যাওয়ার সময়েই সিলিয়ার উপর আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়েছিল। সেলী ফিন্চ-এর প্রতি সিলিয়ার হিংসে ছিলো। এখানে শেলী অনেক মেয়ের থেকে অনেক বেশী আকর্ষণীয় এবং সুন্দরী। তার প্রতি কলিনের দুর্বলতা ছিলো। তাই সেদিন রাত্রে তার সেই ফ্যান্সি ড্রেসের জুতোটা চুরি হওয়ার দারুণ তাকে কালো জুতোর সঙ্গে কালো পোষাক পড়ে যেতে হয়েছিল পার্টিতে। অন্য দিকে সিলিয়াকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট

দেখাচ্ছিল সেদিন। মনে রাখবেন, আমি কিন্তু অন্য জিনিস উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিলিয়াকে সন্দেহ করিনি, যেমন ব্রেসলেট, পাউডার কমপ্যাক্ট ইত্যাদি…।'

'সেগুলো চুরি করার জন্য কে দায়ী হতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভ্যালেরি বলে, 'ওহো, আমি তো জানি না। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো ঘর পরিষ্কার করা সেই মেয়েটি -'

'আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারটা?'

'ওটার কোনো মানে হয় না।'

'আচ্ছা মিস্ হবহাউস, আপনি তো এখানে অনেকদিন ধরে আছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি বলতে পারি, আমি এখানকার সব থেকে পুরনো বাসিন্দা। তার মানে এখানে আমি দু বছরেরও বেশী সময় ধরে রয়েছি।'

'তাহলে এখানে অন্য কারও থেকে আপনি পুরনো বাসিন্দা?'

'আমি তা বলতে পারি।'

'সিলিয়া অস্টিনের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার নিজের কি ধারণা বলবেন? ওর মোটিভ কি জানেন?'

মাথা নাড়লো ভ্যালেরি। এবার সে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলো।

'না,' বললো সে। 'ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর বলতে পারি। আমার তো মনে হয় না, এখানে সিলিয়ার মৃত্যু কামনা করে, এমন কেউ আছে, থাকলেও আমার জানা নেই। চমৎকার মেয়ে ছিলো সে, কখনো কারোর অপকার করেনি। সবে মাত্র তার বাগদান পর্ব শেষ হয়েছিল, আর…'

'হ্যাঁ, আর কি?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো ইন্সপেক্টর।

'আমার আশঙ্কা, সেই জন্যই কি', ধীরে ধীরে বললো সেলী, 'কারণ তার বাগদান হয়ে গেছে। কারণ সে সুখী হতে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে এমন কে পাগল আছে, যে তার মৃত্যু কামনা করতে পারে?'

কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে উঠলো। তার দিকে চিন্তিতভাবে তাকালো শার্প।

'হ্যাঁ', বলতে লাগল শার্প, 'পাগলামোর ব্যাপারটা আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না।' বলে চলে সে, 'এলিজাবেথ জনস্টনের নোট আর কাগজ নষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে আপনার কোনো মতামত আছে?

'না। ওটা আক্রোশের ব্যাপার। আমার বিশ্বাস হয় না, একাজ সিলিয়া করতে পারে।'

'কে করতে পারে, কোনো ধারণা আছে?'

'ঠিক আছে বলছি, হয়তো আমার অনুমান ভুলও হতে পারে, তবে আমার যতদূর মনে হয় এ কাজ প্যাট্রিসিয়া লেনের।'

'তাই বুঝি! মিস্ হবহাউস, আপনি তো আমাকে চমকে দিলেন। আমি

জানতাম, প্যাট্রিসিয়া লেন খুবই অমায়িক মহিলা।'

'আমি বলছি না, এ কাজ সে করেছে। তবে এ আমার অনুমান মাত্র।'

'কারণটা কি জানতে পারি ?'

'ব্ল্যাক বেসকে পছন্দ করে না প্যাট্রিসিয়া। ওদিকে ব্ল্যাক বেস প্যাট্রিসিয়ার প্রেমিককে সব সময়েই তিরস্কার করে থাকে।'

'তার মানে আপনি কি মনে করেন, নিজেলের থেকে প্যাট্রিসিয়ারই এমন জঘন্য কাজ করার সম্ভাবনা বেশী ?'

'ওহো, নিশ্চয়ই। আমার তো মনে হয় না নিজেল এ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে। তাছাড়া সে তার নিজস্ব ব্র্যাণ্ডের কালি নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে যাবে না। তার স্নায়ুকোষগুলো খুবই তীক্ষ্ন। কিন্তু প্যাট্রিসিয়াও এ-রকম বোকার মত কাজ করবে না, যাতে নিজেল জড়িয়ে পড়তে পারে, সে কি একথা না ভেবে কাজটা করেছে ?'

'কিম্বা এমনও হতে পারে অন্য কেউ সে কাজটা করে নিজেল চ্যাপম্যানকে জড়াতে চেয়েছে ?'

'হ্যাঁ, এ আর এক সম্ভাবনা বটে।'

'নিজেল চ্যাপম্যানকে কে কে অপছন্দ করে ?'

'জিন টমলিনসন। সে আর লেন বেট সন অনেক সময় ভালো কাজও কাট-ছাঁট করে দেয়।'

'আচ্ছা মিস, হবহাউস, সিলিয়া অস্টিনের কাছে মরফিয়া কি করে এলো, আপনার কোনো ধারণা আছে ?'

'আমি ভাবছি, কেবলই ভাবছি। অবশ্য আমার মনে হয় কফির মাধ্যমই একমাত্র উপায়। সিলিয়া সব সময় ঠাণ্ডা কফি পান করতো, তার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হতো। সেদিনও সে অপেক্ষা করেছিল কফির পেয়ালা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে। আমার ধারণা কেউ হয়তো তার কফির পেয়ালায় একটা ট্যাবলেট কিংবা ঐ রকম কিছু ফেলে দিয়ে থাকবে। কিন্তু তাতে অনেক ঝুঁকি থাকতে পারে। কারোর না কারোর চোখে পড়ারই কথা। এ এমনি একটা কাজ যা সহজেই চোখে পড়ার মতোন।'

'মরফিয়া কিন্তু ট্যাবলেটের আকারে হয় না', বললো ইন্সপেক্টর শার্প।

'তাহলে কি রকম ? পাউডার ?'

'হ্যাঁ।'

ভ্রূ কোঁচকালো ভ্যালেরি।

'তাহলে সে তো আরো কঠিন ব্যাপার, তাই না ?'

কফি ছাড়া অন্য আর কিছু ভাবতে পারেন ?'

'শুতে যাওয়ার আগে কখনো কখনো এক গ্লাস দুধ সে খেতো তবে আমার মনে

না, সেদিন রাতে দুধ খেয়েছিল সে।'
'সেদিন সন্ধ্যায় কমনরুমে ঠিক কি ঘটেছিল বলতে পারেন ?'
'হ্যাঁ, কেন পারবো না ? আমার স্পষ্ট মনে আছে আজও। আমরা সবাই গল্প গুজব করছিলাম। বেশীর ভাগ ছেলে তখন বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। ! আগেই সিলিয়া শুতে চলে গিয়েছিল, এবং জিন টমলিনসনও ! সেলী আর ম অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। আমি চিঠি লিখছিলাম, আর কতকগুলো টর উপর চোখ বুলাচ্ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমিই কেবল সবার র শুতে যাই।'
'তার মানে অন্য দিনের মতো সেই সন্ধ্যাটাও স্বাভাবিকই ছিলো। ঘটনা না ?'
'সম্পূর্ণভাবে ঠিক ইন্সপেক্টর।'
'ধন্যবাদ মিস্ হবহাউস। আপনি এখন যেতে পারেন। তবে আপনি মিস্ কে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

প্যাট্রিসিয়া লেনকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তবে আশঙ্কাজনক কিছু নয়। ত্তরের মধ্যে তেমন নতুনত্ব কিছু প্রকাশ পেলো না। এলিজাবেথ জনস্টনের র্চের কাগজপত্র নষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে প্যাট্রিসিয়া সরাসরি অভিযোগ করলো এর সিলিয়াই দায়ী।'
'কিন্তু মিস্ লেন, সেটা সিলিয়া প্রচণ্ড ভাবে অস্বীকার করেছিল।'
'হতে পারে লজ্জায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু অন্য আরো সব র সঙ্গে এটা কি মিলে যায় না ?'
'জানেন, এই কেসটার ব্যাপারে আমি কি দেখতে পেয়েছি জানেন মিস্ লেন ? না মিলই আমি খুঁজে পাইনি।'
'আমার ধারণা', প্যাট্রিসিয়া বলে, 'তাহলে আপনি কি মনে করেন, বেস-এর র নষ্ট করার মূলে নিজেলই ? কারণ সেই সবুজ কালি, এই তো ? কিন্তু র কালি নিজে ব্যবহার করার মতো আহাম্মক সে নয়। সে যাইহোক, আমি নাকে আবার বলছি, সে এ কাজ করবে না, করতে পারে না।'
'মিস্ জনস্টনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সবসময় ভালো থাকতে পারে না, ছিলো কি ?'
'হ্যাঁ, এক এক সময় তার স্বভাব অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যি কছু মনে করে না।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো প্যাট্রিসিয়া লেন। 'দু' একটা স আমি আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করবো—বুঝতেই পারছেন ইন্সপেক্টর, আমি ল চ্যাপম্যানের প্রসঙ্গে বলছি। সে নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে শত্রু সৃষ্টি করেছে। : প্রথম স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি এই বলে যে, কঠিন স্বভাবের লোক সে। এর লোকে তার বিরুদ্ধে চলে যায়। তার উপর ঠাট্টা ইয়ার্কি করার লোভটা

সামলাতে পারে না সে। এক এক সময় সেই ঠাট্টা ইয়ার্কি এমন এক বীভৎস পর্যায় চলে যায় যে, লোকে তখন আর তাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে সে একেবারে আলাদা। খুবই অসুখী সে। তার বাইরের কঠিন রূপটাই লোকে দেখে, কিন্তু তার ভেতরের কোমল ও দুর্বল দিকটার কথা কেউ ভেবেও দেখে না। কিন্তু জানেন ইন্সপেক্টর আমি দেখেছি, তার জন্য মনে খুব কষ্টও পাই—'

'আহ্', বললো ইন্সপেক্টর। 'এটা তাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যও বটে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কি জানেন ইন্সপেক্টর, সত্যি তারা সাহায্য করতে পারে না। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই দুর্ভাগ্য তার সাথী হয়ে গেছে। নিজেলের বাড়ির জীবন বড় অসুখী। তার বাবা খুবই নিষ্ঠুর ছিলেন, নিজেলকে বুঝতে চাইতেন না। আর তার বাবা তার মার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করতেন। ছেলেবেলাতেই তার মা মারা যান। তারপর একদিন নিজেল তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে অজানা পথে। তার বাবা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নিজেলকে সে এক পেনিও দেবে না। তার তোয়াক্কা করে না নিজেল। তার স্বাস্থ্যও ভালো নয়, তবে তার মনটা চমৎকার।' এখানে একটু থামলো প্যাট্রিসিয়া। দীর্ঘ সময় ধরে একনাগাড়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। ইন্সপেক্টর শার্প চিন্তিত হয়ে তার দিকে তাকালো। বহু প্যাট্রিসিয়া লেনদের দেখেছে সে, কিন্তু প্রেমিকদের এমন গভীর প্রেমের কথা সে এর আগে কখনো শোনেনি। অবাক হয়ে শার্প ভাবে, আচ্ছা সিলিয়া অস্টিনের প্রতি নিজেল চ্যাপম্যান আকর্ষণবোধ করেনি তো। সেটা সম্ভব নয়, আবার একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। আর তাই যদি হয়, ভাবলো সে, প্যাট্রিসিয়া লেন নিশ্চয়ই খুব ক্ষুব্ধ, সিলিয়াকে আঘাত করার কথাও তার মনে আসতে পারে। তার সেই ক্ষোভ, বিরক্তি এমনই চরমে উঠে থাকবে যে, শেষ পর্যন্ত সে কি সিলিয়াকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে? যে কারণেই হোক, নিশ্চয়ই নয়। কারণ কলিন ম্যাকনাবের সঙ্গে বাগদানের খবরটা শোনার পর অবশ্যই তাকে খুন করার মোটিভ বলতে আর কিন্তু থাকার কথা নয়। তাই ইন্সপেক্টর শার্প তার সন্দেহের তালিকা থেকে প্যা লেনকে বাদ দিয়ে এবার জিন টমলিনসনের খোঁজ করলো।

□ দশ □

মিস্ টমলিনসন, দেখতে কঠোর প্রকৃতির যুবতীর মতো, বয়স সাতাশ। সামনে বসে প্রথমেই বললো, 'হ্যাঁ ইন্সপেক্টর, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি

'মিস টমলিনসন, আমার মনে হয় না, এই বিয়োগান্ত ঘটনার ব্যাপারে আ' আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

'সত্যি এটা খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। প্রথমে মনে হয়েছিল, নেহাতই আত্মহত্যা

ন্যার ঘটনা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটা একটা খুনের ঘটনা……'কিছুক্ষণ নীরব হয়ে মাথা নাড়লো সে।

'আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি, সিলিয়া নিজে কখোনই বিষ খেতে পারে না,' বললো শার্প। 'সেই বিষ কোথ্থেকে আসতে পারে আপনি জানেন ?'

মাথা নাড়লো জিন। 'শুনেছি সেণ্ট ক্যাথেরিন হাসপাতাল থেকে, যেখানে সে কাজ করতো কিন্তু সেক্ষেত্রেও আত্মহত্যার ঘটনা বলেও তো মনে হতে পারে। কিন্তু সিলিয়া ছাড়া কে সে বিষ সংগ্রহ করতে পারে ?'

'অনেকেই', বললো ইন্সপেক্টর শার্প, 'অবশ্য তারা যদি তাকে প্রকৃত খুন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে। এমনকি, আপনি নিজেও মিস্ টমলিনসন।'

'সত্যিই ইন্সপেক্টর শার্প'। জিনার কথায় ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছিল।

'ভালো কথা, মিস্ টমলিনসন, আপনি তো প্রায়ই ডিসপেন্সারিতে যান, যান না ?'

'হ্যাঁ, যাই বৈকি। সেখান মিলড্রেড ক্যারির সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই বিষের কাপবোর্ডে হাত দেওয়ার স্বপ্নও আমি দেখিনি।'

'কিন্তু বাস্তবে আপনি সেটা করলেও করতে পারেন।'

'না অবশ্যই সেরকম কিছু আমরা করতে পারি না !'

'হ্যাঁ, আমি বলছি আপনি পারেন। তাহলে শুনুন মিস টমলিনসন, ধরুন আপনার সেই বন্ধুটি তখন তার কাজে ব্যস্ত ছিলো। বাইরের রোগীদের দেখার জন্য একটি মেয়ে ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখন। অপর দুজন ডিসপেন্সার তখন ঘরের সামনের দিকে ছিলো। আর আপনি তখন ঘুরতে ঘুরতে সেই বিষের কাপবোর্ডের সামনে গিয়ে হাজির হন। এবং মরফিয়ার একটা বোতল কাপবোর্ড থেকে নিয়ে আপনার পকেটে চালান করে দেন। সেই দুজন ডিনপেন্সার স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যা আপনি করলেন।'

'ইন্সপেক্টর, আপনার কথাগুলো আমার ক্রোধ ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ এক বিরক্তিকর অভিযোগ।'

'কিন্তু এটা অভিযোগ নয় মিস্ টমলিনসন। সে রকম কিছুই নয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি বলেছেন, এ কাজ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, তার আমি চেষ্টা করে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, সম্ভব। তবে তাই বলে আমি কখনোই বলছি না, আপনি সেটা করেছেন।' সে আরো বলে, 'আর কেনই বা করতে যাবেন বলুন ?'

'ঠিক তাই। ইন্সপেক্টর, শার্প আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না, সিলিয়া আমার বন্ধু ছিলো।'

'এমন বহু লোক আছে, তাদের বন্ধুরাই তাদের বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল। এক এক সময় এমন কতকগুলো প্রশ্ন থাকে আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করে থাকি। বন্ধু যখন আর বন্ধু থাকে না।" বুঝলেন ?'

'কিন্তু আমার আর সিলিয়ার মধ্যে তেমন মত পার্থক্য তো ছিলো না।'

'হোস্টেলে কয়েকটা জিনিস পর পর চুরির ব্যাপারে আপনি তাকে সন্দে করতেন?'

'না, কখ্খনো নয়। আমি সব সময় সিলিয়াকে উচ্চাদর্শের মেয়ে বলেই জে এসেছি। স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি, এ কাজ সে করতে পারে।'

'অবশ্যই', সতর্কতার সঙ্গে তার দিকে দৃষ্টি ফেলে বললো শার্প, 'সত্যি ক্লিপ্টোম্যানিয়াকরা কখনোই নিজেদের সাহায্য করতে পারে না, তারা?'

'আমি বলতে পারি না, এরকম একটা ধারণা সহজেই আমি সমর্থন করতে পাি ইন্সপেক্টর শার্প। আমার মনোভাব সেকেলে ধরনের। আর এও বিশ্বাস করি, চুি তা যে কোনো তুচ্ছ জিনিসই হোক না কেন, সেটা চুরিই বটে!'

'তার মানে আপনি মনে করেন, সেই জিনিসগুলো নেবার জন্যই চুরি করেছি সিলিয়া?'

'অবশ্যই আমি সেটা বিশ্বাস করি।'

'বস্তুত অসাধুতার লক্ষণ এটা, এই তো?'

'আমার আশঙ্কা তাই।'

'আহ্!' ইন্সপেক্টর শার্প মাথা নেড়ে বললো, 'সেটা খুবই খারাপ একটু থেমে সে আবার বলে, 'সে যাইহোক, একজন ক্লিপ্টোম্যানিয়াককে সত্যিকারে চোর বলে ধরে নেওয়া তারপর পুলিশকে খবর দেওয়ার কথা চিন্তা করা, তবু এ স সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, সব কিছুতেই শেষে একটা সুখের ইঙ্গিত ছিলো এ কেসে—মিস্ অস্টিনের জীবনে বিয়ের ঘণ্টা বাজতে চলেছিল।'

'হ্যাঁ, কলিন ম্যাকনাব যা করেছে তার জন্য কেউ বিস্মিত হবে না', বললো জ টমলিনসন। 'জানি নিশ্চিত, সে একজন নাস্তিক, অবিশ্বাসী উপহাসের পাত্র অপ্রিয় যুবক। সবার সঙ্গে তার ব্যবহার রূঢ়। আমার মতে সে একজন কমিউনিষ্ট।'

'আহ!' ইন্সপেক্টর শার্প আবার বলে, 'এ খুবই খারাপ।' মাথা নেড়ে সে বললো, 'সে যাইহোক মিস্ অস্টিন নিজের মুখে তার অপরাধ স্বীকার করেছে।'

'ধরা পড়ার পর', সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো শার্প।

'তা কার কাছে ধরা পড়লো সে?'

'সেই মিস্টার—কি যেন নাম তার; হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পোয়ারো. যিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন।'

'কিন্তু মিস্ অস্টিন যে তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল, এ কথা আপনি ভাবছেন বি করে মিস্ টমলিনসন? তিনি তো এ ধরনের কথা বলেননি। তিনি কেবল পুলিশকে খবর দিতে বলেছিলেন, এই পর্যন্ত।'

'তিনি নিশ্চয়ই হাবভাবে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ব্যাপারটা জানেন। সিলিয়া নিশ্চয়ই তখন জেনে, গিয়েছিল, তার খেলা শেষ। তাই সে ছুটে যায়।

যার স্বীকারোক্তি কেনার জন্য।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু এলিজাবেথের কাগজের উপর কালি ছিটানোর ঘটনাটা? সেটা কি সে স্বীকার করেছিল?'

'আপনার ধারণা ভুল', বললো শার্প। 'এ অভিযোগ তীব্র ভাবে অস্বীকার করেছিল সে। আর এ ব্যাপারে তার কোনো হাতই ছিলো না। এখন আপনি কি বলবেন।' জিজ্ঞেস করলো শার্প, 'এ কাজ নিজেল চ্যাপম্যান করতে পারে?'

'না, নিজেলের কাজ নয়। আমার মনে হয়, মিঃ আকিমবো করতে পারে, তার সম্ভাবনাই বেশী।'

'সত্যি? কিন্তু এ কাজ সে কেনই বা করতে গেলো।'

'বিদ্বেষ। এই সব কালো চামড়ার মানুষ পরস্পরের প্রতি দারুন বিদ্বেষপরায়ণ হয়।'

'এটা খুবই আগ্রহের ব্যাপার মিস্ টমলিনসন। এখন বলুন আপনি শেষ কখন মিস্ সিলিয়া অস্টিনকে দেখেছিলেন?'

'শুক্রবার রাতে নৈশভোজের পর।'

'মিস্ অস্টিনের কফির পেয়ালায় কে মরফিয়া মিশিয়ে দিতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'আদৌ এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।'

'আচ্ছা এই বাড়ির কোথাও কিংবা কারো ঘরে মরফিয়া পড়ে থাকতে দেখেননি?'

'না, না, আমার তা মনে হয় না।'

'আপনি সেরকম মনে করেন না বলতে কি বোঝাতে চাইছেন মিস্ টমলিনসন?'

'তাহলে বলি শুনুন, আজও আমি অবাক হয়ে ভাবি সেই বিশ্রী বাজী ধরার কথা।'

'কিসের বাজী?'

'ওঃ একদিন দু'তিনজন যুবক তর্ক করছিল খুনের ব্যাপারে। কিভাবে খুন করা হয়, বিশেষ করে বিষ খাইয়ে।'

'তা এই আলোচনায় কারা কারা ছিলো বলতে পারেন?'

'কেন পারবো না। আমার যতদূর মনে পড়ে, প্রশ্নটা প্রথমে সিলিয়া আর নিজেলই তুলেছিল। তারপর লেন বেটসন এসে যোগ দেয়। প্যাট্রিসিয়াও ছিলো সেখানে।'

'আপনার মনে আছে, সেই আলোচনায় কে কি বলেছিল—আর তর্কই বা কি ভাবে হয়েছিল?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো জিন টমলিনসন। তারপর বলতে শুরু করলো এই ভাবেঃ 'আমার মনে হচ্ছে, বিষ প্রয়োগ করে কাউকে হত্যা করার প্রসঙ্গে বড় অসুবিধে হলো, প্রয়োজনীয় বিষ সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

আর এই বিষ সংগ্রহ করার জায়গা থেকেই খুনীর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেল বলে ওঠে, খুনীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। তিনটি উপায়ে বিষ সংগ্রহ করলে খুনীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। লেন বেটসন তখন তাকে জিজ্ঞেস করে, তার মাথার ঠিক আছে তো? নিজেল বলে, হ্যাঁ সজ্ঞানেই বলছে সে। প্যাট তাকে সমর্থন করে বলে, নিজেল ঠিকই বলেছে। সম্ভবত লেন কিংবা কলিন মনে করলে যে কোনো সময় হাসপাতাল থেকে বিষ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারে তারা। নিজেল বাধা দিয়ে বলেছিল, আদৌ সে নিজেদের সম্পর্কে তা বলেনি। আসলে সে বলতে চাইছিল, ডিসপেন্সারি থেকে সিলিয়া যদি কোনো কিছু নিয়ে আসে, সেটা কারোর না কারোর নজরে ঠিক পড়বেই। আর প্যাট বলে, না তা হতে পারে না, ধরা যাক সিলিয়া বোতলটা নিয়ে কিছু মরফিয়া বার করে নিয়ে অন্য কোনো পাউডার ভর্তি করে দিলো সেই বোতলে। হাসলো কলিন। তারপর সে বলে, তাতে রোগীদের ক্ষতি হওয়ায় সম্ভাবনা থেকে যায় এবং প্রচুর অভিযোগ আসতে পারে। নিজেল বলে, আমি অবশ্য বিশেষ সুযোগের কথা বলছি না। নিজেল আরো বলে, ডাক্তার কিংবা ডিসপেন্সারের খেতাব যদিও তার নেই, কিন্তু তিনটি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে অনায়াসে বিষের বোতল হাতাতে পারে সে। তখন লেন বেটসন জানতে চাইলো, ঠিক আছে, তোমার বক্তব্য আমরা শুনলাম। এখন সেই তিনটি উপদেশের ব্যাখ্যা করে দেখাও তো!' নিজেল বলে, 'এখন আমি তোমাকে বলবো না, তবে তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমার বাজী ধরার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। তখন আমি তিন ধরনের ভয়ঙ্কর বিষের নমুনা আমি তুলে ধরবো তোমাদের সামনে। আর লেন বেটসন তখন বলে, সে যদি জয়ী হয়ে ফিরতে পারে, তাহলে সে তখন পাঁচগুণ অর্থ বেশী দেবে।'

'ভালো কথা, আমার মনে হয়, এর থেকে এর বেশী ভালো কিছু আর আশা করা যায় না।' নিজেল বলে, 'তাহলে বৎস, এখন দেখো—আমার কথার মতোই আমিও লোকটা ভালো।' এই বলে সে টেবিলেব উপর তিনটি জিনিস ছুঁড়ে দিলো। আর সেই তিনটি জিনিস যথাক্রমে: হিওসিন ট্যাবলেট, টিনচার ডিজিটালিসের বোতল এবং মরফিন টারট্রেটের বোতল।'

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর শার্প বলে উঠলো: 'মরফিন টারট্রেট? বোতলের উপর কোনো লেবেল আঁটা ছিলো?'

'হ্যাঁ, সেন্ট ক্যাথেরিন হাসপাতালের লেবেল।'

'আর অন্যগুলোর?'

'আমি লক্ষ্য করিনি। তবে বলতে পারি, ওগুলো হাসপাতালের ছিলো না।

'তারপর কি ঘটলো?'

তারপর অনেক কথা, অনেক তর্ক চললো তাদের মধ্যে। লেন বেটসন বলে: 'এখন তুমি যদি খুন করো, তুমি ঠিক ধরা পড়ে যাবে।' উত্তরে নিজেল বলে,

একদমই নয়। আমি অতি সাধারণ লোক। ক্লিনিক কিংবা হাসপাতালের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। তাই কেউ আমার টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না। আর আমি ওগুলো কোনো ফার্মেসির কাউণ্টার থেকেও কিনিনি।' কলিন ম্যাকনাব ঠোঁট থেকে তামাকের পাইপটা সরিয়ে বলে, 'না, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়া তুমি ওগুলো কোনো কেমিষ্ট-এর কাছ থেকে কিনতেও পারো না।' যাই হোক অনেক তর্ক-বিতর্কের শেষে লেন বলে, 'আমি এর মধ্যে নেই। আমার হাতে টাকা নেই, এখন আমি ওগুলো কিনতেও পারবো না। তবে ওগুলোর ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নিজেল তার বক্তব্যের প্রমাণ রেখেছে।' তারপর সে বলে, আমরা এ ভয়ংকর অপরাধমূলক জিনিসগুলো নিয়ে এখন কি করবো?' দাঁত বার করে হেসে নিজেল বলে, 'দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ওগুলোর হাত থেকে আমাদের রেহাই পেতে হবে।' তাই তারা টিউব থেকে ট্যাবলেটগুলো বার করে আগুনে নিক্ষেপ করে, আর মরফিন টারট্রেটের বোতল থেকে পাউডার বার করে সেটাও আগুনে ফেলে দেয়। তবে টিনচার ডিজিটালিস ল্যাভেটোরিতে ফেলে দেয়।'

'আর বোতলগুলো?'

'জানি না। তবে মনে হয় বোতলগুলো তারা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে থাকবে।'

'এ ঘটনা কবেকার?'

'মনে হয় ঠিক এক পক্ষকাল আগে হবে।'

'তাই বুঝি। ধন্যবাদ মিস টমলিনসন।

জিন চলে যাওয়ার পর ডিমে তা দেওয়ার মতো গুম হয়ে বসে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো ইন্সপেক্টর শার্প! তারপর সে আবার ডেকে পাঠালো নিজেল চ্যাপম্যানকে।

নিজেল ঘরে ঢুকতেই সে বলে উঠলো, 'এইমাত্র মিস টমলিনসনের কাছ থেকে একটা খুব জরুরী খবর শুনলাম মিঃ চ্যাপম্যান!'

'আহ্! তা সে আমার বিরুদ্ধে কিভাবে আপনার মনটাকে বিষাক্ত করে তুললো শুনি?'

বিষের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিল সে, আর আপনাকে কেন্দ্র করেই মিঃ চ্যাপম্যান।'

'বিষের প্রসঙ্গে, আমাকে কেন্দ্র করে? কি ব্যাপার!'

'যে ভাবেই হোক আপনি কয়েকটা মারাত্মক বিষ সংগ্রহ করলেন, কিন্তু কেউ তার হদিশও পেলো না—এ প্রসঙ্গে কয়েক সপ্তাহ আগে মিঃ বেটসনের সঙ্গে আপনি যে বাজী ধরেছিলেন, অস্বীকার করতে পারেন?'

'ওহো, এ কথা!' হঠাৎ নিজেলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'হ্যাঁ,

অবশ্যই ! আশ্চর্য, আমি ভাবতেও পারিনি জিন যে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে !'

'আড়াল থেকে শুনলে কেউ জানতেও পারে না। সে কথা যাক, এখন আপনি বলুন, ঘটনাটা আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন তো ?'

'ওহো, হ্যাঁ, আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম বৈকি। আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, কাউকে না জানিয়ে, কিংবা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে বিষ সংগ্রহ করা যায় কিনা। কলিন আর লেনের সন্দেহ ছিলো, তাদের ধারণা, অসম্ভব, কেউ না কেউ ঠিক জানতেই পারবে। তখন আমি তাদের প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিই, উদ্ভাবনী দক্ষতা দিয়ে সবার অজান্তে অবশ্যই বিষ সংগ্রহ করা যায়।'

'তারপর আপনি বিষ সংগ্রহ করার তিনটি উপায়ের কথা তাদের বলেন, সেগুলো কি কি জানতে পারি মিঃ চ্যাপম্যান ?'

'নিজেকে অপরাধী সাজার জন্য জিজ্ঞেস করছেন না তো ?' বললো নিজেল, 'নিশ্চয়ই আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন ?'

'আপনাকে হুমকি বা সতর্ক করে দেওয়ার সময় এখনো আসেনি মিঃ চ্যাপম্যান। তবে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রয়োজন আপনার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ইচ্ছে করলে অনায়াসে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করতে পারেন—'

'জানি না, আমি কি অস্বীকার করতে চাই।' কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো নিজেল, তার ঠোঁটে সামান্য একটু হাসিও ফুটে উঠতে দেখা গেলো তখন। 'অবশ্যই।' শেষ পর্যন্ত সে অকপটে স্বীকার করলো, আমি যা করেছি নিঃসন্দেহে আইন বিরুদ্ধ কাজ। এর জন্য আপনি আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত চাইতে পারেন। অপর পক্ষে এটা একটা খুনের কেস। বেচারী সিলিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে যদি এর কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে, আমার মনে হয়, অবশ্যই আপনাকে আমার সব খুলে বলা উচিত।'

'এতো খুবই বিচক্ষণতার পরিচয়।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমি বলবো।'

'সেই তিনটি উপায় কি, কি ?'

নিজেল তার চেয়ারে হেলান দিয়ে যুৎসই করে বসে বলতে শুরু করলো এবার। 'প্রত্যেকেই সব সময় কাগজ পড়ে থাকে, তাই না ? কোনো কোনো দিন খবরের কাগজে খবর থাকে, কোনো ডাক্তারের গাড়ি থেকে মারাত্মক ধরণের ড্রাগ খোয়া গেছে ! এ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি '

'হ্যাঁ'।

'ভালো কথা। এর থেকে একটা অতি সহজ উপায় আমার মাথায় আসে। মফঃস্বলের দিকে কোনো ডাক্তারের গাড়ি অনুসরণ করা—তারপর সুযোগ মতো

সেই ডাক্তারের গাড়ি খোলা, ডাক্তারের এ্যাটাচি কেস খুলে দেখা, এবং আপনার প্রয়োজন মতো বিষাক্ত ড্রাগ বার করে নেওয়া। জানেন ডাক্তাররা মফঃস্বলের কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তারা নানান ধরনের ড্রাগ সঙ্গে নিয়ে যায় সবসময়, কে জানে, কোন্ রোগীর কোন্ ড্রাগের প্রয়োজন হয়, এই কথা ভেবে তারা তাদের সঙ্গে সব রকম ড্রাগ মজুত রাখে। এই হলো আমার এক নম্বর উপায়। এই ভাবে তিন তিনটি ডাক্তারকে অনুসরণ করার পর আমি আমার প্রয়োজনীয় বিষ, সিন হাইড্রোব্রোমাইডের সন্ধান পাই।

'আহ্! আর দু'নম্বর উপায়টা কি শুনি ?'

'ওহো, সেটা খুব একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। সিলিয়াকে একটু পাম্প দিয়েই কাজটা হাসিল করে নেই। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, মেয়েটি সরল ও বোকা প্রকৃতির। তার কোনো ধারণাই ছিলো না, তাকে দিয়েই কি কাজ আমি করিয়ে নিতে যাচ্ছি। আমি স্রেফ তাকে বলি ডাক্তারদের হিজি বিজি হাতের লেখার কথা। আমি তাকে বলি, ডাক্তারদের হাতের লেখা অনুকরণ করে আমার জন্য টিনচার ডিজিটালিসের একটা প্রেসক্রিপসন লিখে দিতে। কোনো রকম সন্দেহ না করেই প্রেসক্রিপসন লিখে দেয় সে। তারপর আমার করণীয় কাজ হলো ক্লাসিফায়েড ডাইরেক্টরি দেখে লণ্ডন থেকে বহু দূরের ডিষ্ট্রিক্ট-এর একজন ডাক্তারের নাম দেখে সেই প্রেসক্রিপসনের নিচে ততোধিক হিজিবিজি লেখার মতো সেই ডাক্তারের নামে একটা সই করে দিই, বলতে পারেন বেআইনী সই। তারপর লণ্ডনের সব থেকে ব্যস্ত একটা কেমিষ্ট-এর দোকান থেকে অনায়াসে সেই ডিজিটালিন ড্রাগ সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। মফঃস্বলের ডাক্তারের সই সম্পর্কে তারা হয়তো খুব বেশী পরিচিত ছিলো না।

'হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত উদ্ভাবনী দক্ষতার পরিচয়', শুকনো গলায় বললো শার্প।

'আপনার গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারছি, আমি নিজেকেই অভিযুক্ত করে তুললাম।'

'আর তৃতীয় উপায়টা কি জানতে পারি ?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো না নিজেল। অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললো সে আবার: 'দেখুন, তৃতীয় উপায়টা কিভাবে যে বর্ণনা দেবো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'গাড়ির দরজা খুলে ড্রাগ নেওয়া চৌর্যবৃত্তি', বললো ইন্সপেক্টর শার্প 'প্রেসক্রিপসন নকল করে···'

'না, এটা প্রেসক্রিপসন নকল করা নয়' বাধা দিয়ে বললো নিজেল, 'তখন আমার কাছে যথেষ্ট টাকা ছিলো না। তাই এবার ডাক্তারের সই আর নকল করা নয়। এবার সম্পূর্ণ এক নতুন পন্থায় কাজ করতে হবে।'

'তা সেটা কি মিঃ চ্যাপম্যান ?'

হঠাৎ আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো নিজেল, 'খুন আমি পছন্দ করি না।

এ কাজ জানোয়ারসুলভ। ভয়ঙ্কর! বেচারী সিলিয়া খুন হওয়া তার প্রাপ্য নয়। বরং আমি সাহায্যই করতে চাই। কিন্তু তাতে কি তার কোনো সাহায্য হলো? আমি তো তার কোনো লক্ষণ দেখতে পাই না। মানে, আমি আপনাকে আমার তুচ্ছ দোষ বা ত্রুটির কথা বলছি।'

'দেখুন মিঃ চ্যাপম্যান, পুলিশের সহৃদয়তা আছে। তারা সব দিক ভালো ভাবে বিচার-বিবেচনা করে তবেই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকে। আপনি যে এই মেয়েটির খুনের একটা সমাধান করতে চাইছেন, আপনার এই আশ্বাসবানী আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি। এখন আপনি দয়া করে আপনার সেই তৃতীয় উদ্ভাবনী দক্ষতার কথাটা আমাকে খুলে বলুন।'

'ঠিক আছে', বললো নিজেল, 'আমরা কেসটার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছি। অপর দুটি উপায়ের থেকে এটার মধ্যে অনেক ঝুঁকি ছিলো। তবে সেই সঙ্গে বিরাট একটা মজার ব্যাপারও ছিলো বৈকি। দেখুন, সিলিয়ার ডিসপেন্সারিতে মাত্র একবার কি দুবার আমি যাই। তবে সেখানকার সব আটঘাট আমার জানা ছিলো।'

'তার মানে কাপবোর্ড বোতলটা চুরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন?'

'না না, অতো সহজে নয়। আর আমার তরফ থেকে সেটা ভালোও দেখায় না। তাছাড়া প্রসঙ্গক্রমে সত্যি যদি কোনো খুনের ঘটনা ঘটে যায়, আর আমাকে সেই বিষ চুরি করতে কেউ যদি দেখে ফেলে, তাহলে আমি যে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে যাবো। যদিও কাউকে খুন করার মোটিভ নিয়ে আমি সেখানে যেতে চাইনি। আসলে ছয় মাস আগে সিলিয়ার ডিসপেন্সারিতে গিয়েছিলাম। না, তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নয়। আমি জানতাম, রোজ এগারোটা পনেরোয় পিছনের দিকের ঘরে সে যেতো টিফিন করার জন্য। এক সঙ্গে দু'জন মেয়ে চলে যেতো সে সময়। সেই সময় সবেমাত্র একজন নতুন এসেছিলেন সেখানে। সে নিশ্চয়ই আমার মুখ চিনতো না। তাই আমি তখন কি করলাম জানেন? ডিসপেন্সারিতে ঢুকে পড়লাম, আমার পরণে ছিলো সাদা কোট আর গলায় একটা স্টেথেস্কোপ। সেই নবাগত মেয়েটি তখন বহিরাগত রোগীদের দেখার কাজে ব্যস্ত ছিলো। আমি সোজা বিষের কাপবোর্ডের সামনে গিয়ে হাজির হই। একটা বোতল বার করে নিয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে একটা পার্টিসানের দেওয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সেখান থেকে পিছন ফিরে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, 'তুমি আমাকে কয়েকটা 'ভেগানিন' ট্যাবলেট দিতে পারো? ভীষণ মাথা ধরেছে। মেয়েটি ভেগানিন ট্যাবলেট হাতে নিয়ে এসে আমার কাছে দাঁড়ায়, পিছন ফিরেই ট্যাবলেটগুলো আমি তার হাত থেকে নিই, এবং গলাধকরণ করে ফেলি তার সামনেই। তার কখনো সন্দেহই হলো না, আমি সেখানকার কোন ডাক্তার কিংবা মেডিক্যাল ছাত্র নই এ যেন এক শিশুসুলভ খেলা। এমনকি সিলিয়াও জানতে পারলো না, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। অথচ কাজ আমার হাসিল হয়ে গেলো।'

'সেই স্টেথিস্কোপটা,' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো ইন্সপেক্টর শার্প, 'আপনি পেলেন কোথা থেকে ?'

হঠাৎ দাঁত বার করে হাসলো নিজেল। 'সেটা ছিলো লেন বেটসনের', বললো সে, 'আমি সেটা চুরি করেছিলাম।'

'তাহলে এর থেকে বোঝা গেলো যে, সিলিয়া সেটা চুরি করেনি।'

'হ্যা, তারপরেই একদিন সন্ধ্যায় আমি তাদের সঙ্গে মিলিত হই এবং সেই তিন-তিনটি বিষ তাদের সামনে মেলে ধরি।'

'তার মানে কাউকে বিষ প্রয়োগ করার জন্য তিনটি ভিন্ন ধরনের বিষ সংগ্রহের জন্য আপনাকে তিন-তিনটি উপায় বার করতে হয়েছিল', ইন্সপেক্টর বলে উঠলো, 'আপনি তাই বলতে চাইছেন।'

মাথা নাড়লো নিজেল।

'যথেষ্ট ভালো পন্থাগুলো', বললো সে। 'তবে এটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না, অন্তত বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে। তবে কথা হচ্ছে যে, সব বিষগুলোই নষ্ট করে ফেলা হয় আজ থেকে দিন পনেরো কিংবা তারও কিছুদিন আগে হবে হয়তো।'

'হ্যাঁ, আপনি সেটা চিন্তা করছেন মিঃ চ্যাপম্যান, কিন্তু সত্যি সেটা নাও হতে পারে।'

স্থির চোখে তার দিকে তাকালো নিজেল। 'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

'এই বিষগুলো আপনার কাছেই ছিলো কত দিন ধরে ?'

চিন্তা করলো নিজেল।

'হয়ওসিন প্রায় দশ দিন। মরফিন টারট্রেট প্রায় চার দিন। আর টিনচার ডিজিটালিন সেই দিনই বিকেলে ফেলেছিলাম।'

'আর সেগুলো আপনি কোথায় রেখেছিলেন ? মানে নেই হয়ওসিন হাড্রোব্রো-মাইড আর মরফিন টারট্রেড।

'আমার আলমারির ড্রয়ারে।'

'ওগুলো যে সেখানে ছিলো অন্য কেউ জানতো ?'

'না, না, আমি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত। তারা কেউই জানতো না।' বললো সে, তবে তার কথার মধ্যে একটু ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করলো ইন্সপেক্টর শার্প। তবে ঠিক তখনই এ বিষয়ে চাপ দিতে চাইলো না।

'আপনি কি করতে যাচ্ছেন, কাউকে সে কথা বলেছিলেন ? মানে আপনার সেই উপায়গুলোর কথা ? যে ভাবে আপনি সেই বিষগুলো সংগ্রহ করেছিলেন ?'

'না, অন্তত নয়, আমি বলিনি।'

'আপনি 'অন্তত বলছেন কেন মিঃ চ্যাপম্যান ?'

'আসলে আমি বলিইনি। সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আমি প্যাটকেই কেবল বলতে যাচ্ছিলাম—ডাক্তারের গাড়ি থেকে, প্রেসক্রিপসন নকল করে, কিংবা হাসপাতাল

থেকে মরফিয়া চুরি করবার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পিছিয়ে যাই আমি এই ভেবে যে, সে হয়তো মেনে নেবে না। প্যাট খুব কঠোর প্রকৃতির। তাই—,

'তার মানে আপনি তাকে এ সব কিছুই বলেননি ?'

'হ্যাঁ বলেছিলাম পরে, তবে গাড়ি থেকে বিষ চুরির কথা তার কাছে চেপে যাই। ভাবলাম, আমার সম্পর্কে তার একটা খুব খারাপ ধারণা হয়ে যেতে পারে।'

'বাজী জেতার পর আপনি যে সেই বিষগুলো নষ্ট করতে যাচ্ছেন, বলেছিলেন তাকে ?'

'হ্যাঁ। তাকে খুব চিন্তিত বলে মনে হয়েছিল। তবে কোনো ক্ষতি হয়নি।

'মিঃ চ্যাপম্যান, আপনি বলেছেন বটে, কিন্তু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে দেওয়া যায় না।'

'কি করে তা সম্ভব, আমি তো বলেছি সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।'

'মিঃ চ্যাপম্যান, আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, সেগুলো আপনি যেখানে রেখেছিলেন, কেউ হয়ত দেখে থাকবে! পরে সম্ভবত মরফিয়ার বোতল খালি করে অন্য কোনো পাউডার রেখে থাকতে পারে।'

'হায় ঈশ্বর!' তার দিকে স্থির চোখে তাকালো নিজেল। 'এ কথা আমি তো আগে কখনো ভাবিনি। বিশ্বাসও করি না।'

'কিন্তু মিঃ চ্যাপম্যান, সম্ভাবনা থেকেই যায়।' ইন্সপেক্টর চ্যাপম্যান এবার জিজ্ঞেস করলো, 'ছাত্রদের মধ্যে সাধারণত আপনার ঘরে কার যাতায়াত বেশী ?'

'লেন বেটসন আমার রুম পার্টনার। তাছাড়া বেশীর ভাগ ছেলে আমার ঘরে মাঝে-মধ্যে এসে থাকে। অবশ্য কোনো মেয়ে আসে না। পুরুষদের শয়নকক্ষে তাদের আসতে মানা আছে। পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যই বটে।'

'হয়তো তাদের আসতে নিষেধ আছে, কিন্তু আমার ধারণা, গোপনে তারা তো আসতে পারে। যেমন ধরুন, মিস লেন কখনো আপনার ঘরে এসেছে ?'

'ইন্সপেক্টর আপনি যে সুরে কথা বলছেন, আশাকরি আপনি সেরকম কোনো অর্থ করছেন না। হ্যাঁ, প্যাট আমার ঘরে মাঝে মাঝে আসে। আমার জন্য ও একটা উলের মোজা বুনছে, আমার পায়ের মাপ নেওয়ার জন্যই তার আসা। এর বেশী আর কিছু নয়।'

'মিঃ চ্যাপম্যান, আপনার বোঝা উচিত, যে লোকটি খুব সহজেই বোতল থেকে মরফিয়া বদল করে অন্য কোনো পাউডার রেখেছিল, সে আর কেউ নয়, আপনারই লোক সে।'

তার দিকে তাকালো নিজেল। হয়ত তার মুখটা কঠিন এবং কৃশ হয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ', বললো সে। 'মাত্র এক কি দেড় মিনিট আগে আমি তা দেখেছি। আমি ঠিক সেটাই করতে পারতাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টর, মেয়েটিকে পৃথিবী থেকে সরানোর কোনো কারণই আমার নেই। আমি তা করিওনি। তবু এর পরে

একটা কিন্তু থেকে যায়, তাই না ? যাইহোক, আমি বুঝতে পারছি, এর জন্য আপনি আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন।'

☐ এগারো ☐

বাজী ধরা এবং বিষ নষ্ট করে ফেলার কাহিনী লেন বেটসন ও কলিন ম্যাকনাব, দুজনেই সমর্থন করলো। কলিন ম্যাকনাবকে রেখে দিলো শার্প। অন্য দুজন চলে গেলো।

'আপনাকে আমি আর দুঃখ দিতে চাই না মিঃ ম্যাকনাব', বললো ইন্সপেক্টর শার্প। 'আমি বুঝতে পারি বাগদানের রাত্রেই আপনার প্রেমিকার বিষ প্রয়োগে খুন হওয়াটা আপনার কাছে কত বেদনাদায়ক!'

'আমার দুঃখের জন্য আপনাকে অহেতুক চিন্তা করতে হবে না, বরং আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যার উত্তর কাজে লাগতে পারে বলে আপনি মনে করেন, করতে পারেন মিঃ শার্প।'

'সিলিয়া অস্টিনের ব্যবহারে মনস্তত্ত্বের ছাপ আছে, এটাই আপনার সুচিন্তিত মতামত, তাই না ?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে ওর ছেলেবেলাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ভাবলে আমিই……।'

'তা ঠিক, তা ঠিক', আর একটা অখুশি ছেলেবেলার কাহিনী এড়ানোর জন্য ইন্সপেক্টর শার্প অন্য প্রসঙ্গে এলো, 'কিছুদিন আপনি তার প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিলেন, তাই না ?,

'আপনি হয়তো শুনলে অবাক হবেন, নিঃশব্দে অবচেতন মনে হঠাৎ আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হই, কিন্তু ব্যাপারটা আমি ঠিক জানতাম না। অল্প বয়সে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিলো না, তাই ওভাবে নিজেকে সংযত করতে পেরেছিলাম। অবচেতন মনে হয়তো ওদের ভালবেসে ফেলেছিলাম, কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত গড়াতে দিইনি।'

'হ্যাঁ, তাই হবে। আপনার সঙ্গে বাগদানে খুশিই হয়েছিল সিলিয়া অস্টিন। তার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা ছিলো না, থাকলে নিশ্চয়ই বলতো সে। আর আপনি তাকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলেন—তা কখন ?

'খুব শীগগির নয়। স্ত্রীর ভার নেওয়ার মতো ক্ষমতা এই মুহূর্তে আমার নেই।'

'সিলিয়ার কোনো শত্রু ছিলো বলে আপনার কি মনে হয় ? মানে কেউ তাকে পছন্দ করতো না, এমন কেউ—'

'আমি বিশ্বাস করি না। কারণ এখানে সবাই তার মিত্র ছিলো, সবাই তাকে ভালবাসতো। তার জীবনের ইতি টানার মতো এটা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

'এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে বলার ইচ্ছে আমার নেই ; এ আমার একটা অনুমান মাত্র। ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেই খুব একটা স্পষ্ট নয়।

যেদিক থেকে তাকে এর বেশী নাড়াচাড়া করতে পারে না ইন্সপেক্টর শার্প। শেষ যে দু'জন ছাত্রীর জবানবন্দী নেওয়া বাকী ছিলো তারা হলো শেলী ফিঞ্চ এবং এলিজাবেথ জনস্টন। প্রথমে শেলী ফিঞ্চকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলো ইন্সপেক্টর।

শেলী বেশ আকর্ষণীয়া, তবে মাথার চুলগুলো তার রূপ যেন আরো বেশী খুলে দিয়েছিল। চোখ দু'টো উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রুটিনমাফিক জিজ্ঞাসাবাদের পরেই শেলী নিজেই প্রশ্নকর্ত্রী'র ভূমিকা নিলো।

'আমি কি করতে চাই জানেন ইন্সপেক্টর ? আমি যা ভেবেছি, তাই আপনাকে বলতে চাই। এ আমার ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা। জানেন, এ বাড়ির সব কিছুই কেমন যেন গোলমেলে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'সিলিয়া অস্টিনকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে বলে ?'

'না, আমি বলতে চাই তার আগে থেকেই। এখানে যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, আমার একেবারেই পছন্দ নয়। ঝোলানো ব্যাগ কেটে কুচি কুচি করাটা আমি পছন্দ করি না, অনুরূপভাবে ভ্যালেরির স্কার্ফ'টা ছিঁড়ে ফেলা। ব্ল্যাক বেসের নোটের ওপর কালি ছিটনোও আমার পছন্দ নয়। তাই আমি এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে চাই।'

'ফিঞ্চ, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, কোনো ব্যাপারে আপনি ভয় পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, আমি ভীত। কোনো কিছু কিংবা কেউ যেন এখানে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এখানকার সমস্ত জায়গাটা এখানকার দূষিত—কে জানে আপনাকে ঠিক কি ভাবে যে বোঝাবো ! না, না, ইন্সপেক্টর, আমি কমিউনিস্টদের কথা বলছি না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার ঠোঁট কাঁপছে। আবার বলছি কমিউনিস্টদের ভয়ে নয়, এমনকি কোনো অপরাধীর ভয়েও নয়। তবে আপনাকে বাজী ধরে বলতে পারি যে, ঐ ভয়ংকর বয়স্ক মহিলা এ ব্যাপারে সব কিছুই জানেন।'

'কোন্ বয়স্কা মহিলা ? আপনি মিসেস হাবার্ডে'র কথা বলছেন না তো ?'

'না, না, উনি আমাদের অতি প্রিয়। আমি বলতে চাইছি মিসেস নিকোলেটিসের কথা। সেই বৃদ্ধা মেয়ে নেকড়ে বাঘিনীর কথা।'

'মিস্ ফিঞ্চ, এতো খুবই আগ্রহের ব্যাপার মিস্ নিকোলেটিসের ব্যাপারে আর একটু বিশদভাবে বলতে পারেন না ?'

শেলী মাথা নাড়লো। 'সঠিক ব্যাপারটা আমিও জানি না। মনে হয় সিলিয়া কিছু জানতো। শেষ দিন আমাকে এ রকম একটা আভাষও দিয়েছিল। এখানকার সেই সব অদ্ভূত ঘটনা ঘটে যাওয়ার ব্যাপারে। পুরো খুলে না বললেও আভাষে

সে আমাকে বলেছিল, এমন কিছু একটা সে জানে, যা সে আমার কাছে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বলা আর হয়ে ওঠেনি। তাই বলছি ইন্সপেক্টর, কারোর ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই কিছু জানতো। আর আমার মনে হয়, সেই কারণেই খুন হয়েছিল সে।'

'কিন্তু যদি সে রকম কিছু ভয়ঙ্কর হতো সেটা...'

তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো সেলী, 'সেটা যে কতো ভয়ঙ্কর, এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। জানেন, সিলিয়া খুব একটা চটপটে মেয়ে ছিলো না। নেহাতই বোকা, বোবা গোছের মেয়ে ছিলো সে। এমন একটা কিছু সে জানতো, যার বিপদের সম্ভাবনা তার আদৌ জানা ছিলো না। সে যাইহোক, এই হলো আমার পর্যবেক্ষণ, এটা যে কতো মূল্যবান তা আমার জানা নেই।'

'তাই বুঝি! ধন্যবাদ...এখন বলুন রাতে নৈশভোজের পরে শেষ বারের মতো সিলিয়াকে আপনি কমন রুমে দেখেছিলেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তার পরেও আমি তাকে দেখেছিলাম।'

'তারপরেও আপনি তাকে দেখেছিলেন? কোথায়? তার ঘরে?'

'না। আমি যখন শুতে যাই, সবে তখন কমন-রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন ওকে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখি।'

'সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে, মানে আপনি বলতে চাইছেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন তাকে?'

'হ্যাঁ!'

'খুব আশ্চর্যের ব্যাপার তো। কেউ তো একথা বলেনি।'

'মনে হয় তারা জানে না। সিলিয়া নিশ্চয়ই তাদের শুভরাত্রি জানিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থাকবে, তাই তারা ধরে নিয়েছিল, ও শুতে যাচ্ছে। আর আমি যদি ওকে দেখতে না পেতাম, আমিও সেইরকম ভেবে নিতাম। মনে হয় বাইরে কারোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ও।'

'বাইরের কারোর সঙ্গে, নাকি কোনো ছাত্রের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা, বোধহয় কোনো ছাত্রের সঙ্গে। দেখুন, ও যদি গোপনে কোনো ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে চাইত, সে তো এই বাড়িতেই সারতে পারতো। হয়তো কেউ ওকে বলে থাকবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কোথাও দেখা করার জন্য।'

'কখন সে আবার ফিরে এসেছিল, এ ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'না, কোনো ধারণাই নেই।'

'পরিচারক গেরোনিমো জানতে পারে?'

'জানতে পারে তবে সিলিয়া যদি রাত এগারোটার পর ফিরে থাকে। কারণ এগারোটার পর দরজায় চেন লাগিয়ে তালা দিয়ে দেয় সে। এগারোটা পর্যন্ত যে কেউ তার নিজের চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলতে পারে।'

'ঠিক কখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মনে আছে ?'

'মনে হয় রাত দশটা কিংবা দুচার মিনিট পরে হবে, তবে তার বেশী নয় !'

'আপনি যা বললেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্ ফিগু।'

ইন্সপেক্টর শার্প শেষ জবাববন্দী নিলো এলিজাবেথ জনস্টনের। মেয়েটিকে দেখা মাত্র তার দক্ষতা সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করলো শার্প। মেয়েটি তার প্রশ্নের উত্তর দিলো বেশ বুদ্ধিমতীর মতো।

'শুনেছি সিলিয়া অস্টিন'আপনার কাগজ নষ্ট করার ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তীব্রভাবে করেছিল। মিস জনস্টন আপনি তাকে বিশ্বাস করেন ?'

'আমার বিশ্বাস হয় না, এ কাজ সিলিয়া করতে পারে, না, না, এ অসম্ভব।'

'কিন্তু কে সে কাজ করেছিল, আপনি জানেন না ?'

'এর স্পষ্ট উত্তর হলো নিজেল চ্যাপম্যান। কিন্তু আমার কাছে আবার এও স্পষ্ট যে, নিজেল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে কি নিজের কালি ব্যবহার করতে পারে ?'

'বেশ তো নিজেল যদি না হয়, তাহলে অন্য কে সে ?'

'সে তো আরো কঠিন ব্যাপার। তবে আমার ধারণা, কে একাজ করতে পারে সিলিয়া জানতো, কিংবা অন্তত অনুমান করেছিল।'

'সেরকম কিছু কি সে বলেছিল আপনাকে ?'

'ও বলেছিল', একটু থেমে মিস জনস্টন বলল, 'ও বলেছিল আমি ঠিক নিশ্চিত নই, এর কারণ আমি জানি না···হয়তো সেটা একটা ক্ষণিকের ভুল কিংবা দুর্ঘটনা হতেও পারে···তবে আমি নিশ্চিত, যেই সে কাজ করে থাকুক না কেন, সুখী নয় সে, আর সত্যিই সে তার কৃতকর্ম স্বীকার করবেই একদিন না একদিন।' এলিজাবেথ বলে চলে, 'তবে যেদিন পুলিশ এখানে আসে ইলেকট্রিক বাল্ব উধাও হওয়ার ঘটনাটা আমার ঠিক বোধগম্য হয় না—'

বাধা দিলো শার্প। 'এই ইলেকট্রিক বাল্ব উধাও হওয়াও, পুলিশ আসার ব্যাপারটা কিরকম ?'

'আমি জানি না। তবে সিলিয়া যা বলেছিল তা এই রকম ঃ "আমি সেগুলো নিইনি।" তারপর সে আরো বলে, 'কিন্তু পাসপোর্টের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না !' আমি তখন ওকে জিজ্ঞেস করি, "কোন্ পাসপোর্টের কথা তুমি বলছো ?" উত্তরে ও বলে, "আমার মনে হয়, কেউ হয়তো পাসপোর্ট নকল করে থাকবে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'আর কি বলেছিল সে ?'

'এর বেশী কিছু নয়। এই রকমই বলেছিল সে। যাইহোক এ সম্পর্কে আরো বেশী কিছু আমি জানাতে পারবো আগামীকাল।'

'সেটা খুবই অর্থপূর্ণ, মিস্ জনস্টন !'

'হ্যাঁ।'

আবার নীরব হলো ইন্সপেক্টর শার্প। সে তখন পুলিশের রেকর্ডের কথা ভাবছিল।…এ বাড়িতে পুলিশ আসার কথা…হিকরি রোডে আসার আগে বেশ সতর্কতার সঙ্গেই ফাইল দেখছিল সে। এই বাড়িতে বেশ কিছু বিদেশী ছাত্রছাত্রী থাকে, তাই পুলিশের বিশেষ নজর ছিলো এ বাড়িতে। তবে ২৬ নম্বর হিকরির রেকর্ড ভালো। একজন মহিলার অর্জিত আয়ে একজন ওয়েস্ট আফ্রিকান ছাত্রের খরচ চলে, পুলিশ তাকে খুঁজছিল। এই ছাত্রটি কিছুদিন হিকরি রোডে ছিলো, তারপর সে এখান থেকে কোথাও চলে গিয়ে থাকবে। রুটিন মাফিক সমস্ত হোস্টেলে এবং বোর্ডিং হাউসে পুলিশ হানা দেয়—বিশেষ করে একটি সরাইখানার মালিকের স্ত্রী খুন হওয়ার কেসে কেমব্রিজ পুলিশ একটি ইউরেশীয় ছাত্রকে খুঁজছিল। তবে সংশ্লিষ্ট সেই যুবকটি পুলিশ স্টেশনে গিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে সেই কেসটার সমাধান হয়ে যায়। তারপর বিদেশী ছাত্রদের কিছু আপত্তিকর প্যামপ্লেট বিতরণ করার ব্যাপারে অনুসন্ধানের কাজ চালায় পুলিশ। এসব ঘটনা ঘটে কিছু দিন আগে কিন্তু সিলিয়া অস্টিনের মৃত্যুর সঙ্গে এ সবের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিজাবেথ জনস্টনের গভীর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটির দিকে তাকালো সে তাকে ভালো ভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য।

আবেগে বলে উঠলো সে, 'মিস্ জনস্টন, এখানকার কোনো ঘটনার ব্যাপারে গালমেলে বলে আপনার কি মনে হয়েছে?'

বিস্মিত হয়ে তাকালো সে। 'গোলমেলে—কি ভাবে?'

'আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমি ভাবছি মিস্ সেলী ফিঞ্চ-এর কথা, স আমাকে বলেছিল—'

'ওহো, সেলী ফিঞ্চ!' এলিজাবেথের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব ছিলো যা তার ানে বাজলো, তার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। তাই ইন্সপেক্টর বলে চলে:

'আমার মনে হয়েছে, মিস্ ফিঞ্চ একজন ভালো পর্যবেক্ষক। এখানে কিছু স্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে, তবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে ারেনি সে!'

তীক্ষ্নস্বরে এলিজাবেথ বলে উঠলো, 'আমেরিকানদের চিন্তাধারাই ঐ রকম। ারা সবাই সমান। এই সব আমেরিকানদের স্নায়ুকোষগুলো অত্যন্ত দুর্বল, াকার মতো সব কিছুই তারা সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। তাদের বোকামোর ের দেখুন—তারা সব অপরাধীকেই ডাইনীর চোখে দেখে থাকে, সমাজতান্ত্রিক শের সবাইকে তারা কমিউনিস্ট বলে ভেবে থাকে। এক অদ্ভুত ধরণের মেয়ে এই লী ফিঞ্চ।'

ইন্সপেক্টরের আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। তার মানে সেলী ফিঞ্চকে অপছন্দ র এলিজাবেথ। কিন্তু কেন? কারণ কি সেলী একজন আমেরিকান বলে? কিংবা লী আমেরিকান বলেই কি সব আমেরিকানদের অপছন্দ করে এলিজাবেথ? অথবা

কারোর লাল চুল দেখলেই তাকে অপছন্দ করার পিছনে তার নিজস্ব একটা কারণ আছে। সম্ভবত স্রেফ এটা মেয়েলী ঈর্ষার জন্য। যাইহোক, সেটা সে প্রয়োজনীয় মনে করলো এবং নরম সুরে বললো, 'মিস্ জনস্টন, এতো বড় একটা প্রতিষ্ঠানে একজনের সঙ্গে অপরজনের বিচার বুদ্ধির বিরাট ফারাক যে হতে পারে, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করেন। তবে আমরা যখন প্রচণ্ড বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো লোকের সংস্পর্শে আসি—'

এখানে একটু থামলো শার্প। যেন একটু বেশী তোষামোদ হয়ে যাচ্ছে, ভাবলো সে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো সে ঃ

'আপনি কি বলতে চান, বুঝেছি ইন্সপেক্টর। এখানে সাধারণ মানের বুদ্ধি কারোর নয়, যেমন আপনি বললেন, কেউ কেউ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। যেমন নিজেল চ্যাপম্যান, বুদ্ধি এতোই প্রখর যে, খুব দ্রুত যে কোনো ব্যাপার সে ধরে নিতে পারে, কিন্তু তার মনটা খুবই ভালো, তবে তার নজরটা ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভঙ্গির দিকে, আর সে তার স্নায়ুকোষগুলো কাজে লাগাতে অত্যন্ত অলস। আপনি আলোকপ্রাপ্ত মনের খোঁজ করছেন, অন্যদের থেকে সেই রকম মনোভাবাপন্ন মানুষের সন্ধান করতে চাইছেন?'

'যেমন আপনার বেলায় প্রযোজ্য মিসেস জনস্টন।'

কোনো রকম আপত্তি না করেই তার সেই প্রশংসা মেনে নিলো এলিজাবেথ। তার উপলব্ধি হলো, মেয়েটি সত্যিই মিষ্টি স্বভাবের। এই তরুণীটির গর্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। নিজের গুনাগুন জাহির করার ঔদ্ধত্য বেমানান নয়।

'মিস্ জনস্টন, আপনার সঙ্গী ছাত্রবন্ধুদের সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ আমি সমর্থন করি। সত্যি চ্যাপম্যান চালক বটে, তবে ছেলেমানুষ সে। ভ্যালেরি হবহাউসের বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু জীবনটাকে উপভোগ করার মতো মনোভাব তার নেই। আপনি আলোকপ্রাপ্ত মনের কথা বলেছেন। আমি আপনাকে সেই জাতের মেয়ে বলে গণ্য করি, আর সেই কারণেই আপনার মতামতে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি, আলাদা এক শক্তিধর বুদ্ধিমতীর মতামত।'

'জানেন ইন্সপেক্টর, এই জায়গাটার ক্ষেত্রে কোনো গোলমালই নেই। সেলী ফিঞ্চ-এর কোনো কথায় কান দেবেন না। খুব ভালো হোস্টেল এটা। এখানে কোনো রকম খারাপ চালচলন আপনি দেখতে পাবেন না।'

একটু বিস্মিত হলো ইন্সপেক্টর শার্প। 'সত্যি কথা বলতে কি খারাপ চাল চলনের কথা আদৌ আমি ভাবছি না।'

'ওহো, তাই বুঝি—' একটু পিছু হটলো সে। 'পাসপোর্টের ব্যাপারে সিলিয়া যা বলেছে, আমি তার সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুজে বার কবার চেষ্টা করছিলাম। কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না করেই, আর সব রকম প্রমাণ অনুধাবন করে আমার মনে হয়েছে, সিলিয়ার মৃত্যুর কারণ স্রেফ ব্যক্তিগত ব্যাপার—মনে হয় যৌন জটিলতার

ব্যাপার আর কি। তবে তাই বলে আমি এই বলবো না যে, এই হোস্টেলে এরকম ঘটনাই ঘটে চলেছে। আমি নিশ্চিত, এখানে সেরকম ঘটনার চল নেই। থাকলে আমি ঠিক জানতে পারতাম। আমার উপলব্ধি খুবই সূক্ষ্ম।'

'তাই বুঝি! তাহলে, সেজন্য আপনাকে তো বাড়তি ধন্যবাদ দিতে হয় মিস্ জনস্টন। আপনার বদান্যতা আর সাহায্য সত্যিই প্রশংসনীয়।'

এলিজাবেথ জনস্টন চলে যাওয়ায় পর স্থির দৃষ্টিতে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো ইন্সপেক্টর শার্প। তার তন্ময়তা ভাঙ্গাবার জন্য সার্জেণ্ট কব দু'দুবার চেষ্টা করেছিল।

'ওহো, তুমি!' সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শার্প বলে, 'হ্যাঁ, আমরা এখানে কি পেলাম? খুবই অল্প। কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি কব, সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে আগামীকালই আমি এখানে ফিরে আসছি। ওরা হয়তো ভাবছে, সব কিছুই বুঝি শেষ হয়ে গেছে, ভাবতে দাও ওদের। এখানে যে একটা বড় রকম কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে, আমি নিশ্চিত। আগামীকাল এ কেসের ভোল আমি পাল্টে দেবো।—তবে কাজটা খুব সহজ হবে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি আমার একটা ক্লু ঠিক খুঁজে পাবোই। মিস জনস্টনের কথাবার্তা শুনে দারুন আগ্রহ বোধ করছি। মেয়েটির মধ্যে নেপোলিয়নের অহংভাব আছে। আমার সন্দেহ, মেয়েটি অবশ্যই কিছু জানে।'

□ বারো □

মিস লেমনকে নোট দিতে গিয়ে থামলো এরকুল পোয়ারো। মিস লেমন প্রশ্নসূচক চোখে তার দিকে তাকালো; 'হ্যাঁ এরপর কি লিখবো, বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো!'

'আমার মনটা খুবই বিক্ষিপ্ত!' হাত তুলে বললো পোয়ারো, 'এ চিঠিটা তেমন জরুরী নয়। মিস লেমন, দয়া করে ফোনে তোমার বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে একবার!'

'হ্যাঁ, এখুনি ফোন করছি মঁসিয়ে পোয়ারো।'

কয়েক মিনিট পরে পোয়ারো তার সেক্রেটারির হাত থেকে রিসিভারটা তুলে নেয়।

'হ্যালো', বললো সে।

'বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, কি খবর ' মিসেস হাবার্ড এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো যেন।

'ওখানে এখন নিশ্চয়ই বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো।

'না মঁসিয়ে, বেশ সুষ্ঠু ভাবেই ইন্সপেক্টর শার্প সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শেষ করেছেন। আর আজ তিনি সার্চ-ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছিলেন। মিসেস নিকোলেটিসের অবস্থা তো হিস্টিরিয়া রোগিনীর মতো তখন, আমাকে সামলাতে হয়েছে।'

'আহা!' সহানুভূতি দেখালো পোয়ারো। তারপর সে বললো, 'একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই। উধাও হওয়া সেই জিনিষগুলোর একটা ছোট্ট তালিকা তুমি আমাকে দিয়েছিলে মনে আছে? আচ্ছা, সেগুলো কি তুমি কালক্রমে সাজিয়েছিল?' মানে যেদিন যে জিনিষটা উধাও হয়েছিল সেই সব তারিখ অনুযায়ী লিখেছিলে।'

'না, ঠিক তা নয়। আমি দুঃখিত, যখন যেটা খেয়াল হয়েছে সেই ভাবে লিখেছিলাম।'

'এ ব্যাপারে তখন আমার খেয়াল হয়নি। কিন্তু এখন দেখছি, সেটার খুবই প্রয়োজন। তোমার সেই তালিকাটা আমার কাছে রয়েছে।' বললো পোয়ারো। 'যেমন ধরা যাক প্রথমেই সান্ধ্য জুতো, তারপর ব্রেসলেট, হীরের আংটি। পাউডার কমপ্যাক্ট, লিপস্টিক স্টেথোস্কোপ, এবং আরো কিছু। কিন্তু তুমি এখন বলছো, এগুলো কালক্রমে সাজানো হয়নি।'

'না।'

'এখন তুমি কি মনে করতে পারো, নাকি সেগুলো কালক্রমে সাজাতে তোমার খুব অসুবিধে হবে?'

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, ঠিক এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। বুঝতেই তো পারছেন, ঘটনাগুলো অনেক দিন আগের। তাই আমাকে একটু ভাবতে হবে। আমার বোনকে আমি বলেছি, আসলে আপনি ফোন করার আগেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। আর তখনই কালক্রমে সাজানো নতুন একটা তালিকা নিয়ে যাবো আপনার জন্য। আজ সন্ধ্যায় আপনার কাছে যাচ্ছি, তার আগে সম্ভব নয়, কারণ মনে করে তালিকাটা ঠিক করতে হবে তো? তাছাড়া প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলো বাছাই করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বলতে যেমন বোরিক পাউডার, ইলেকট্রিক বাল্ব, ঝোলানো ব্যাগ—এগুলো সত্যিই জরুরী কিছু নয়, ভেবে দেখেছি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করা হয়েছিল।'

'তাই বুঝি!' বললো পোয়ারো, 'হ্যাঁ, দেখছি আমি কি করতে পারি······ ম্যাডাম, প্রচুর সময় নিয়ে এসো, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। উধাও হওয়া জিনিষগুলো কালক্রমে সাজিয়ে এনো।'

'নিশ্চয়ই মঁসিয়ে পোয়ারো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটাই প্রথম উধাও হয় বলে আমার বিশ্বাস। তারপর ইলেকট্রিক বাল্ব—যা আমার মনে হয়েছিল অন্য হারানো জিনিষগুলোর সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই—এবং তারপর ব্রেসলেট এবং পাউডার

কমপ্যাক্ট, না, না,—সাধ্য জ্বতো। কিন্তু এরপর এখনি যেন আমাকে অনুমান করতে বলবেন না কালক্রমে এর পর কি কি হতে পারে। ঠিক ঠিক ভাবে পরের জিনিষগুলো আমি সাজিয়ে আনবো।'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম, তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।' রিসিভারট নামিয়ে রাখলো পোয়ারো।

শনিবার সকাল। হিকরি রোডে সার্চ ওয়ারেণ্ট সঙ্গে নিয়ে এসে মিসেস নিকোলেটিসের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আর্জি জানালো ইন্সপেক্টর শার্প।

প্রচণ্ড ভাবে আপত্তি জানালেন মিসেস নিকোলেটিস। 'কিন্তু এতো এক ধরণের অপমান। আমার ছাত্র ছাত্রীরা এরপর এখানে আর থাকবে ভেবেছো? সবাই চলে যাবে। তারা সবাই চলে যাবে। আমি তখন ধ্বংস হয়ে যাবো……'

'না, না ম্যাডাম। আমি ওদের চিনি, ওরা সমঝদার। ওরা ভুল বুঝবে না। হাজার হোক, এটা তো একটা খুনের কেস।'

'না, এ কখনোই খুনের নয়, আত্মহত্যার কেস।'

'আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি. কেউ আপত্তি করবে না……' নরম সুরে বললো মিসেস হার্বাড। 'এ আমি হলফ করে বলতে পারি কেবল—কেবল মিঃ আহমেদ আলি আর মিঃ চন্দ্র লাল ছাড়া।'

'ফুঃ!' ফু দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতো করে মিসেস নিকোলেটিস বললেন, 'কে ওদের তোয়াক্কা করে?'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম,' বললো ইন্সপেক্টর। 'তাহলে আপনার এই বসবার ঘরেই শুরু করা যাক, কি বলেন?'

ইন্সপেক্টরের উদ্দেশ্য জানার পরেই প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়লেন মিসেস নিকোলেটিস। 'যেখানে খুশি আপনি সার্চ করতে পারেন,' বললেন তিনি, 'কিন্তু এখানে নয়। আমি আপত্তি জানাচ্ছি।'

'আমি দুঃখিত মিসেস নিকোলেটিস, আমাকে বাড়ির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সার্চ করতেই হবে।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমার ঘরে নয়। আমি আইনের উর্দ্ধে।'

'কেউই আইনের উর্দ্ধে হতে পারে না। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি একপাশে সরে দাঁড়ান।

'এ আমার সাংঘাতিক ক্ষতি,' প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন মিসেস নিকোলেটিস। 'আপনারা ব্যস্ত অফিসার। আপনাদের এই অন্যায় জুলুমের ব্যাপারে আমি সবাইকে চিঠি লিখবো। আমি আমার পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে লিখবো। আমি কাগজেও লিখবো।'

'মাদাম, আপনি আপনার খুশি মতো যাকে মনে করেন লিখতে পারেন,' বললো

ইন্সপেক্টর শার্প। 'যে ভাবেই হোক, এ ঘর আমি সার্চ করবোই!'

শার্প তার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করলো টেবিল দিয়ে। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটির পর ঘরের এক কোণায় কাপবোর্ডের দিকে এগোলো সে। 'এটা তো দেখছি চাবি দেওয়া। চাবিটা পেতে পারি?'

'কখ্‌খনো নয়।' চিৎকার করে উঠলো মিসেস নিকোলেটিস। 'চাবি আপনি পাবেন না, কখ্‌খনো নয়, কখ্‌খনো নয়! জানোয়ার, শুয়োরের বাচ্ছা পুলিশ, থুঃ! থু! থু!'

'আমি আবার বলছি, চাবিটা আপনি আমাকে দিন,' তীক্ষ্ণস্বরে বললো ইন্সপেক্টর 'তা না হলে কাপবোর্ডের ডালা আমি ভাঙতে বাধ্য হবো।'

'না, আমি আপনাকে চাবি কিছুতেই দেবো না। চাবি পাওয়ার আগে আপনাকে আমার পোশাক ছিঁড়ে ফেলতে হবে! আর সেটা—সেটা হবে একটা স্ক্যাণ্ডাল।'

'একটা বাটালি নিয়ে এসো কব,' শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বললো শার্প।

রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন মিসেস নিকোলেটিস।

তাতে কোনো গুরুত্ব দিলো না শার্প। বাটালি দিয়ে কাপবোর্ডের ডালা খোলা হলো। ডালা খুলতেই অনেকগুলো খালি ব্রাণ্ডির বোতল বেরিয়ে এলো কাপবোর্ড থেকে।

'জানোয়ার! শুয়োরের বাচ্ছা! শয়তান!' চিৎকার করে উঠলেন মিসেস নিকোলেটিস।

'ধন্যবাদ ম্যাডাম,' নম্রভাবে বললো ইন্সপেক্টর। এখানে আমাদের কাজ শেষ।'

বুদ্ধি করে বোতলগুলো কাপবোর্ডে আবার সাজিয়ে রাখলো মিসেস হাবার্ড। ওদিকে মিসেস নিকোলেটিস তখন হিস্টিরিয়া রোগিনীর মতো ছটফট করছিলেন।

রহস্য, একটা রহস্য, মিসেস নিকোলেটিসের মেজাজের রহস্য এখন পরিস্কার হয়ে গেলো।

সবে মাত্র মিসেস নিকোলেটিসের যন্ত্রনা উপশম করার জন্য তাঁকে ওষুধ খাইয়ে তাঁর পাশে বসবার উপক্রম করেছিল মিসেস হাবার্ড, ঠিক সেই সময় পোয়ারোর ফোন এলো। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে আবার ফিরে গেলো মিসেস নিকেলোটিসের কাছে। তখনো তিনি তাঁর বসবার ঘরে সোফার উপর হাত-পা ছুঁড়ছিলে।

'বুঝতেই তো পারছেন, ওরা ওদের কর্তব্য তো করবেই,' তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন মিসেস হাবার্ড।

'তাই বলে আমার ব্যক্তিগত কাপবোর্ড তল্লাসি করবে?' আমি ওদের বললাম, "ওটা আপনাদের জন্য নয়। ওটা আমি চাবি দিয়ে রেখেছিলাম। চাবিটা আমি আমার বুকের মধ্যে রেখেছিলাম। তুমি যদি সাক্ষী হিসেবে না থাকতে ওরা তাহলে নির্লজ্জের মতো আমার পোশাক টেনে ছিঁড়ে ফেলতো।'

'ওহো না। ওরা ও কাজ কখনোই করতো না,' বললো মিসেস হাবার্ড।

'সে তুমি বলছো। বাটালি না পেলে ওরা তাই করতো। এটা আমার বাড়ির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর জন্য আমি দায়ী হবো।'

'কিন্তু মিসেস নিকোলেটিস মনে রাখবেন, এখানে একজন খুন হয়েছে। আর খুন হলে পুলিশ এমন কিছু করতে পারে যা অন্য সময় হলে মোটেই সুখকর হতো না।'

'খুনের ব্যাপারে আমি থুথু ফেলি।' বললেন উত্তেজিত নিকোলেটিস। 'এই বাচ্চা মেয়ে সিলিয়া আত্মহত্যা করেছে। বিশ্রী প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল, তাই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিষ খেতে বাধ্য হয়েছিল সিলিয়া। এরকম ঘটনা তো আকছাড়ই ঘটছে আজকাল। এইসব মেয়েরা প্রেমের ব্যাপারে এতো বোকা, প্রেমের জন্য ওরা নিজেদের জীবনকেও তুচ্ছ বলে ভাবতে পারে।'

'ভালো কথা', বললো মিসেস হাবার্ড। তারপর যেখান থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল তার জের টেনে সে আবার বললো, 'এখন এসব ব্যাপারে আমার আর কোনো চিন্তা করা উচিত নয়।'

'তোমার পক্ষে সেটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আমার পক্ষে এটা আর নিরাপদ নয়।'

'নিরাপদ ?' অবাক চোখে তাকালো মিসেস হাবার্ড।

'এটা আমার ব্যক্তিগত কাপবোর্ড', জোর দিয়ে বললেন মিসেস নিকোলেটিস। আমার কাপবোর্ডে কি আছে কেউ জানতো না। আমি কাউকে জানতেও দিতে চাইনি। কিন্তু এখন ওরা জেনে গেলো। আমি এখন অস্বস্তি বোধ করছি। ওরা হয়তো ভাবতে পারে—ওরা কি ভাবতে পারে ?'

'ওরা বলতে আপনি কাদের বোঝাতে চাইছেন ? বললে ভালো হতো। তাহলে আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

'কেন বুঝতে পারছো না তুমি ? আমার এখানে আর ঘুম হবে না', বললেন মিসেস নিকোলেটিস, 'এই চাবিগুলো একই ধরণের। যে কোনো চাবি যে কোনো তালায় লাগতে পারে। তাহলে বুঝতেই পারছো ব্যাপারটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আমার চোখে আর ঘুম আসবে না।'

'মিসেস নিকোলেটিস, আমি আবার বলছি আপনাকে, আপনি যদি কোনো কিছুর জন্য ভয় পেয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে সব কথা খুলে বলাই ভালো।'

মিসেস নিকোলেটিসের কালো গভীর চোখ থেকে যেন এক ঝলক আগুন ঝরে পড়লো। 'তুমি তো তোমার নিজের কথাই বললে', কৌশলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন তিনি। 'তুমি বলছো এ বাড়িতে একজন খুন হয়েছে, তাই স্বভাবতই যে কেউ অস্বস্তিবোধ তো করবেই। পরবর্তী শিকার কে হবে ? এমন কি কেউ এখনো পর্যন্ত জানে না খুনী কে ? এই কারণেই পুলিশকে আমার খুব বোকা বলে মনে হয়েছে,

কাজের কাজটা তারা এখনো পর্যন্ত করতে পারেনি, কিংবা এও হতে পারে তারা ঘুষ খেয়ে বসে আছে।'

'ঘুষ খাওয়ার কথা বলবেন না, এ কথা বলা মুর্খামি, আর আপনি সেটা ভালোই জানেন', একটু কড়া সুরেই বললো মিসেস হাবার্ড। 'বরং আপনি আমাকে বিশ্বাস করে বলুন, আপনার প্রকৃত উদ্বেগের কারণটা কি……'

'আহ্! আমার কোনো চিন্তার কারণ আছে বলে মনে করি না। আছে কি নেই, সে তুমি ভালোই জানো! সব কিছুই তুমি জানো। চমৎকার মেয়ে তুমি! ছাত্রছাত্রীদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ানোর জন্য জলের মতো অর্থ ব্যয় করছো তুমি, তোমার লক্ষ্য ওদের প্রিয় হওয়া। আর এখন তুমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছো! কিন্তু তা হবে না! আমার সমস্যাটা আমি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, কেউ তার মধ্যে নাক গলাতে পারবে না, শুনতে পাচ্ছো তুমি? না মিসেস, বন্ধু সেজে কৌশলে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারটা জেনে নিতে দেবো না। আমি তোমাকে…'

'দয়া করে আপনি…'

'না না, বলবো না, আমি জানতাম তুমি একজন গুপ্তচর!'

'কিসের গুপ্তচর?'

'কিছুই নয়', বললো মিসেস নিকোলেটিস। 'এখানে গুপ্তচরগিরি করার কিছুই নেই। তুমি ধরে নিয়েছো এখানে গোপন কিছু আছে, আর সেই ভেবে তুমি যদি পুলিশের কাছে মিথ্যে করে কিছু বলো, আমি ধরে নেবো কে বলতে পারে, বুঝলে?'

'এভাবে বলছেন কেন?' বললো মিসেস হাবার্ড', 'এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য আপনি আমাকে সোজাসুজিই তো বলতে পারেন!'

'না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি নিষেধ করছি। এখন নয় যতদিন এই পুলিশী ঝামেলা চলবে, যতদিন না খুনী ধরা পড়বে, তোমাকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকতে হবে। আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে দেবো না তোমাকে।'

'ঠিক আছে', নিরাশ হয়ে বললো মিসেস হাবার্ড। 'কিন্তু আপনি সত্যি সত্যি কি যে চান, বোঝা মুশকিল। এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানেন, আপনি আসলে কি চান, নিজেই হয়তো তা জানেন না। আপনি বরং আপনার বিছানায় শুয়ে থাকুন—আর ঘুমোবার চেষ্টা করুন—'

২৬ নং হিকরি রোডে এসে ট্যাক্সি থেকে নামলো এরকুল পোয়ারো।

দরজা খুলে দিলো গেরোনিমো। পুরনো বন্ধুর মতো তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো সে, 'এখানে পুলিশ এসেছিল। উঃ সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। সার্চ ওয়ারেন্টের মানে সারা বাড়ি তছনছ করে দিয়ে গেছে। রান্নাঘর তল্লাসি করতে গেলে মারিয়া তো ক্ষেপে লাল। রাগের মাথায় বলেই ফেলে সে

পুলিশকে পেটাবে। আমি তাকে বোঝাই, অমন কাজ করো না, করলে আমরা সবাই আরো বেশী ঝামেলায় পরে যাবো।'

'তোমার দেখছি ভালো বোধশক্তি আছে।' পোয়ারো তার কাজের প্রশংসা করে জিজ্ঞেস করলো, 'মিসেস হাবার্ড কোথায় ?'

'উপরতলায় চলুন ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'এক মিনিট,' পোয়ারো তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখান থেকে কিছু ইলেকট্রিক বাল্ব ঠিক কবে উধাও হয়েছিল বলতে পারো ?'

'সে তো অনেক, অনেক দিন আগে, তা প্রায় এক দুই কিংবা তিন মাস আগের ঘটনা হবে।'

'ঠিক কোন্ বাল্ব উধাও হয়েছিল বলো তো ?'

'একটা হলঘরের একটা কমন রুমের, আর বাড়তি বাল্বগুলো উধাও হয়।'

'তাহলে ঠিক কোন্ তারিখে সেগুলো উধাও হয়েছিল তুমি খেয়াল করতে পারছো না ?'

'নির্দিষ্ট তারিখ বলতে না পারলেও, মাসটা আমার মনে আছে—ফেব্রুয়ারি কারণ ঐ মাসেই পুলিশ এসেছিল এখানে।'

'পুলিশ ? এখানে পুলিশ এসেছিল কেন ?'

'মিসেস নিকোলেটিসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, একজন ছাত্রের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে। আফ্রিকা থেকে এসেছিল ছাত্রটি, খুবই বাজে ছেলে। কোনো কাজকর্ম করতো না, নারী সঙ্গ ছিলো তার! তার জন্য মেয়েটি অন্য পুরুষদের সঙ্গ দান করতো। খুবই খারাপ ব্যাপার। পুলিশ সেটা পছন্দ করতে পারেনি। এ সব ঘটনা ম্যাঞ্চেস্টারে, না, আমার মনে হয় শেফিল্ডের। তাই সে সেখান থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পুলিশ তাঁর ঠিক খোঁজ পেয়ে মিস্ হাবার্ডের সঙ্গে তার ব্যাপারে আলোচনা করে কিন্তু পাখী তখন উড়ে গেছে এখান থেকে। তবে পরে পুলিশ তাকে অন্য এক জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়।'

'আর পুলিশ যেদিন এখানে আসে, সেই দিনই বাল্বগুলো চুরি গিয়েছিল এই তো ?'

'হ্যাঁ, সুযইচ অন করতে গিয়ে দেখি আলো জ্বলছিল না। তখন কমন-রুমে গিয়ে দেখি, সেখানকার বাল্বও উধাও। এখানে ড্রয়ারে বাড়তি বাল্ব রাখা ছিল, সেগুলোও উধাও।'

গেরোনিমোর সঙ্গে মিসেস হাবার্ডের ঘরে যেতে গিয়ে তার কাহিনীটা হজম করতে হলো পোয়ারোকে।

পোয়ারোকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানিয়ে তার হাতে একটা তালিকা তুলে দিয়ে মিসেস হাবার্ড ক্লান্ত স্বরে বললো, 'এই জিনিষগুলো কালক্রমে উধাও হওয়ার দিনক্ষণ আমি

আমার সাধ্য মতো লেখার চেষ্টা করেছি ম'সিয়ে পোয়ারো। তবে এটা একশো ভাগ নির্ভুল বলে ধরে নিতে পারেন আপনি।'

'ম্যাডাম, আমি তোমার প্রতি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ। এখন বলুন, মিসেস নিকোলেটিস কেমন আছেন?'

'আমি ওঁকে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়েছি, মনে হয় তিনি এখন ঘুমচ্ছেন। সার্চ ওয়ারেণ্টর ব্যাপারে উনি দারুণ ঝামেলা করেছিলেন। ওর ঘরের কাপবোর্ডের চাবি দিতে অস্বীকার করেন উনি। তখন ইন্সপেক্টর তালা ভেঙ্গে কাপবোর্ডের ডালা খুলতেই অনেকগুলো ব্রাণ্ডির খালি বোতল বেরিয়ে আসে।'

'আহ্।' পোয়ারো মুখে এমন একটা শব্দ করলো, যেন সে মিসেস নিকোলেটিসের মনের ঠিকানা পেয়ে গেছে।

'ব্রাণ্ডির খালি বোতলগুলো সত্যি যেন অনেক কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।' বললো মিসেস হাবার্ড। 'সত্যি এ দিকটার কথা আমি একেবারে ভাবতেই পারিনি। কিছুদিন আমি সিঙ্গাপুরে চলে চলে যাই। এরই মধ্যে এতোগুলো ব্রাণ্ডির বোতল খালি করা হয়েছিল। কিন্তু সে যাইহোক, এগুলো আপনাকে কৌতুহল জাগায় না?'

'সব কিছুই আমাকে আগ্রহ জাগায়,' বললো পোয়ারো।

চেয়ারে বসে সে এবার সেই তালিকার উপর দৃষ্টি ফেললো। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার বলে উঠলো, 'আহ্! দেখছি ঝোলানো ব্যাগটাই তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, ওটা খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু এখন আমি মনে করতে পারছি, গহনাগুলো আর কিছু দামী জিনিষ উধাও হওয়ার আগে ব্যাগটা সরানো হয়েছিল। সেই কালো চামড়ার ছেলেটির জন্য আমাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়, মনে হয়, এগুলোর সঙ্গে সেই ঘটনাটা হয়তো মিশে গিয়ে থাকতে পারে। এ ঘটনার একদিন কি দু'দিন আগে এখান থেকে চলে যায় সে। তাই মনে হয়, এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে এই রকম একটা বিদ্বেষপূর্ণ কাজ করে যায় সে, যাতে করে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয়।'

'আহ্! সেরকম কিছু একটা বলতে চাইছিল গেরোনিমো। এখানে পুলিশ এসেছিল, খবরটা ঠিক?'

'হ্যাঁ। মনে হয় শেফিল্ড কিংবা বার্মিংহোম থেকে তারা তদন্ত করার হুকুম পেয়ে থাকবে। এ সবই স্ক্যাণ্ডাল। অসৎ উপায়ে উপার্জন, এই রকম আর কি!'

'আর তারপরেই ছেঁড়া ঝোলা ব্যাগের সন্ধান পাও তোমরা?

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়—মনে রাখা খুবই কঠিন। লেন বেটসন তার সেই ঝোলাব্যাগ হারানোর ব্যাপার নিয়ে খুব ঝামেলা করেছিল। তখন খোঁজাখুজি। সব শেষে গেরোনিমো বয়লারের পিছন থেকে টুকরো অবস্থায় সেটা আবিস্কার করে।

এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা—এতো কৌতুহল, কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, এর কোন মানে হয় না, তাই না ?'

এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো সে।

'সেই বাল্বগুলো আর ঝোলানো ব্যাগ,' তেমনি চিন্তিত ভাবে অস্ফুটে বললো পোয়ারো।

'কিন্তু এখনো আমি মনে করি,' বললো মিসেস হাবার্ড, 'সেই জিনিসগুলো হারানোর সঙ্গে সিলিয়ার দোষ ত্রুটির কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার মনে আছে ঝোলা ব্যাগ যে সে স্পর্শ করেনি, তা তীব্র ভাবে অস্বীকার করেছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটা সত্যি। এর কত দিন পরে চুরিগুলো ঘটতে শুরু করে বলো তো ?'

'ওহো প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো, এ সব কথা মনে রাখা কতো যে কষ্টকর, আপনার কোনো ধারণা নেই। দাঁড়ান, আমাকে খেয়াল করতে দিন—মার্চ, না ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে। হ্যাঁ, আমার মনে হয়, তার এক সপ্তাহ পরে জেনেভিভ বলেছিল, তার ব্রেসলেটটা হারিয়েছে। হ্যাঁ, কুড়ি এবং পঁচিশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে।'

'আর তারপর থেকে মোটামুটি নিয়মিত ভাবে চুরি হতে থাকে, তাই না ?'

'হ্যাঁ।' মিসেস হাবার্ড বলে, 'ঝোলা ব্যাগটা ছিলো লেন বেটসনের। সে তো দারুণ ক্ষাপা ! এমনিতেই ছেলেটি একটু রগচটা ধরনের।'

'ব্যাগটা কি বিশেষ ধরনের ?'

'ওহো তা নয়। নেহাতই মামুলি ধরনের।'

'ঐ রকম একটা ব্যাগ আমাকে দেখাতে পারো ?'

'নিশ্চয়ই। কলিনের ঐ রকম একটা ব্যাগ আছে, নিজেলেরও এরকম একটা ব্যাগ আছে! প্রসঙ্গত বলে রাখি, লেন ঠিক ঐ রকম একটা ব্যাগ আবার কিনেছে এই রাস্তারই শেষ প্রান্তের একটা দোকান থেকে। যে কোনো বড় দোকানের থেকে সেখানকার জিনিষ খুবই সস্তা।'

'ম্যাডাম, আমি কি সেই রকম একটা ব্যাগ দেখতে পারি ?'

কলিন ম্যাকনাবের ঘরে তাকে নিয়ে গেলো মিসেস হাবার্ড। কলিন ঘরে ছিলো না। তবে তার কাপবোর্ড খুলে তার ঝোলানো ব্যাগটা বার করে পোয়ারোর হাতে তুলে দিলো। 'ঠিক এই রকমই একটা হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায়।'

'এমব্রয়ডারি কাঁচি দিয়ে কেউ কাটতে পারবে না।' বিড়বিড়িয়ে বললো পোয়ারো।

'না, আপনি যা মনে করছেন তা নয়—যদিও এর জন্য যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন, তবু আমি বলবো, উদাহরণ স্বরূপ যে মেয়ের মনে অপরের অপকার করার স্পৃহা থাকে, অনায়াসে সে এটা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে।' এখানে একটু

থেমে মিসেস হাবার্ড বলে, 'ভ্যালেরির স্কার্ফের দশা এই রকমই করা হয়। ভালো কথা, দেখে শুনে মনে হয়—কি বলবো—এ যেন সামঞ্জস্যহীন।'

'আহ্!' বললো পোয়ারো। 'কিন্তু ম্যাডাম, আমার মনে হয় তুমি বোধহয় কোথাও ভুল করছো। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় না, এর মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই। আমার আরো মনে হয়, এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আর প্রয়োজন আছে, যাকে আমরা বলতে পারি একটা বিশেষ ধরণ, নিয়ম।'

'ঠিক আছে, আমি সাহস করে বলতে পারি, এ সব ব্যাপারে আপনি অনেক কিছুই জানেন।' বললো মিসেস হাবার্ড, 'আমার যা বলার তা হলো, এ সব আমি পছন্দ করি না। আমার বিচারে এখানকার সব ছাত্র-ছাত্রীই চমৎকার। ওদের মধ্যে কোনো ছাত্র কিংবা ছাত্রী যদি—,

পোয়ারো তখন ব্যালকনি পেরিয়ে আর একটা ঘরে এসে দাঁড়ালো। বাড়ির পিছন দিকের ঘরের মতো দেখাচ্ছিল। নিচে ছোট্ট একটা বাগান, পরিত্যক্ত, ঝুল আর ভুষায় ভর্তি।

'আমার ধারণা, বাড়ির সামনের থেকে পিছনটা অনেক বেশী শান্ত নির্জন।' বললো সে। 'বয়লার হাউসটা কোথায় বলো তো?'

'ঐ যে দরজা দেখছেন, কোল হাউসের ঠিক পাশেই?'

'এই পথের ধারে কার কার ঘর আছে জানতে পারি?'

'নিজেল চ্যাপম্যান আর লেন বেটসনের।'

'তাদের ঘরের পরে কাদের?'

'তারপরের ঘরগুলো মেয়েদের। প্রথম ঘরটা সিলিয়ার। তারপর এলিজাবেথ জনস্টন আর প্যাট্রিসিয়া লেনের। সামনের দিকে ভ্যালেরি আর জন টমলিনসনের।'

মাথা নেড়ে ঘরে ফিরে এলো পোয়ারো।

'ঝোলানো ব্যাগগুলো কোন্ দোকান থেকে কেনা হয়েছিল যেন?'

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, নামটা ঠিক এখন মনে পড়ছে না। তবে যতদূর মনে হয়, মেবারলি কিংবা কেলসো, ঐরকম কিছু একটা হবে।'

'আহ্' বললো পোয়ারো, 'অদেখা সূত্র! এই কারণেই ঠিক এ ধরণের জিনিষের প্রতি আমার খুব লোভ আছে।' জানালার ওপারে আর একবার তাকালো সে, নিচে ঝুল ও ভুষায় ভরা বাগানের দিকে। তারপর মিসেস হাবার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিলো সে।

হিকরি রোডের শেষ প্রান্তের দোকানে এসে দাড়ালো সে। তবে মিসেস হাবার্ডের বর্ণনা মতো দোকানটার নাম মেবারলি কিংবা কেলসো কোনোটাই নয়, তবে নাম তার বিক্স। সেই দোকানে ঢুকে পোয়ারো তার ভাইপোর জন্য একটা ঝোলানো ব্যাগ কেনার ভান করলো। কলিনের ঝোলাব্যাগের অনুরূপ একটা ব্যাগ কেনার পর

খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দোকানীর কাছ থেকে পোয়ারো জানতে পারলো, তার দোকানের দাম অন্য সব বড় বড় দোকানের থেকে সস্তা বলে ২৬ নম্বর হিকরি রোডের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই তার দোকান থেকে জিনিষ কিনে। পোয়ারো বুঝলো, মিসেস হাবার্ডের কথাই ঠিক।

তারপর সেখান থেকে বেরুতে যাবে হঠাৎ প্রবেশ পথে তার কাঁধের উপর একটা ভারি হাত পড়তেই পিছন ফিরে তাকলো সে। ইন্সপেক্টর শার্প। 'আরে, আমি তো আপনাকেই খুঁজছিলাম,' বললো সে।

'হিকরি রোডের হোস্টেলের তদন্ত শেষ?'

'হ্যাঁ, তবে তদন্তের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে বলে আমি মনে করি না।' ইন্সপেক্টর শার্প বলে, 'চলুন না একটা রেস্তোরাঁয় বসে আপনার প্রিয় স্যাণ্ডউইচ আর কফি খাওয়া যাক। আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

স্যাণ্ডউইচ বার প্রায় ফাঁকা। একেবারে এক প্রান্তে তারা দু'জন গিয়ে বসলো। নিরিবিলিতে হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের জবানবন্দী সংক্ষেপে বলতে শুরু করলো ইন্সপেক্টর শার্প।

একমাত্র তরুণ চ্যাপম্যানের বিরুদ্ধেই আমরা কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছি,' বললো শার্প। 'তিন ধরণের বিষ তার মারফতেই এসেছিল। কিন্তু সিলিয়া অস্টিনের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা ছিলো বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'তার মানে আর একটা সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে, যদিও—

'হ্যাঁ—সব কিছুর মূলেই ছিলো সেই ড্রয়ারটা। বিশ্রী রকমের লোক, তরুণ গর্দভ।'

এরপর সে আসে এলিজাবেথ জনস্টনের প্রসঙ্গে। আর সিলিয়া তাকে কি বলেছিল সে প্রসঙ্গও উঠলো। 'সে যা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে সেটা অর্থপূর্ণ।'

'অত্যন্ত অর্থপূর্ণ', তাকে সমর্থন করলে পোয়ারো।

'আগামীকাল এ ব্যাপারে আরো কিছু জানতে পারবো', বললো ইন্সপেক্টর।

'আপনার তদন্তের অন্য ফলাফল কি?'

'হ্যা আছে, সম্ভবত আরো দু'একটা অভাবনীয় ঘটনা। যেমন এলিজাবেথ কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। আমরা তার পার্টির কার্ড দেখেছি!'

'হ্যাঁ,' বললো পোয়ারো, 'এটা একটা আগ্রহের ব্যাপার বটে।' তবে আমার মনে হয় পার্টিতে তার প্রবেশ একটা মূল্যবান অ্যাসেট। আমি বলবো বয়সে তরুণী, আর অস্বাভাবিক বুদ্ধিমতি।' সে যাই হোক, পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'এছাড়া আর কি দেখলেন?

ইন্সপেক্টর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'মিস প্যাট্রিসিয়া লেনের ড্রয়ারে সবুজ কালি মাখানো রুমাল পাওয়া গেছে।'

পোয়ারোরা দ্রূ উঁচু হলো।

'সবুজ কালি? প্যাট্রিসিয়া লেন! আর এর থেকে মনে হয় যে, কালি সে নিয়েছিল আর এলিজাবেথ জনস্টনের কাগজের উপর সে-ই কালি ছিটিয়েছিল। তারপর সেই রুমাল দিয়ে হাত মুছেছিল সে। কিন্তু নিশ্চয়ই সে······'

'নিশ্চয়ই সে চাইবে না তার প্রিয়তম নিজেল সন্দেহভাজন হোক।' তার হয়ে কথাটা শেষ করলো শার্প।

'কেউ তা ভাবতে পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কেউ সেই রুমালটা তার ড্রয়ারে রেখে থাকবে। আর কিছু?'

'হ্যাঁ, লিওনার্ড বেটসনের বাবা লংউইথভেল মেণ্টাল হাসপাতালে রয়েছে। আমার মনে হয়, এটা তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয়, কিন্তু—'

'কিন্তু বেটসনের বাবা বিকৃত মস্তিষ্কের লোক। আপনি যেমন বললেন এর মধ্যে কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে না, তা ঠিক, কিন্তু এটা মনে রাখার মতো ঘটনা। আরো জানার আগ্রহ হলো, তার সেই উন্মত্ততা কোন দিকে মোড় নেয়—তার ছেলের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে কিনা সেটা দেখার বিষয়।'

'খুব ভালো ছেলে বেটসন,' বললো শার্প, 'তবে একটু বদমেজাজী, অসংযমী—এই যা।······আর আহমেদ আলির ঘর থেকে কতকগুলো পর্ণোগ্রাফি বই পাওয়া গেছে, এর থেকে বোঝা যায়, সার্চ করার কথা শুনে কেনই বা সে অমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর সেই ফরাসী মেয়েটি তো হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্থ। আর সেই ভারতীয় মিঃ চন্দ্রলাল এটা একটা আন্তর্জাতিক ইস্যু করবে বলে হুমকি দিয়েছে। তার কাছ থেকে আপত্তিকর প্যামপ্লেট পাওয়া গেছে—আর একজন আফ্রিকানের কাছে ভয়ঙ্কর ধরণের স্যুভেনির ছিলো। অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষের অদ্ভুত অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মিসেস নিকোলেটিস তার ব্যক্তিগত কাপবোর্ডের খবর শুনেছেন?'

'হ্যাঁ শুনেছি বৈকি!'

দাঁত বার করে হাসলো ইন্সপেক্টর শার্প। 'আমার জীবনে অতোগুলো খালি ব্রান্ডির বোতলের কথা কখনো শুনিনি। আর তিনি তো আমাদের ওপর পাগলের মতো খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন!' হাসলো সে, তারপর দারুণ গম্ভীর হয়ে বললো, 'কিন্তু আমরা যা খুঁজছিলাম পেলাম না সেটা। বৈধ ছাড়া অন্য কোনো পাস-পোর্টের সন্ধান পেলাম না।'

'আপনি কি ভেবেছেন, আপনার কাছে সমর্পণ করার জন্য সেখানে নকল পাসপোর্ট রেখে দেওয়া হবে? আচ্ছা আপনি কি আগে কখনো পাসপোর্টের ব্যাপারে ২৬ নম্বর হিকরি রোডে গিয়েছিলেন? ধরুন বছর ছয়েক আগে?'

মাথা নাড়লো শার্প। তারপর সাবধানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলো। 'এ সবের কোনো মানে হয় না', সব শেষে বললো সে।

'একেবারে শুরু থেকে আমরা যদি শুরু করি তাহলেই এ সবের মানে খুঁজে পাওয়া যাবে।'

'শুরু থেকে বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'বন্ধু সেই ঝোলানো ব্যাগটা', নরম সুরে বললো পোয়ারো। 'একটা ঝোলানো ব্যাগ দিয়েই সব কিছু শুরু।'

□ চোদ্দ □

মিসেস নিকোলেটিস রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমি এখান থেকে চলে যাবো। যেখানেই যাই না কেন সেই জায়গাটা অন্তত এখান থেকে নিরাপদ হবে, সে আমি হলফ করে বলতে পারি।'

'কিন্তু আপনার ভয় কিসের? আমি যদি জানতে পারতাম, সম্ভবত আমি—'

'সেটা তোমার জানার কথা নয়। আমি তোমাকে কিছুই বলবো না। তুমি যেভাবে ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাচ্ছো, আমি সেটা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি না।'

'আমি দুঃখিত—'

'এখন আমার রূঢ় ব্যবহারের জন্য তুমি অপমানিত। কিন্তু আমি কি সাধে এমন উত্তেজিত হয়েছি? ঐ পুলিশের লোকগুলো সার্চের নাম করে আমার বাড়ি তছনছ করে দিয়েছে। আমার বুকটা ভেঙ্গে গেছে। এখন একটু ব্রাণ্ডি পেলে ভাল হয়—চলি, উইক-এণ্ডটা যেন তোমার ভালোভাবে কাটে। শুভরাত্রি।'

হিকরি রোডটা বেশ বড়, লণ্ডনের বড় বড় রাস্তাগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। রাস্তার শেষ প্রান্তে ট্রাফিক লাইট এবং একটা পাবলিক হাউস, দি কুইন্স নেকলেস। পথ চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন মিসেস নিকোলেটিস। না, পরিচিত কাউকে চোখে পড়ল না। দি কুইন্স নেকলেস-এর কাছে গিয়ে আর একবার অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিয়ে একটা সেলুন বারে ঢুকে পড়লেন তিনি।

দ্রুত কয়েক ঢোক ব্রাণ্ডি গলাধঃকরণ করার পর একটু যেন ধাতস্থ হলেন তিনি। তাঁকে আর ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে না। তবে পুলিশের উপর তাঁর রাগ কমলো না। আজ পুলিশ যেভাবে বাড়াবাড়ি করলো তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি। মিসেস হাবার্ডের একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো, কেউ কি কাউকে বিশ্বাস করতে পারে? ব্যাপারটা গেরোনিমো জেনে গেছে। সম্ভবত সে তার বউকে বলবে, তার বৌ আবার ঝাড়ুদারনিকে বলবে, এইভাবে পাঁচ কান হতে হতে তাঁর গোপন কথাটি সবাই জেনে যাবে শেষ পর্যন্ত। উঃ অসহ্য। তাঁর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেলো। তিনি আবার ব্রাণ্ডির ফরমাস দিলেন। আজ তিনি আকণ্ঠ ব্রাণ্ডি পান করলেন। চোখ বুঁজে আসছিল তাঁর। আর চোখ বন্ধ করলেই তিনি যেন তাঁর ভবিষ্যৎ দেখতে পান। অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার গোপন পরিচয়টা

পেয়ে সবাই যেন ঘৃণার চোখে দেখবে। অবশ্য এখানেই শেষ নয়, তারপর যখন তারা জানতে পারবে—তিনি আর ভাবতে পারছেন না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল সেলুন বারের বন্ধ আবহাওয়ায়। তিনি এবার কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন। পা দুটো অসম্ভব টলছিল। তবু সেই অবস্থায় তিনি বেরিয়ে এলেন দি কুইন্স নেকলেস থেকে। তারপর খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে রাস্তায় নামলেন, দেওয়াল ঘেঁষে চলতে থাকলেন। একটু সময়ের জন্য তিনি চোখ বন্ধ করেন···

এই সময় সেই পথ দিয়ে পুলিশ কনস্টেবল বটকে হেঁটে যেতে দেখা গেলো। একটু এগোতেই তাকে থামতে হলো একটা জটলা দেখে।

'অফিসার, এখানে একজন মহিলা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন—মনে হয় তিনি অসুস্থ, কিংবা—' ভীড়ের মধ্যে কে একজন বললো।

পুলিশ কনস্টেবল বট ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তার নাকে তীব্র ব্রাণ্ডির গন্ধ এসে লাগলো। তখনি সে বুঝে গেলো, তারসন্দেহ অমূলক নয়।

'মৃত', বললো সে। 'মাতাল। চিন্তার কিছু নেই। ব্যাপারটা কি দেখছি—'

এরকুল পোয়ারো রোববারের প্রাতঃরাশ সেরে তার বসবার ঘরে এসে বসলো। টেবিলের উপর পরিস্কার করে সাজানো চারটি ঝোলানো ব্যাগ। মিঃ হিক্স-এর দোকান থেকে কেনা ঝোলানো ব্যাগের সঙ্গে জর্জের কিনে আনা বাকী ব্যাগগুলো থেকে কোনো অংশেই খারাপ নয়। কিন্তু তার কিনে আনা ব্যাগটা অনেক সস্তা।

'মজার ব্যাপার তো', বললো পোয়ারো। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো সেই ঝোলানো ব্যাগগুলোর দিকে। তারপর সেই ব্যাগগুলো পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। বাথরুম থেকে একটা ধান কাটার ছুরি নিয়ে এসে মিঃ হিক্স-এর দোকানের ঝোলানো ব্যাগটা কাটবার চেষ্টা করলো। ভালো করে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলো, ব্যাগের ভেতরে লাইনিং-এর তলায় করুগেটেড কাগজের একটা আস্তরণ। ব্যাগের টুকরো অংশগুলো আগ্রহ সহকারে দেখতে থাকলো পোয়ারো।

এরপর সে অন্য ব্যাগগুলোর উপর ছুরি চালাতে উদ্যত হলো। সব শেষে সে তার অপারেশনের কাজ শেষ করার পর তার কাজের পর্যালোচনা করে দেখতে থাকে। তারপর রিসিভারটা তুলে ডায়াল করলো। সামান্য একটু দেরী হওয়ার পর দূরভাষে ইন্সপেক্টর শার্পের কণ্ঠস্বর ভেসে আছে। পোয়ারো তখন তাকে বললো, 'দুটো জিনিষ আমি জানতে চাই।'

হো-হো করে হেসে উঠে বললো ইন্সপেকটর শার্প।

'গতকাল আপনি বলেছিলেন, গত তিন মাসে পুলিশী তদন্তের কাজে আপনি হিকরি রোডে গিয়েছিলেন। আপনি তারিখ আর সময়গুলো বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, সে তো খুবই সহজ। ফাইল দেখে এখুনি বলছি।' কিছুক্ষণ পরেই দূরভাষে তার কণ্ঠস্বর আবার ভাসে। 'গত ১৮ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটের

সময় একজন ভারতীয় ছাত্রের আপত্তিকর কিছু প্রচার করার জন্য পুলিশ সেখানে তদন্ত করতে যায়।'

'সে তো অনেক দিন আগে।'

'একজন ইউরোপীয় মোণ্টাগু জোনসকে পুলিশ খুঁজছিল কেম্ব্রিজে মিসেস এ্যালিস কসবকে হত্যা করার অপরাধে। তারিখ ২৪শে ফেব্রুয়ারী—তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা হবে। আবার ৩ই মার্চ, সকাল এগারোটার সময় পুলিশ সেখানে যায় ওয়েষ্ট আফ্রিকার বাসিন্দা উইলিয়াম রবিনসনের খোঁজে। শেফিল্ড পুলিশ তাকে খুঁজছিল।'

'আহ্! ধন্যবাদ।'

'তবে আপনি কি মনে করেন, সেই কেসগুলো এই কেসের সঙ্গে সম্পর্ক'—

পোয়ারো তার কথায় বাধা দিয়ে বললো, 'না, সেগুলোর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তদন্তের তারিখ আর সময় সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিলো।'

'আপনার কি রকম মনে হচ্ছে মিঃ পোয়ারো?'

'শুনুন বন্ধু, ঝোলা ব্যাগগুলো আমি কেটে টুকরো করে ফেলেছি। এটা খুবই মজার ব্যাপার।' তারপর শান্ত ভাবে রিসিভার নামিয়ে রাখে সে।

তারপর সে তার পকেট-বুক থেকে গত পরশু মিসেস হাবার্ডের দেওয়া তালিকাটা হাতে নিয়ে তার উপর চোখ বোলাতে থাকলো। তালিকাটা ছিলো এই রকম:

একটা ঝোলানে ব্যাগ (লেন বেটসনের) কিছু ইলেকট্রিক বাল্ব। ব্রেসলেট (জেনেভিভের)। হীরের আংটি (প্যাট্রিসিয়ার)। পাউডার কমপ্যাক্ট (জেনেভিভের)। সান্ধ্য জুতো (সেলীর)। লিপস্টিক (এলিজাবেথ জনস্টনের)। কানের দুল (ভ্যালেরির)। স্টেথেস্কোপ (লেন বেটসনের)। বাথ সল্ট (?) ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্কার্ফ (ভ্যালেরির)। ট্রাউজার (কলিনের)। রান্নার বই (?)। বোরিক (চন্দ্রলালের)। কস্টিউম ব্রোচ (সেলীর)। এলিজাবেথের নোটের উপর কালি ছিটানোর ঘটনা।

(আমার সাধ্য মতো এই তালিকা আমি তৈরী করেছি। এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। এল হাবার্ড)

এখন এই তালিকা থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলো বাদ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণা নেই, ভাবলো পোয়ারো। কে তাকে সাহায্য করতে পারে? আজ রবিবার, সম্ভবত বেশীর ভাগ ছাত্র ছাত্রীই হোস্টেলে আছে। ২৬ নম্বর হিকরি রোডে ফোন করলো সে। ফোনে মিস ভ্যালেরি হবহাউসের খোঁজ করতেই তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে। 'ভ্যালেরি হবহাউস কথা বলছি।'

'এ প্রান্ত থেকে এরকুল পোয়ারো। আমাকে তোমার মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই মঁসিয়ে পোয়ারো। বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। এখুনি আমি হিকরি রোডে যাচ্ছি।'

'বেশ তো আমি আপনার জন্য অপেক্ষায় থাকবো, চলে আসুন !'

কিছুক্ষণ পরে গেরেনিমো পোয়ারোকে ভ্যালেরির হবহাউসের ঘরে নিয়ে এলো ভ্যালেরি দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ভ্যালেরিকে, চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে।

কথায় কথায় পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মাদমোয়াজেল, তুমি তো ছাত্রী নও, তাই না ?'

'ওহো না। আমি চাকুরীয়া।'

'একটা কসমেটিক ফার্মে ?' পোয়ারো বললো, 'মাঝে মাঝে প্যারিস আর কণ্টিনেণ্টে যাও।'

'ও হ্যাঁ, মাসে একবার বটেই, মাঝে মাঝে একবারের বেশীও হয়ে যায়।'

'মাফ করো আমাকে, হয়তো একটু বাড়তি কৌতুহল প্রকাশ করে ফেলছি, তাতে কিছু মনে করলে না তো ?'

'না, না, আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার কৌতুহল প্রকাশ করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ !' একটু থেমে পোয়ারো আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার ব্যাপারে ইন্সপেকটর জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, তাতো বটেই।'

'আর তুমি যা জানো সব তাকে বলেছিলে ? আমার আশঙ্কা, যদিবা সেটা সত্য হয়।'

পোয়ারোর দিকে তাকালো ভ্যালেরি, তার দু'চোখ থেকে বিদ্রুপ ঝরে পড়ছিল। 'ইন্সপেকটর শার্পের প্রশ্নের উত্তরে আমি কি বলেছিলাম সেটা আপনি শোনেননি বলেই আপনার ধারণা যথাযথ নয় !'

'আহ্ তা নয়। এ আমার একটা সামান্য অনুমান মাত্র। আমি এখানে এসেছি', পোয়ারো বললো, 'মিস প্যাট্রিসিয়া লেনের আংটি চুরির ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্য।'

'প্যাট্রিসিয়ার বাগদানের আংটি ? মানে তার মার বাগদানের আংটি ? কিন্তু আপনি সেটা নিলেন কেন ?'

'দু'এক দিনের জন্য ধার নিয়েছিলাম। এই আংটিটার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিলো', বললো পোয়ারো। 'আগ্রহের কারণ—হঠাৎ সেটা উধাও হয়ে যাওয়া, আবার তেমনি হঠাৎ সেটা ফিরে আসা, এবং আরো কিছু কারণ রয়েছে এর পিছনে। আংটিটা প্যাট্রিসিয়ার কাছ থেকে ধার নিয়ে আমি সোজা চলে যাই আমার এক বন্ধুর জুয়েলারির দোকানে। আমি তাকে হীরের ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে বলি। তোমার মনে আছে মাদমোয়াজেল, আংটিটার দু'পাশে দুটি পাথর ছিলো ?'

'আমার তাই মনে হয়। তবে খুব ভালো ভাবে আমার মনে নেই।'

'হ্যাঁ, একটু আগে যা বলছিলাম, তা আমার সেই বন্ধু জুয়েলার কি বলেছিল

জানো ? তার উত্তর হলো, পরের দুটো আদৌ হীরে ছিলো না। আসলে পরের দুটো ছিলো গোমেদ, সাদা গোমেদ।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন,' অনিশ্চত ভাবে বললো ভ্যালেরি, 'যেগুলো প্যাট্রিসিয়া হীরে বলেই মনে করতো, সেগুলো কেবল গোমেদ কিংবা—'

দ্রুত মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'না, আমি তা ভাবিনি। আংটিটা ছিলো বাগদানের। প্যাট্রিসিয়ার মা ছিলেন ভালো পরিবারের। তাঁর স্বামীও ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের। কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না। অতএব,' শেষে পোয়ারো বলেই ফেললো, 'আমার মনে হয়, আসল হীরে দুটো বদল করা হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে গোমেদ জাতীয় পাথর সেট করে দেওয়া হয় আংটিটিতে।' একটু থেমে পোয়ারো বলে, 'সেই আংটিটা মাদমোয়াজেল সিলিয়া নিয়েছিল আর তখনি ইচ্ছাকৃত ভাবে হীরের বদলে গোমেদ পাথর লাগিয়ে দেওয়া হয় তাতে।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন, সিলিয়াই ইচ্ছাকৃত ভাবে হীরে চুরি করেছিল ?'

'না' বললো সে। 'আমার কি মনে হয় জানো, তুমি হ্যাঁ তুমিই সে হীরে চুরি করেছিলে মাদমোয়াজেল।'

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো ভ্যালেরি হবহাউস। 'সত্যিই !' মৃদু চিৎকার করে উঠলো সে, 'কিন্তু এর কোনো প্রমাণ আপনার কাছে নেই।'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি,' তাকে বাধা দিয়ে পোয়ারো বললো, 'আমার কাছে প্রমাণ অবশ্যই আছে। একদিন সন্ধ্যায় আমি এখানে নৈশভোজ সারি ! আমি লক্ষ্য করেছি যে ভাবে এখানে সুপ দেওয়া হচ্ছিল, হয় সে তোমার প্লেটে সেই আংটি ফেলে রেখে থাকবে সবার অজন্তে, তা না হলে তুমি নিজেই তোমার সুপের প্লেটে ফেলে রেখে থাকবে। মাদমোয়াজেল, তুমি জানো না, তোমার এ-কাজের মাধ্যমে তুমি নিজেই নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো।'

'আপনার বলা শেষ ?' অবজ্ঞার সঙ্গে বললো ভ্যালেরি।

'না, না একেবারেই নয় !' পোয়ারো বলে উঠলো, 'সেদিন সন্ধ্যায় সিলিয়া যখন স্বীকার করলো চুরির ঘটনাগুলোর জন্য সে দায়ী, তখন কয়েকটা ছোট ছোট পয়েন্ট আমার নজরে পরে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আংটিটার ব্যাপারে সে বলেছিল, 'সত্যি আমি বুঝতে পারিনি, আংটিটার দাম কতো হতে পারে জানতে পেরেই আমি তখন সেটা ফিরিয়ে দিই। "মিস্ ভ্যালেরি, আংটির দাম সে কি করে জানবে ? কে তাকে দামটা বলেছিল ? তারপর আবার ছিন্ন বিছিন্ন সিল্কের স্কার্ফের কথায় আসা যাক। সিলিয়া বলেছিল, "তাতে ভ্যালেরি কিছু মনে করবে না······" একটা ভালো স্কার্ফ নষ্ট হলে কেনই বা তুমি কিছু মনে করবে না ? এর থেকে আমার ধারণা হলো, চুরির সমস্ত ঘটনাগুলো, সিলিয়াকে ক্লেপ্টোম্যানিয়াক প্রতিপন্ন করা, কলিন ম্যাকনাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এ সবই কেউ হয়তো ভেবে থাকবে সিলিয়ার জন্য। আর সে তুমি, হ্যাঁ তমিই ! তমিই তাকে হীরের দাম

বলেছিলে, তুমিই আংটিটা তার কাছ থেকে নিয়ে বুদ্ধি করে সেটা ফিরিয়ে দিয়েছিলে! আর তুমিই তাকে তোমার স্কার্ফটা কেটে টুকরো টুকরো করার জন্য…।'

'আপনার অনুমান ঠিক,' ইন্সপেক্টর শার্পের কাছে যা করেনি শেষ পর্যন্ত ভ্যালেরি তাই স্বীকার করলো পোয়ারোর কাছে, অকপটে স্বীকার করে বললো, 'আমিই তাকে এ সব ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করতে পারি?'

অধৈর্য হয়ে বললো ভ্যালেরি ঃ 'লক্ষ্য করেছিলাম, বেচারী সিলিয়া দারুন ভালোবাসতো কলিন ম্যাকনাবকে, ছায়ার মতো অনুসরণ করতো তাকে, কিন্তু কলিন ভুলেও ওর দিকে ফিরে তাকাতো না। তবে কলিনকে আমি জানতাম, ভাবপ্রবণ যুবক, মানুষের মনস্তত্ব ভালো বোঝে। যাইহোক, সিলিয়ার মানসিক যন্ত্রণা আমি আমি সহ্য করতে পারলাম না। তাই একদিন গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে আমার পরিকল্পনার কথা তাকে বলি, এখানকার কিছু জিনিষ তাকে দিয়ে চুরি করিয়ে আমি তাকে ক্লিপ্টোম্যানিয়াক প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। সিলিয়া একটু নার্ভাস হয়ে পড়ে, তবে পরে সেটার রূপ দিতে গিয়ে রীতিমতো রোমাঞ্চ অনুভব করে। অবশ্য সিলিয়া বোকার মতো একটা কাজ করে বসে—বাথরুমে প্যাটের হীরের আংটিটা পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে নেয়। দামী আংটি, সেটা চুরি গেলে দারুণ হৈ চৈ পড়ে যাবে, পুলিশ আসবে, এ সব কথা ভেবেই সেই আংটিটা আমি ওর কাছ থেকে নিয়ে নিই, পরে যে ভাবেই হোক প্যাটের কাছে সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোয়ারো বললো, 'ঠিক এই রকমই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু আংটিটা ফেরত দেওয়ায় আগে কি ঘটেছিল, তাই বলো!' পোয়ারো তাকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকে। হঠাৎ ভ্যালেরিকে অস্বস্তিবোধ করতে দেখা গেলো।

পোয়ারোর দিকে না তাকিয়েই মাথা নিচু করে ভ্যালেরি উত্তরে বলতে শুরু করলো ঃ 'আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনার কাছে আমি নিজেকে পরিস্কার করে তুলতে চাই। তাই অকপটে স্বীকার করছি মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি একজন জুয়ারী। ইদানীং জুয়ায় আমি কেবল হেরেই যাচ্ছিলাম, প্রচন্ড অর্থাভাবে ভুগছিলাম। তাই প্যাটের সেই হীরের আংটির লোভটা সামলাতে পারলাম না। দামী হীরে মোটা টাকায় বিক্রী করে তার বদলে কম দামের গোমেদ সেট করিয়ে নিই তার আংটিতে একটা জুয়েলারী থেকে। তার পরের ঘটনা তো আপনি জানেনই, মানে কি ভাবে সেটা আমার সুপের প্লেটে রেখে দিই! কিন্তু সততার সঙ্গে আমি বলছি, এর জন্য সিলিয়া কখনোই দোষী হতে পারে না।'

'না, না, আমি বুঝি,' পোয়ারো মাথা নেড়ে বলে, 'এটা খুবই সহজ, স্রেফ একটা সুযোগ মাত্র, আর তুমি সেটা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মাদমোয়াজেল, একটা বিরাট ভুল তুমি করেছিলে।'

'আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারি,' শুকনো গলায় বললো ভ্যালেরি। তারপরেই সে ভেঙ্গে পড়লো, 'কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমার অপরাধের কথা বলে দিন প্যাটকে, বলে দিন পুলিশকে, জানিয়ে দিন সারা বিশ্বকে। কিন্তু তাতে কি লাভ? এ সব কিছু করলে সিলিয়ার হত্যাকারীর সন্ধান কি পাওয়া যাবে?'

উঠে দাঁড়ালো পোয়ারো। 'কেউ তা জানে না,' বললো সে, 'তবে প্রত্যেককেই খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করতে হবে। আমার জানার উদ্দেশ্য ছিলো, এই চুরির ব্যাপারে সিলিয়াকে কে অনুপ্রাণিত করেছিল। তুমি সেটা অকপটে স্বীকার করে আমার উদ্দেশ্য সফল করে তুলেছো। এখন বলি কি, প্যাটের কাছে গিয়ে তার আংটির ব্যাপারে তুমি তাকে সব খুলে বলো। এবং তোমার মানসিক যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করো তার কাছে।'

'ঠিক আছে, তাই করবো। প্যাটের কাছে সব কথা স্বীকার করে বলবো আমার আর্থিক স্বচ্ছলতা এলে আমি তার আংটিতে হীরে বসিয়ে দেবো। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি তাই চান?'

'আমি ঠিক এটা চাই না, তবে এটাই পরামর্শ দেওয়ার মতোন।'

এই সময় হঠাৎ দরজা খুলে যেতে দেখা যায় এবং মিসেস হাবার্ড ঘরে এসে ঢুকলো। তার মুখ দেখে মনে হলো, শ্বাস নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তার ওরকম অবস্থা দেখে মৃদু চিৎকার বলে উঠলো ভ্যালেরি ঃ

'কি ব্যাপার মা? কি হয়েছে?'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে ভয়ার্ত গলায় বললো মিসেস হাবার্ড, 'ওঃ প্রিয় ভ্যালেরি, জানো, মিসেস নিকোলেটিস আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি মারা গেছেন। গত রাত্রে তাঁকে রাস্তা থেকে পুলিশ স্টেশনে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের ধারণা তিনি, তিনি—'

'আমার মনে হয় মত্ত অবস্থায় ছিলেন…'

'হ্যাঁ, তিনি মদ খাচ্ছিলেন। যাইহোক, তিনি মৃত—'

'মাদমোয়াজেল, তুমি ওঁর খুব প্রিয় ছিলে, তাই না?' নম্র গলায় বললো পোয়ারো।

'হ্যাঁ, ওর সঙ্গ সবারই ভালো লাগার কথা। তিন বছর হলো আমি এখানে এসেছি। শুরুতে তিনি অতো বদমেজাজী ছিলেন না,' মিসেস হাবার্ড বলে উঠলো, 'গত এক বছর থেকে তিনি যেন কোনো কিছুর আতঙ্কে ভুগছিলেন।'

'আতঙ্ক?' পোয়ারো এবং ভ্যালেরি দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠলো।

হতাশ সুরে বললো মিসেস হাবার্ড, 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি এখানে নিরাপদ বোধ করছেন না। আমি তাঁর কাছে তাঁর ভয়ের কারণটা কি জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে পাত্তা দেননি, বলতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখন, এখন আমি অবাক হচ্ছি—'

'পুলিশ ওঁর মৃত্যুর কারণ কি বলেছে ?' জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো।

বিমর্ষ গলায় বললো মিসেস হাবার্ড, 'না, তারা কিছু বলেনি। মঙ্গলবার তদন্ত হবে—'

□ পনেরো □

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শান্ত একটা ঘর। টেবিলের চারপাশে বসেছিল তারা চারজন। নারকোটিক্‌স স্কোয়াডের সুপারিনটেন্ডেন্ট উইলিডং কনফারেন্সের সভাপতি। তাঁর পাশে গ্রেহাউন্ডের সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে বসেছিল তরুণ ও আশাবাদী সার্জেন্ট বেল। ইন্সপেক্টর শার্প হেলান দিয়ে বসেছিল। চতুর্থ ব্যক্তি হলো এরকুল পোয়ারো। টেবিলের উপর রাখা ছিলো একটা ঝোলানো ব্যাগ।

প্রথমে সুপারিনটেন্ডেন্ট উইলিডং মুখ খুললেন, 'সব সময়েই এখানে চোরা-চালানের কারবার চলে আসছে, বিশেষ করে গত দেড় বছর ধরে তো বটেই। চোরাই জিনিষের মধ্যে হেরোইন সব থেকে বেশী উল্লেখযোগ্য। কন্টিনেন্টের সর্বত্র এর ঘাঁটি রয়েছে। ফরাসী পুলিশ তো তাজ্জব বনে গেছে, কি করে এই সব জিনিষ ফ্রান্সে আসছে, আবার কি ভাবেই বা সেগুলো ফ্রান্সের বাইরে চলে যাচ্ছে!'

'আমার বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না।' পোয়ারো তার কথার জের টেনে বললো, 'যদি বলি আপনার সমস্যাটাকে মোটামুটি ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম সমস্যা মাদকদ্রব্যগুলো কি ভাবে এ দেশে বিতরণ করা হচ্ছে, দ্বিতীয় সমস্যা হলো কি ভাবে সেগুলো এদেশে চোরা চালান হয়ে আসছে, আর তৃতীয় ও শেষ সমস্যা হলো কে এই ব্যবসা চালাচ্ছে আর আসল মুনাফা কে লুটছে খুঁজে বার করা ?'

'আমি বলবো মোটামুটি ভাবে ঠিক এই রকমই! আমরা জানি এই সব মাদকদ্রব্য ছোট ছোট বিতরণকারীদের মারফত বিভিন্ন উপায়ে নাইট-ক্লাব, পাব, ড্রাগ স্টোর্স এবং অন্য ডাক্তারদের কাছে বিতরণ করা হয়, কিংবা ফ্যাশান প্রিয় মহিলা, পোশাক প্রস্তুতকারক এবং হেয়ার ড্রেসারদের কাছেও পেঁৗছে দেওয়া হয়।'

'তা তো হলো। কিন্তু কি ভাবে সেগুলো এদেশে চোরা চালান হয়ে আসছে, সেটা জানতেই আমার আগ্রহ বেশী।'

'আহ্! আমরা তো একটা দ্বীপে বাস করি। তাই এখানে সেই পুরনো পদ্ধতি, অর্থাৎ সমুদ্রপথে হেরোইন পাচার হয়ে আসছে। কিন্তু অন্য জিনিষগুলো ? যেমন ধরা যাক হীরে-জহরত ?'

এবার মুখ খুললো সার্জেন্ট বেল। 'স্যার, এখানে এর রমরমা ব্যবসা চলছে। এই সব অবৈধ হীরে আর দামী পাথরগুলো চোরা পথে বেশীর ভাগ আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়া থেকে, এবং কিছু আসছে দূর প্রাচ্য থেকে।'

সুপারিনটেন্ডেন্ট উইলিডং পোয়ারোর দিকে ফিরে বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো,

এই সব মাদকদ্রব্য আর হীরে-জহরত চোরা-চালানের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত ?'

'দেখুন' বললো পোয়ারো, 'স্মাগলারদের দুর্বলতা চিরন্তন। আজ না হয় কাল আপনার সব সন্দেহ অবশ্যই গিয়ে পড়বে এয়ার-লাইন স্টুয়ার্ড, ছোট ছোট কেবিন সমেত উৎসাহী নৌকাবাইচের চালক, ফ্রান্সে যে সব মহিলার নিয়মিত ভাবে ফ্রান্সে যাতায়াত আছে, যে সব আমদানীকারক আশাতিরিক্ত মুনাফা করে থাকে, যে সব লোক প্রকৃত আয়ের থেকে বেশী ব্যয় করে থাকে—এদের উপর। কিন্তু এই সব চোরাই জিনিষ যদি একজন নিরীহ নির্দোষ লোককে দিয়ে আনানো হয়, সেক্ষেত্রে এদের চিহ্নিত করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।'

ঝোলানো ব্যাগের দিকে উইল্ডিং হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এটাই কি আপনার অভিমত ?'

'হ্যাঁ। এখন আপনার শেষ সমস্যার প্রসঙ্গে আসা যাক। আজকের দিনে সেই সন্দেহজনক ব্যক্তিটি কে হতে পারে ? ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ একজনও হতে পারে।'

'খুবই খাঁটি সত্য', বললেন উইল্ডিং। 'কেন' ঝোলানো ব্যাগটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিরীক্ষণ করে তিনি আবার বললেন, 'এর মধ্যে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে অনায়াসে পাঁচ ছ'হাজার পাউণ্ড আনতে পারে বলে ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', বললো এরকুল পোয়ারো। 'এই ঝোলানো ব্যাগগুলো বাজারে বিক্রী হয়, সম্ভবত একের অধিক দোকানে। দোকানের মালিক সম্ভবত এই র‍্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত, কিংবা নাও হতে পারে। হয়তো সস্তায় এই সব ব্যাগ বিক্রী করে শুধুই লাভ করে থাকে। অন্য বড় দোকানের থেকে এই দোকানের ব্যাগগুলো অনেক সস্তা আর মজবুতও বটে। এর পিছনে একটা বিরাট চক্র যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; লণ্ডন ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল ছাত্রদের কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে যারা তাদের একটা তালিকার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। এই সব ছাত্র ছাত্রীরা দেশের বাইরে যায়, ফিরে আসে আসল ঝোলানো ব্যাগের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে। ছাত্র ছাত্রীরা ইংলণ্ডে ফিরে এলে তাদের কাস্টমস-চেকিং খুব জোরদার করতে হবে। তারা হোস্টেলে ফিরে এসে তাদের ঝোলানো ব্যাগ হয় কাপবোর্ডে কিংবা ঘরের এক কোণায় ফেলে রাখে। এখানেও আবার এই ব্যাগগুলো হাত বদল হয়ে যায়।'

'আর আপনি মনে করেন, হিকরি রোডে এই রকমই কিছু ঘটেছিল ?'

মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'হ্যাঁ, আমার সেই রকমই সন্দেহ।'

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, এরকম সন্দেহ আপনার কি করে হলো ?'

'সেখানে এই রকম একটা ঝোলানো ব্যাগ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়,' বললো, 'তখনি আমার সন্দেহ কেন ? কিছুদিন ধরে হিকরি রোডে পর পর কয়েকটা চুরির ঘটনা ঘটে যায়। সেই ঝোলানো ব্যাগটা অন্যতম। পরে সেটা টুকরো টুকরো

অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সব চুরির জন্য দায়ী মেয়েটি কয়েকটি জিনিষ চুরির কথা সরাসরি অস্বীকার করে। আর তখনি আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। একটা ক্লু পেয়ে যাই। তাহলে এই ঝোলা ব্যগ টুকরো টুকরো করার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, চুরির ঘটনা প্রথম শুরু হয় যেদিন প্রথম হিকরি রোডে স্মাগলিং-এর খোঁজে পুলিশ তদন্ত করতে যায়। আর সেইদিনই হয়তো সেখানে হেরোইন কিংবা দামী পাথর চোরাচালান হয়ে এসে থাকবে সেখানে। মনে হয় বাইরে পুলিশের কেউ হিকরি রোডের উপর নজর রেখে থাকবে। তাই সেই ঝোলা ব্যাগটা কোথাও লুকানো কিংবা বদলে ফেলার উপায় ছিলো না। তখন কেবল একটা জিনিষই আপনি চিন্তা করতে পারেন, ব্যাগটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা, তারপর বয়লার হাউসের আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে রাখা। ঐ বাড়িতে মাদকদ্রব্য কিংবা দামী পাথর থাকলে, সেগুলো সাময়িক ভাবে বাথ সল্টের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু খালি ঝোলা ব্যাগের লাইনিং এর নিচে যদি মাদকদ্রব্য কিংবা হীরে-জহরত লুকনো থাকতো, আর সেটা যদি পুলিশের নজর কাড়তো কঠোর পরীক্ষা কিংবা বিশ্লেষণ করা হলে অবশ্যই ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকতো। অতএব ঝোলা ব্যাগটা নষ্ট করার একান্ত প্রয়োজন ছিলো! সেটা যে সম্ভব, আপনি একমত তো!'

'হ্যাঁ, আগে যেমন বলেছিলাম, এ একটা পরিকল্পনা বটে,' বললেন সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট উইল্ডিং।

'এদিক ওদিক ছোট খাটো আরো কয়েকটা ঘটনা পর্যালোচনা করলে আরো সম্ভব বলে মনে হবে। যেমন ধরুন, হিকরি রোডের ইতালীয় চাকর গেরোনিমোর বক্তব্য অনুযায়ী পুলিশ প্রথম যেদিন সেখানে যায়, সেখানকার হলঘরের বাল্বগুলো এমন কি বাড়তি বাল্বগুলোও সরিয়ে ফেলা হয়। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, সেখানে এমন কোনো অপরাধী ছিলো, যার ভয় হয়েছিল, উজ্জ্বল আলোয় পুলিশ তার মুখ দেখতে পেলে তাকে চিনে ফেলতে পারে, তাই সে আগে ভাগে বাল্বগুলো সরিয়ে রেখেছিল। তবে এ সবই আমার অনুমান মাত্র।'

'এ এক চতুর পরিকল্পনা,' বললেন উইল্ডিং। 'আর তাই যদি হয়, তাহলে মনে হয়, হিকরি রোডে আরো অনেক চমক অপেক্ষা করছে।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে তাঁকে সমর্থন করলো।

'ও হ্যাঁ। ঐ সংস্থা বহু স্টুডেণ্টস-ক্লাব চালিয়ে থাকে।' পোয়ারো বলে, 'আর ঐ হোস্টেলের মালিকন মিসেস নিকোলেটিস সেই সব ক্লাবগুলো পরিচালনা করতেন।'

চকিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন উইল্ডিং।

'হ্যাঁ,' বললো পোয়ারো, 'মিসেস নিকোলেটিসের অর্থের প্রতি খুব লোভ ছিলো, তবে তিনি নিজে স্বনামে সেই ক্লাবগুলো পরিচালনা করতেন না।'

'হুম,' বললেন উইল্ডিং, 'আমার ধারণা, মিসেস নিকোলেটিসের সম্পর্কে আরো বিশদ ভাবে জানতে হবে।'

মাথা নাড়লো ইন্সপেকটর শার্প। 'আমরা তাঁর সম্পর্কে আরো খোঁজ খবর নিচ্ছি স্যার। তবে একটা কথা বলতে পারি, আমরা সেদিন সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে গেলে, দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি। শুধু তাই নয়, তিনি তার ঘরের কাপবোর্ডের চাবি কিছুতেই দিলেন না। তখন বাধ্য হয়েই তালা ভাঙতে হলো শেষ পর্যন্ত। আর সেই কাপবোর্ডের ভেতর থেকে গাদা গাদা খালি ব্রাণ্ডির বোতল বেরিয়ে আসে।'

'ব্রাণ্ডির বোতল ?' চমকে বললেন উইল্ডিং। 'তার মানে তিনি মদ্যপ ছিলেন ? তাহলে ব্যাপারটা এখন বেশ সহজই হয়ে গেলো। এখন তাঁর খবর কি ? তা তিনি কি এখন ফাঁদে পড়েছেন ?'

'না স্যার। তিনি মৃত।'

'মৃত ?' উইল্ডিং-এর কণ্ঠস্বর উঁচু হলো, 'বুঝলে, এ হলো বাঁদরের কারবার!'

'হ্যাঁ, আমাদেরও তাই মনে হয়। অটোপসি রিপোর্টের পর সব জানা যাবে। আমার মনে হয়, তিনি বোধহয়, মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন। হয়তো তিনি খুন নিয়ে দরদস্তুর করতে চাননি। তাই—'

'আপনারা সিলিয়া অস্টিনের কেসের কথা বলছিলেন। এই মেয়েটি কি কিছু জানতো ?'

'কিছু জানতো বৈকি সে', বললো পোয়ারো। মেয়েটি সরল ও বোকা প্রকৃতির। সে যা দেখেছিল, কিংবা শুনেছিল, সে কথা অন্য কাউকে বোকার মতো হয়তো বলে থাকবে।'

'তা সে কি দেখেছিল কিংবা শুনেছিল, এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা মঁসিয়ে পোয়ারো ?'

'আমি আন্দাজ করতে পারি,' পোয়ারো বলল, 'তবে এর বেশী কিছু নয়। মনে হয় পাশপোর্টের ব্যাপারে। সে হয়তো শুনে থাকবে, হিকরি রোডে কারোর নকল পাশপোর্ট ছিলো, অন্য নামে কণ্টিনেণ্টে যাতায়াত করার জন্য। তাছাড়া সে হয়তো কাউকে সেই ঝোলা ব্যাগ নষ্ট করতে দেখে থাকবে কিংবা কাউকে সেটার নকল বোতাম অপসারণ করতে দেখে থাকবে। কিংবা কাউকে বাল্বগুলো সরাতে দেখে থাকবে। আর এ-সব ঘটনার তেমন গুরুত্ব উপলব্ধি না করে কোনো ছেলে কিংবা মেয়েকে বলে থাকবে।'

'ভালো কথা', শার্প বলে, 'এখন মিসেস নিকোলেটিসের অতীত জীবন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে। মনে হয়, তাহলেই অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।' তবে আমার মনে হয় না, সত্যিই তিনি এই র‍্যাকেট চালাতেন।'

মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'না, আমিও তা মনে করি না। অবশ্যই তিনি এই

র‍্যাকেটের খবর জানতেন। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, এর পিছনে তাঁর ব্রেন ছিলো না, একেবারেই নয়।'

'কার ব্রেন থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'আমি আন্দাজ করতে পারি—হয়তো আমি ভুলও করতে পারি। হ্যাঁ—আমার ভুলও হতে পারে।

'হিকরি, ডিকরি, ডক,' বললো নিজেল, 'ঘড়ির উপর ছুটে যায় নেংটি ইঁদুর পুলিশ বলেছে, "ছিঃ ছিঃ"। আমার আশঙ্কা, প্রসঙ্গক্রমে কে ডকে গিয়ে দাঁড়াবে? সে আরো বলে, বলা কিংবা না বলা? সেটা একটা প্রশ্ন!'

'কি বলবে?' জানতে চাইলো লেন বেটসন।

'মানে আমরা যা জানি', বললো নিজেল 'আমাদের পরস্পরের সম্পর্কে। হাজার হোক, আমরা পরস্পরের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। জানি না? একই বাড়িতে আমরা সবাই যখন বাস করি, জানতে বাধ্য।'

কলিন ম্যাকনাব গলা পরিষ্কার করে বললো, 'আমার মতে, বর্তমান অবস্থা আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত। নিক-এর মৃত্যুর আসল কারণ কি হতে পারে?'

'আমার মনে হয়,' ভ্যালেরি বলে, 'পুলিশী তদন্তের পর সব কিছু জানা যেতে পারে।'

'আমার মনে হয়,' মিঃ আকিবমবো বলে, 'হয়তো কেউ তাঁকে খুন করে থাকবে। তাই নয় কি?' প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালো সে প্রশ্ন-চোখে।

'কিন্তু কেই বা তাঁকে খুন করতে পারে?' জানতে চাইলো জেনেভিভ। 'তিনি কি প্রচুর অর্থ সম্পত্তি রেখে গেছেন? তিনি যদি বিত্তবান হতেন, আমার ধারণা, তাহলে সেটা সম্ভব।'

'তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজী মহিলা,' বললো নিজেল। 'আমি নিশ্চিত, প্রত্যেকেই তাঁকে খুন করতে চাইবে। আমাদের প্রায়ই তাই মনে হতো।'

রিজেন্ট পার্কের মুক্তাঙ্গনে সেলী এবং আকিবমবো মধ্যাহ্নভোজ সারতে গিয়ে চন্দ্রলালের বোরিক পাউডার উধাও হওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল।

'বোরিক? আরে এ তো মোটেই ক্ষতিকারক নয়!' বলে উঠলো সেলী। 'এমন কি বোরিক তুমি চোখেও দিতে পারো। চন্দ্র লাল বোরিক দিয়ে তার চোখ পরিস্কার করতো। বোরিকের বোতল সে বাথরুমে রাখতো। সেখান থেকেই উধাও হয়ে যায়! তাতে খুব রেগে যায় সে। বোরিকের ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য শুনি?'

'এক এক করে আমি তোমাকে বলবো। কিন্তু দয়া করে এখনি জানতে চেও না। আমাকে আরো চিন্তা করতে দাও।'

'ভালো কথা, কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে যেও না' বললো সেলী। 'আকিবমবো, আমি চাই না তুমি পরবর্তী সন্দেহে পরিণত হও।'

'ভ্যালেরি, তোমার কি মনে হয় একটা ব্যাপারে তুমি আমাকে উপদেশ দিতে পারো? এ আমার বিবেকের প্রশ্ন। আর আজ ব্রেকফাস্টের টেবিলে নিজেল বলছিল, আমরা সবাই যখন কারোর ব্যাপারে কিছু জানি, আশার্কার, তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে। মানে আমি পাসপোর্টের কথা বলছি।' বললো জিন।

'পাসপোর্ট?' বিস্মিত হয়ে ভ্যালেরি জিজ্ঞেস করলো. 'কার পাসপোর্ট?'

'নিজেলের। ওর একটা নকল পাসপোর্ট আছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' ভ্যালেরি বলে, 'দুর্ভাগ্য জিন। আসলে আমার বিশ্বাস, এর একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে। প্যাট আমাকে বলেছে, নিজেল এখানে এসেছিল, টাকা রোজগারের জন্য। একটা সর্তে তার নাম বদল করতে হবে। তবে আইন সম্মত ভাবেই সে তার নাম বদল করেছিল। আমার বিশ্বাস তার আসল নাম ছিলো স্ট্যানফিল্ড কিংবা স্ট্যানলি, এ ধরণের কিছু হবে।'

উত্তেজিত অবস্থায় কমন রুমে ঢুকলো জেনেভিভ। সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তেমনি উত্তেজিত অবস্থায় বললো সে। 'আমি এখন নিশ্চিত, সম্পূর্ণ নিশ্চিত, আমাদের প্রিয় বন্ধু সিলিয়াকে কে খুন করেছে আমি জানি।'

'সে কে জেনেভিভ?' জিজ্ঞেস করলো রেনি। 'তোমার এতো নিশ্চিত হওয়ার কারণ?'

কমন-রুমের দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখে নিলো জেনেভিভ। তারপর গলার স্বর নিচে নামিয়ে এনে বললো সে, 'খুনী, খুনী হলো নিজেল চ্যাপম্যান!'

'নিজেল চ্যাপম্যান, কিন্তু কেন, কেন সে তাকে খুন করতে গেলো?'

'শোনো করিডোর দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। প্যাট্রিসিয়ার ঘর থেকে নিজেলকে বলতে শুনলাম, তার বাবা নাকি তার মাকে খুন করেছিল। ওর বাবা স্যার আর্থার স্ট্যানলি, বিখ্যাত রিসার্চ কেমিষ্ট, এখন মৃত্যু শয্যায়। এই কারণেই সে তার নাম বদল করেছিল। ওর বাবা একজন অভিযুক্ত খুনী। আর বংশপরম্পরায় ওর বাবার চরিত্রের গুণই বলো বা দোষই বলো, সবই পেয়েছে নিজেল…'

'হ্যাঁ, এটা সম্ভব,' মিঃ চন্দ্র লাল তাকে সমর্থন করে বললো, 'অবশ্যই সম্ভব। নিজেল যে রকম ভয়ঙ্কর ছেলে, যেমন অসংযমী, সব পারে ও। নিজের উপর ওর যে আস্থা নেই, স্বীকার করো তো?' তারপর আকিবমবোর দিকে ফিরে তাকালো সে। উৎসাহ সহকারে মাথা নাড়লো সে, ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বার করে খুশির হাসি হাসলো।

'আমি সব সময়েই ভেবে এসেছি', বললো জিন, 'নৈতিকবোধ ছিলো না নিজেলের।…একেবারে অধঃপতিত চরিত্র যাকে বলে।'

'হ্যাঁ, এটা সেক্স মার্ডার।' বললো মিঃ আহমেদ আলি। 'এই মেয়েটির সঙ্গে

শুতো সে, তারপর একদিন সে তাকে খুন করে। কারণ চমৎকার মেয়ে ছিলো যে সম্মানিতা, বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল মেয়েটি···'

'বাজে কথা'. চিৎকার করে বলে উঠলো লিওনার্ড বেটসন।

☐ সতেরো ☐

পুলিশ ষ্টেশনে ইন্সপেকটর শার্পের কঠোর দৃষ্টির সামনে নিজেলকে ভীষণ নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

'আপনি বলছেন, বাইকারবোনেট বোতল যার মধ্যে মরফিন ছিলো, সেটা শেষ কখন মিস লেন দেখেছিল, ঠিক মনে নেই তার?' ইন্সপেকটর শার্প দৃঢ়স্বরে বললো, 'মিঃ চ্যাপম্যান, আপনি যা বললেন, জানেন সেটা কি সাংঘাতিক হতে পারে?'

'অবশ্যই আমি বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা জরুরী মনে না করলে আমি কখনোই এখানে আসতাম না।'

'তাহলে এখুনি একবার হিকরি রোডে যাওয়া উচিত।' কথাটা ইন্সপেকটর শার্প শেষ করা মাত্র টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিলো শার্প।

'মিস লেন কথা বলছি', দুরভাষে মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'মিঃ চ্যাপম্যানের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

শার্প ইশারা করতেই এগিয়ে এসে রিসিভারটা তার হাত থেকে তুলে নিলো নিজেল, প্যাট। 'আমি নিজেল কথা বলছি।'

'শোনো নিজেল, আমার মনে হয়, আমি সেটা পেয়ে গেছি। মানে, আমি জানি আমার রুমালের ড্রয়ার থেকে কে সেটা নিয়েছিল—দেখো, এখানে মাত্র একজনই—' সেই মুহূর্তে মেয়েটির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়, সে আর কথা শেষ করতে পারে না।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো নিজেল। শার্প তার সব কথাই শুনেছিল কাছ থেকে। 'চলুন এখুনি ২৬ নম্বর হিকরি রোডের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়া যাক!' বললো শার্প।

হিকরি রোডের বাড়িতে পেঁৗছেই নিজেল তরতর করে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো প্যাটের ঘরে। তাকে অনুসরণ করলো ইন্সপেকটর শার্প।

'হ্যালো প্যাট, আমরা এসে গেছি—' নিজেলের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেলো ঘরে ঢোকা মাত্র।

মেঝের উপর প্যাট্রিসিয়া লেনের রক্তাক্ত দেহটা পড়েছিল। তার মাথা থেকে রক্ত তখনো ঝরে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা—

'না?' আঁতকে উঠলো নিজেল। 'না, না, না, এ হতে পারে না

'হ্যাঁ মিঃ চ্যাপম্যান, মিস লেন মৃত।'

'না মা। প্যাট মরতে পারে না! বোকা মেয়ে প্যাট। কিন্তু কেমন করে খুন হলো—'

'এটা দিয়ে।'

'সহজ, অতি সহজ, আধুনিক প্রথায় খুন। উন্নত ধরণের অস্ত্র। উলের মোজায় জড়ানো পেপারওয়েটের আঘাতে—মাথার পিছনে ঐ অস্ত্রটা দিয়ে আঘাত করে ওকে হত্যা করা হয়েছে। অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র। মেয়েটি জানতেও পারেনি, তার জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে।'

নিজেল তার বিছানায় বসে পড়ে বলে উঠলো, 'ঐ উলের মোজাটা আমার জন্য বুনেছিল প্যাট···।' হঠাৎ শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে।

শার্প তখন ঘটনাটা এই ভাবে সাজাচ্ছিল: 'কেউ হয়তো ব্যাপারটা ভালো ভাবেই জানতো। তার নামটা প্যাট্রিসিয়া নিজেলের কাছে প্রকাশ করে দেওয়ার আগেই সে তাকে সরিয়ে দিয়ে থাকবে।'

'যে-ই এমন নিষ্ঠুর কাজ করে থাকুক না কেন, আমি তার সন্ধান পেলে খুন করে ফেলবো তাকে। শুয়োরের বাচ্চা খুনী।'

'শান্ত হোন মিঃ চ্যাপমান!' শার্প তাকে বোঝায়। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝি। এ এক ভয়ংকর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।'

তাকে শান্ত করে শার্প এবার নিচু হয়ে মৃত প্যাট্রিসিয়ার হাতের দু'আঙুলের ফাঁক থেকে কি যেন সংগ্রহ করে রাখলো।

ভয়ার্ত চোখে একের পর এক মুখের দিকে তাকালো গেরেনিমো। 'আমি কিছুই দেখিনি। আমি কিছুই শুনিনি। আমি আপনাদের বলছি, আমি এ সবের কিছুই জানি না। রান্নাঘরে মারিয়ার সঙ্গে ছিলাম—'

'কেউ তোমাকে দায়ী করছে না।' বললো শার্প, 'আমরা শুধু জানতে চাই, এক ঘণ্টার মধ্যে কে কে এ বাড়িতে এসেছিল, আর কারা কারা বাড়ির বাইরে গিয়েছিল? মানে সকাল ছ'টা থেকে ছ'টা পয়তিরিশ পর্যন্ত।

'সবাই বাড়িতেই ছিলো, কেবল মিঃ নিজেল, মিসেস হাবার্ড আর মিস্ হবহাউস ছাড়া। এঁরা সবাই ছ'টার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।'

'এদের মধ্যে কে কখন ফিরে আসে?' জিজ্ঞেস করলো শার্প।

'মিসেস হাবার্ড এখনো ফেরেননি। মিঃ চ্যাপম্যান তো আপনার সঙ্গেই ফিরে এলেন, আর মিস্ সেলী ফিরে আসেন ছ'টার একটু পরে। তখন খবর হচ্ছিল।'

'খবরের কোন্ অংশ হচ্ছিল তখন?'

'ঠিক মনে নেই। তবে খেলার খবরের ঠিক আগে, কারণ খেলার খবর হতেই আমি টিভি'র সুইচ অফ করে দিই।'

হাসলো শার্প। তার মানে, কেবল নিজেল চ্যাপম্যান, ভ্যালেরি হবহাউস এবং

মিসেস হাবার্ডকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। এর অর্থ হলো দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ। কে কে তখন কমন-রুমে ছিলো? কে, কে সেখানে থেকে চলে যায়, আর কখন? কে কার হয়েই বা সাক্ষ্য দেবে, সেটাও একটা প্রশ্ন। বিশেষ করে এখানে যখন নানান দেশের ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছে।

মিসেস হাবার্ডের ফেরার অপেক্ষা করছিল ইন্সপেক্টর শার্প। একমাত্র সেই এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত গতিবিধির একটা নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে পারে। একটু পরেই হিকরি রোডের হোস্টেলে ফিরে এসে সেই বেদনাদায়ক ঘটনার কথা জেনে ভীষণ ভেঙ্গে পড়লো মিসেস হাবার্ড। শার্প তাকে শান্ত হতে বলে বললো, মিসেস হাবার্ড এভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। মনটা শক্ত করে আমার কয়েকটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিন!'

'বেশ বলুন, কি জানতে চান?'

'মৃত মিস্ প্যাট্রিসিয়ার ঘরের দু'পাশের ঘর দুটোর বাসিন্দা কারা কারা?'

'এক পাশে থাকে জেনেভিভ - কিন্তু তার আর প্যাটের ঘরের মাঝে পাকা দেওয়াল তোলা আছে। অপরদিকের ঘরটা এলিজাবেথ জনস্টনের, মাঝখানে শুধুই একটা পার্টিশান ওয়াল।'

'তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ওদের দু'জনের মধ্যে একমাত্র এলিজাবেথই পার্টিশন ওয়ালের এপার থেকে ফোনে মিঃ চ্যাপম্যানের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ার আলোচনার কথা শোনার সম্ভাবনা রয়ে গেছে, অবশ্য সে যদি তার শয়নকক্ষে থেকে থাকে তখন। কিন্তু সেলী ফিঞ্চ তার চিঠি পোস্ট করতে যাওয়ার সময় তাকে কমন-রুমে দেখে গিয়েছিল বলে বলেছে সে।'

'সব সময়েই যে কমন-রুমে ছিলো সে, তা নাও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, এক সময় সে তার বই আনতে উপরে উঠে গিয়েছিল। তবে ঠিক কোন্ সময়ে কেউ খেয়াল করতে পারে না।'

'সে যাই হোক', মিসেস হাবার্ড বলে, 'ওদের দু'জনের মধ্যে কেউ একজনই সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে মনে হয়।'

'ওদের জবানবন্দী মতো বলবো—হ্যাঁ—কিন্তু আমরা যে একটা বাড়তি প্রমাণ হাতে পেয়েছি—' শার্প তার পকেট থেকে একটা খাম বার করলো।

'ওটা কি?'

হাসলো শার্প। 'কয়েকগাছা চুল। মৃত প্যাট্রিসিয়া লেনের আঙুলের ফাঁক থেকে এগুলো আমি সংগ্রহ করে রেখেছি।'

'তার মানে আপনি বলতে চান—'

এক সময় দরজায় নক্ করার শব্দ হলো। 'ভেতরে আসুন', সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো ইন্সপেকটর।

দরজা ঠেলে হাস্যরত অবস্থায় মিঃ আকিবমবোকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেলো, 'কি ব্যাপার মি—মিস্টার—?'

'আমার মনে হলো আপনাকে কিছু বলা দরকার। এই বেদনাদায়ক নিষ্ঠুর রহস্যজনক ঘটনার ব্যাপারে হয়তো আমি কিছু আলোকপাত করতে পারি।'

□ আঠারো □

'হ্যাঁ, বলুন মিঃ আকিবমব্যে, আপনি কি বলতে চান?'

'দেখুন মিঃ শার্প, আমি প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগে থাকি। হঠাৎ একদিন রাতে পেটের যন্ত্রণায় কমন-রুমে ছুটে যাই। কেবল এলিজাবেথই সেখানে ছিলো। আমি ওকে বলি, "তোমার কাছে বাইকারবোনেট কিংবা স্টমাক পাউডার আছে? আমারটা ফুরিয়ে গেছে।" উত্তরে সে বলে, "আমার কাছে তো নেই। তবে রুমাল ফেরত দিতে গিয়ে সেই ওষুধ প্যাটের ড্রয়ারে দেখেছিলাম। ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য একটু বাইকারবোনেট এনে দিচ্ছি।" ও তখন উপরতলায় গিয়ে বাইকারবোনেটের বোতল এনে আমার হাতে তুলে দিল। আমি তখন পুরো এক চামচ বাইকারবোনেট পাউডার খেয়ে নিই। কিন্তু তারপর থেকে পেটের যন্ত্রণার উপশম হওয়া দূরে থাক, আমার তখন নতুন এক শারীরিক যন্ত্রণা দেখা দিলো। তখন আমি সেই বাইকারবোনেটের বোতলটা একজন কেমিস্টকে পরীক্ষা করতে বলি। সেটা পরীক্ষা করে সে আমাকে জানায়, বোতলের মধ্যে বাইকারবোনেট ছিলো না, তার বদলে বোরিক পাউডার রাখা হয়েছিল।'

'বোরিক?' হতভম্বর মতো স্থির চোখে তাকালো ইন্সপেক্টর শার্প। 'কিন্তু সেই বোতলে বোরিক পাউডার স্থান পেলো কি করে? আর মরফিয়া পাউডারই বা গেলো কোথায়?' আর্তনাদ করে উঠলো সে, 'এ সবই বিক্ষিপ্ত ঘটনা।'

'আমি তাই মিস্ সিলিয়ার কথা ভাবছি, কি করে তার জবানীতে লেখা সেই চিরকুটটা রেখে গিয়ে থাকবে—যাতে করে মনে হতে পারে আত্মহত্যা করেছে সে?'

তার কথায় সায় দিল ইন্সপেক্টর শার্প।

'কিন্তু কে, কে এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে? নিশ্চয়ই এ কাজ কোনো মেয়ের! কারণ মেয়েদের ব্লকে কোনো ছাত্র কিংবা পুরুষ তো ঢুকতে পারে না! আকিবমবো বলে, 'তবে সিলিয়ার ঘরের পাশে একটা ব্যালকনি আছে। অনুরূপ ভাবে ওপাশের ছেলেদের ঘরের সামনে একটা ব্যালকনি আছে। অতএব কোনো পুরুষ যদি ভালো এ্যাথেলেট হয় অনায়াসে সেই ব্যালকনি টপকে সিলিয়ার ঘরে প্রবেশ করতে পারে।'

'সিলিয়ার ঘরের ঠিক সামনে অন্য কারুর ঘর', মিসেস হাবার্ড একটু চিন্তা করে বললো, 'নিজেদের আর—আর।'

'লেন বেটসনের', বললো ইন্সপেক্টর। তার হাতের সেই খামের ভেতরে সযত্নে রাখা দু'গাছা লাল চুলের কথা মনে পড়ে গেলো—'লেন বেটসন তার মাথার চুলও লাল, কোঁকড়ানো।'

'না, না, লেন বেটসন খুব ভালো ছেলে আমার খুব প্রিয়', সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো মিসেস হাবার্ড। 'হয়তো ও একটু বদমেজাজী ছেলে, কিন্তু এ কাজ ও কিছুতেই করতে পারে না। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক', শার্পের চোখ দুটো ঝলসে উঠলো। 'আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাধারণত সব খুনীই একটা না একটা ভুল ঠিক করবেই।'

"স্যাবরিনা ফেয়ার" সাইনবোর্ড টাঙ্গানো দোকানের সামনে এসে থামলো ডিটেকটিভ-কনস্টেবল ম্যাকরে এবং সার্জেণ্ট কব। 'আমরা বোধহয় ঠিক যায়গাতেই এসে গেছি', বললো সার্জেণ্ট কব। কাউণ্টারে একজন মহিলাকে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো সার্জেণ্ট কব। 'সুপ্রভাত ম্যাডাম', সম্ভাষণ জানিয়ে সার্জেণ্ট কব তার পরিচয়পত্রটা এগিয়ে দিলো মেয়েটির দিকে, সেই সঙ্গে একটা সার্চ ওয়ারেণ্ট।

'আমি মিসেস লুকাস, এই দোকানের মালকিন।' সে আরো বলে, 'আজ আমার পার্টনার মিস্ হবহাউস আসেনি।'

'আচ্ছা', বললো সার্জেণ্ট কব। তার কাছে এটা যেন কোনো খবরই নয়।

'আপনাদের এই সার্চ ওয়ারেণ্ট দেখে মনে হচ্ছে একেবার উঁচুতলার হুকুম', বললো মিসেস হাবার্ড। 'এটা মিস হবহাউসের প্রাইভেট অফিস। আমি আন্তরিক ভাবেই আশাকরি, আমাদের খদ্দেরদের অযথা আপনারা হয়রানি করবেন না।'

'আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই', বললো কব, 'আমরা যা খুঁজছি সেটা পাবলিক রুমে থাকার কথা নয়।'

মিনিট পনেরো মিস্ হবহাউসের অফিসের টেবিল ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটির পর সার্জেণ্ট কবের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ম্যাকরের উদ্দেশে বলে উঠলো সে, 'পেয়েছি বৎস।'

একেবারে নিচের ড্রয়ার খুলতেই আধ ডজন গাঢ় নীল রঙের বই বেরিয়ে এলো। বইগুলোর উপর সোনালী অক্ষরে লেখা…

'পাসপোর্ট', পাসপোর্টগুলো বার করে ফটোগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেলে বললো সার্জেণ্ট কব।' ম্যাকরে ঝুঁকে পড়লো তার কাঁধের উপর।

'একই মহিলা বলে চেনা মুশকিল, পারবে তুমি চিনতে?' বললো ম্যাকরে।

সেই পাসপোর্টগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামের—মিসেস দ্য সিলভিয়া, মিস্ আইরিন ফ্রেঞ্চ, মিসেস ওলগা কোহন, মিস্ লিনা লে মেজারিয়ার, মিসেস গ্নেডিস থমাস এবং মিস্ ময়রা ও'নীল। তাদের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশ।

'প্রত্যেকের হেয়ার স্টাইল ভিন্ন ভিন্ন ধরণের', বললো কব। 'এখানে আরো

দু'টো বিদেশী পাসপোর্ট রয়েছে ম্যাডাম মাহমৌদি, আলজিরীয়; শীলা ডোনোভান, আইরিশ। আমি বলবো, এই সব বিভিন্ন নামের ব্যাঙ্ক একাউণ্ট আছে তার।'

'বেশ জটিল ব্যাপার, তাই না ?'

'জটিল হতে বাধ্য। চোরাই চালান করে অর্থ উপার্জন তেমন কষ্টকর ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই সব অবৈধ উপার্জনের টাকার হিসেব রাখাটাই ঝামেলার ব্যাপার। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই কারণেই ঐ মহিলা মেফেয়ারে এই গ্যাম্বলিং ক্লাব খুলে বসেছে। জুয়ায় উপার্জিত অর্থের উপর ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্ট-মেণ্টের কিছু করার নেই। আর আমার মনে হয় এ ধরণের একটা নকল পাসপোর্ট বেচারী সিলিয়া হয়তো হিকরি রোডে দেখে থাকবে। সেই কারণেই তাকে অসময়ে চলে যেতে হলো এই পৃথিবী থেকে।'

'মিস্ হবহাউসের এটা একটা চতুর পরিকল্পনা', বললো ইন্সপেক্টর শার্প। তাস খেলার মতো পাসপোর্টগুলো শাফল্ করলো সে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই এটা তার চতুর পরিকল্পনা। এটা আবিস্কারের মূলে মঁসিয়ে পোয়ারো, ধন্যবাদ তাঁকে, তিনি এখানে আমাদের মধ্যেই রয়েছেন, এখন সেই মহিলার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত শোনা যাক।'

হাসছিল পোয়ারো। প্রশংসার চোখে তার দিকে তাকালো মিসেস হাবার্ড। আলোচনা হচ্ছিল তার বসবার ঘরে।

'মিস্ ভ্যালেরি হবহাউস দারুণ লোভাতুর হয়ে উঠেছিল প্যাট্রিসিয়ার সেই হীরের আংটিটা দেখে। লোভ সামলাতে পারেনি। তার সেই আংটি থেকে আসল হীরে সরিয়ে সাদা গোমেদ পাথর বসিয়ে দেয়। অথচ চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয় সিলিয়া। মিস্ হবহাউসের সেই কাজ দেখে তখনি আমার মনে হয়েছিল, কি সাংঘাতিক চতুর এই মহিলাটি!'

'কিন্তু খুন!' বললো মিসেস হাবার্ড। 'ঠাণ্ডা-মাথায় খুন। সত্যি আমি এখনো বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

বিমর্ষ দেখায় ইন্সপেক্টর শার্পকে।

'এখনো পর্যন্ত সিলিয়া অস্টিনকে খুন করার মতো নির্দিষ্ট প্রমাণ আমরা পাইনি তার বিরুদ্ধে', বললো শার্প। 'অবশ্য সে যে স্মাগলিং-এর কারবারে যুক্ত তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। হয়তো সে নিজেদের বাজি ধরা আর তার কাছে মরফিয়া থাকার কথা সে জানতো, কিন্তু এব্যাপারে সত্যিকারের কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া আরো দুটি মৃত্যু ঘটে গেছে এখানে। মিসেস নিকোলেটিসকে সে বিষ খাইয়েছিল মেনে নিলাম—কিন্তু অপর পক্ষে প্যাট্রিসিয়া লেনকে সে নিশ্চয়ই খুন করেনি। আসলে একমাত্র সেই এ সব ব্যাপারে একেবারে সন্দেহমুক্ত। গেরোনিমো বলেছিল, মিস্

হবহাউস ঠিক ছ'টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। জানি না ঐ মেয়েটি তাকে ঘুষ দিয়েছিল কিনা—'

'না,' মাথা দুলিয়ে পোয়ারো বলে, 'সে তাকে ঘুষ দেয়নি।'

'হিকরি রোডের একেবারে শেষ প্রান্তের একটা কেমিস্টের দোকান থেকে মিস্ হবহাউস ফেস পাউডার আর এ্যাসপিরিন কিনে তাদের ফোন ব্যবহার করেছিল, এর প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। ছ'টা পনেরোয় কেমিস্টের দোকান ছেড়ে চলে আসে সে।

পোয়ারো তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'হ্যাঁ, এই খবরটাই তো চমৎকার।' বলে সে। 'আমরা তো এই খবরটাই চাইছিলাম। মানে বাইরে কোথা থেকে ফোন সে করেছিল কিনা।'

তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো ইন্সপেক্টর শার্প। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এখন আমাদের জ্ঞাত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা যাক। দেখা যাচ্ছে, ছ'টা আট মিনিটের সময় প্যাট্রিসিয়া লেন বেঁচে ছিলো, কারণ ঠিক ঐ সময় এই ঘর থেকে পুলিশ ষ্টেশনে ফোন করেছিল সে। এ ব্যাপারে আপনি একমত?'

'আমার মনে হয় না, এই ঘর থেকে ফোন করেছিল সে। এমন কি হলঘর থেকে নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইন্সপেক্টর শার্প। 'আমার ধারণা, ফোনটা এসেছিল পুলিশ ষ্টেশন মারফত। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না, আমি আমার সার্জেন্ট, পুলিশ কনষ্টেবল আর নিজেল চ্যাপম্যান সবাই অলীক অস্তিত্বের বিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়েছিলাম?'

'অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলতে পারি না। ফোনটা এসেছিল একটা কেমিষ্টের দোকানের কল বক্স থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর শার্পের চোয়াল ঝুলে পড়তে দেখা গেলো। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, ফোনটা করেছিল ভ্যালেরি হবহাউস? অর্থাৎ প্যাট্রিসিয়া লেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে, আর প্যাট্রিসিয়া লেন আগেই মারা গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে টেবিল চাপড়ে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো ইন্সপেক্টর, 'এ আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজের কানে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ আপনি একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন—এক নিঃশ্বাসে বলা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু প্যাট্রিসিয়া লেনের কণ্ঠস্বর আপনার অবশ্যই জানা নেই।'

'সম্ভবত আমার জানা নেই। কিন্তু নিজেল চ্যাপম্যান? সেও তো ফোনটা ধরেছিল, নিজেলও যে প্রতারিত হয়েছিল, এ কথা আপনি বলতে পারেন না। সেই কণ্ঠস্বর প্যাটের না হলে তিনি ঠিক ধরে ফেলতে পারেন।'

'হ্যাঁ', বললো পোয়ারো। 'নিজেল চ্যাপম্যান জেনে থাকতে পারেন। নিজেল বেশ ভালভাবেই জানতেন যে, সেই কণ্ঠস্বর প্যাট্রিসিয়ার ছিলো না। তার থেকে ভালো আর কেই বা জানতে পারে বলুন! কারণ নিজের হাতে পিছন থেকে পেপারওয়েটটা দিয়ে প্যাট্রিসিয়ার মাথায় আঘাত করে এসেছিল সে খানিক আগেই পুলিশ ষ্টেশনে যাওয়ার আগে।'

স্তব্ধ হলেন শার্প। সম্বিৎ ফিরে পেতে তার বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। 'নিজেল চ্যাপম্যান? প্যাট্রিসিয়া লেনের খুনী নিজেল চ্যাপম্যান? কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, কেন, কেনই বা সে তাকে হত্যা করতে গেলো? হয়তো সিলিয়া অস্টিন খুন করতে পারে প্যাট্রিসিয়া লেনকে, কিন্তু কেন?'

ধীর কণ্ঠে বললো পোয়ারো, 'কারণটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

'আপনাকে অনেকদিন দেখিনি', বৃদ্ধ উকিল মিঃ এণ্ডিকট বললো এরকুল পোয়ারোকে। 'তা এসেছেন ভালোই করেছেন।' দেঁতো হাসি হাসলো সে। 'আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি অবসর নিয়েছেন।'

'আজ আমি এখানে এসেছিলাম একজন অত্যন্ত পুরনো মক্কেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখনো আমি দু'একজন পুরনো বন্ধুর কেস নিয়ে থাকি। স্যার আর্থার স্ট্যানলি আমাদের একজন পুরনো বন্ধু এবং মক্কেল, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি তার আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেছিলাম। সে ছিলো অত্যন্ত বুদ্ধিমান—তার স্নায়ুকোষগুলো সবার থেকে ব্যতিক্রম ছিলো।'

'আমার বিশ্বাস, তার মৃত্যুর খবরটা গতকাল ছ'টার সময় ঘোষিত হয়েছিল।'

'হ্যাঁ,। শুক্রবার তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কিছুদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছিল সে।'

'লেডী স্ট্যানলি তো বছর আড়াই আগে মারা যায়। তার মৃত্যু কি ভাবে হয়েছিল বলতে পারেন?'

সঙ্গে সঙ্গে উকিল ভদ্রলোক উত্তর দেয়, 'অতিরিক্ত ঘুমের পিল খেয়ে। পুলিশী তদন্ত হয়েছিল। তাদের রিপোর্টও সেই একই কথা লেখা হয়েছিল, দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যু।'

'তার মৃত্যু সত্যি সত্যি কি সেই ভাবে হয়েছিল?'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললো মিঃ এণ্ডিকট, 'আমি আপনাকে অপমান করবো না। আপনার এরকম প্রশ্ন করার ভালো রকম যুক্তিই যে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু', এণ্ডিকট বলে চলে, 'কিন্তু তাঁর স্বামী তার স্বাক্ষ্যে বলে, তার স্ত্রী এক এক সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়তো, এমনিতে অতি মাত্রায় ঘুমের পিল খেতো সে বিনীদ্র রজনীর অবসান করার জন্য। পিল খেয়েছে কিনা বুঝতে না পেরে দ্বিতীয় দফায় ঘুমের পিল খেয়ে নিতো। মনে হয় ঘটনার দিন সে এই ভাবে দু-তিন

ক্ষেপ ঘুমের পিল খেয়ে থাকবে, আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে থাকবে।'

'মিথ্যে বলেনি তো সে ?'

'সত্যি পোয়ারো, অবান্তর প্রশ্ন। আপনি এ কথা ভাবতে পারলেন কি করে ?'

হাসলো পোয়ারো। 'ভাববার কারণ আছে বলেই তো বলছি', পোয়ারো বলে, 'এমনো তো হতে পারে, অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য সে তার স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়েছিল ?'

'না, তার জীবনে অন্য আর কোনো নারী ছিলো না। সে তার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলো।'

'হ্যাঁ, তা বটে, আমিও তাই মনে করি', বললো পোয়ারো। 'এখন যে কারণে আসা সেটা বলি—আপনি একজন সলিসিটর, আর্থার স্ট্যানলির উইল তো আপনি তৈরী করেছিলেন ? আর সম্ভবত আপনিই তার এক্সিকিউটর !'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর্থার স্ট্যানলির একটি ছেলে ছিলো। শুনেছি সেই ছেলেটি তার মা'র মৃত্যুর পর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে। তার বাবার উপর এত রেগে যায় যে, সে তার নাম পর্যন্ত বদলে ফেলে।'

'অন্য কি নামে সে তার পরিচয় দিয়েছিল ? তা আমার জানা নেই।'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আমার মনে হয় আর্থার স্ট্যানলি আপনার কাছে সীলমোহর করা একটা চিঠি রেখে গেছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কিংবা তার মৃত্যুর পর সেটা খোলা যেতে পারে।'

'সত্যি পোয়ারো। বয়সের এই মধ্য গগনে আজও আপনি জ্বলজ্বল করছেন। চিঠির ব্যাপারটা আপনি জানলেন কি করে ?'

'তাহলে আমার অনুমান ঠিক ? আমার আরো মনে হয়, সেই চিঠিতে একটা বিকল্প ব্যবস্থাও ছিলো। হয় সেই চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে হবে কিংবা প্রয়োজনে আপনাকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'আপনি যখন সব ঘটনাই জানেন', বললো এণ্ডিকট, 'আপনি যা যা জানতে চাইবেন সবই বলবো আপনাকে। আমি জানলাম যে, আপনার পেশাগত ব্যাপারে তরুণ নিজেল সম্পর্কে আপনি অনেক কিছুই জেনে ফেলেছেন। তা এই শয়তানটা এখন কি করছে জানতে পারি ?'

'আমার মনে হয় তার কাহিনী এই রকম ঃ বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর সে তার নাম বদলে পরিচয় দেয় নিজেল চ্যাপম্যান হিসেবে। তারপর সে এক স্মাগলিং র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে—ড্রাগ আর জুয়েলারীর চোরা-চালানে। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের স্মাগলিং-এর কাজে লাগায় সে। নিজেল চ্যাপম্যান আর এক তরুণী মিস ভ্যালেরি হবহাউস এই র‍্যাকেটের অংশীদার। চোরা-চালানের ব্যবসা তাদের বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু মাঝ পথে যে হোস্টেলে তারা

এই পাপ ব্যবসা চালাতো সেখানকার দু'জন ছাত্রী আর হোস্টেলের একজন পাচিকার মিসেস নিকোলেটিসের কাছে কোনো ব্যাপারে ধরা পড়ে যায়। তখন সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাদের তিনজনকে হত্যা করে। তার খুনের মোটিভও আমাদের কাছে এখন আর অজানা নয়। তবে তার বিরুদ্ধে খুনের নির্দিষ্ট চার্জ আনার জন্য তার অতীত ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। আমার ধারণা তার বাবা আর্থার স্ট্যানলি তার সেই চিঠিতে নিশ্চয়ই নিজেল সম্পর্কে কটাক্ষ করে গেছেন। তাই আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি সেই চিঠিটা আমাকে একবার দেখান—'

'বেশ তো, এখনি দেখাচ্ছি।' মিঃ এণ্ডিকট উঠে দাঁড়ালো। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা আলমারি থেকে একটা লম্বা খাম বার করে এনে পোয়ারোর হাতে তুলে দিলো। খামের ভেতর থেকে দুটি চিঠি বেরিয়ে এলো। প্রথম চিঠিটার ভাষা এই রকম ঃ

প্রিয় এণ্ডিকট,

আমার মৃত্যুর পর এই চিঠিটা তুমি খুলবে। আমার ইচ্ছে, আমার পুত্র নিজেলের খোঁজ করবে তুমি। খবর নিও, সে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে কিনা। এখানে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি, সেটা কেবল আমি একাই জানি। নিজেলের চরিত্র কোনো সময়েই সন্তোষজনক ছিলো না। দু'দুবার সে আমার স্ত্রীর সই জাল করে আমার ব্যাংক থেকে চেক ভাঙ্গায়। কিন্তু আমি তাকে সাবধান করে দিই, তৃতীয়বার এরকম অপরাধ সে যেন আর না করে। তৃতীয়বারই সে তার মায়ের সই জাল করে আবার ব্যাংক থেকে চেক ভাঙ্গায়। নিজেলকে সে এর জন্য চার্জ করে। আমি স্ত্রীকে নীরব থাকার জন্য অনুরোধ করি। সে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে নিজেলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীকে ঘুমের পিল খাওয়ানোর দায়িত্ব ছিলো নিজেলের। ঘুমের পিলের প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে আমার স্ত্রী আমার কাছে এসে সব খুলে বলে পরদিন সে নিজেলের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। কিন্তু পরদিন সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমি ভালো করেই জানি, তার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী।

নিজেলকে তার মায়ের হঠাৎ মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত করে আমি বলি, পুলিশের কাছে তার নামে আমি অভিযোগ করবো। সে তখন বেপরোয়া ভাবে আমাকে অনুরোধ করে পুলিশকে না জানানোর জন্য। এণ্ডিকট, আমার মতো অবস্থায় পড়লে তুমি কি করতে? আমার অপরাধী ছেলের জন্য আমার কোনো মোহ নেই। তাকে বাঁচানোর কোনো কারণও দেখতে পাচ্ছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেউ একবার খুনী হলে বার বার খুনী হতে বাধ্য সে। ভবিষ্যতে আরো অনেকে তার শিকার হতে পারে। আমি আমার ছেলের সঙ্গে দরদস্তুর করলাম। জানি না ঠিক করলাম, নাকি ভুল করলাম। তাকে তার দোষ স্বীকার করতেই হবে। আর তার সেই স্বীকারোক্তি আমি রেখে যাবো। তখনকার মতো তাকে রক্ষা করার

শর্ত ছিলো, তাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে, আর কোনোদিনও সে ফিরে আসতে পারবে না। তবে যেখানেই সে যাক না কেন, নতুন করে জীবন যেন শুরু সে করে। আমি তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবো। স্বাভাবিকভাবেই সে তার মার টাকা পাবে। তার ভালো শিক্ষাদীক্ষা আছে। ভালো হওয়ার সব রকম সুযোগ তার আছে।

কিন্তু সে যদি কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, যে স্বীকারোক্তি সে আমাকে দিয়ে গেছে, সেটা পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত। আমি মনে করি, আমার মৃত্যু দিয়ে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তুমি আমার সব থেকে পুরনো বন্ধু। আমি তোমার কাঁধে একটা বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছি। তবে আমার স্ত্রীর নাম নিয়ে তোমাকে এই অনুরোধ করছি, আর সেও তো তোমার বন্ধু ছিলো। নিজেলের খোঁজ কোরো। তার রেকর্ড যদি পরিস্কার হয়, এই চিঠিটা আর নিজেলের স্বীকারোক্তি নষ্ট করে ফেলো। আর যদি না হয়—তাহলে তার বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত।

তোমার স্নেহের বন্ধু,
আর্থার স্ট্যানলি

'আহ!' বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো পোয়ারো। তারপর নিজেলের স্বীকারোক্তির উপর চোখ রাখলো সে।

আমি এখানে স্বীকার করছি, ১৮৯৫—১৮ই নভেম্বর অতিরিক্ত ঘুমের পিল খাইয়ে আমি আমার মাকে হত্যা করেছি—

নিজেল স্ট্যানলি

মিস লেমনের রেখে যাওয়া শেষ চিঠিটা সই করলো এরকুল পোয়ারো। 'একটাও ভুল হয়নি', গম্ভীর ভাবে বললো পোয়ারো।

'আশা করি আমি প্রায়শই ভুল করি না', বললো মিস লেমন।

'প্রায়শই নয় তবে এটা ঘটেছিল। ভালো কথা, তোমার বোন কেমন আছে?'

'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, জাহাজে চড়ে এখন ঘোরবার কথা ভাবছে। দক্ষিণের রাজধানীগুলোতে।'

'আহ', অস্ফুটে বললো পোয়ারো। তার বিস্ময় জাগে যদি—সম্ভবত—জাহাজে চড়ে ঘুরতে—? তাই বলে এই নয় যে, সে নিজে সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা করবে—এমন কি কাউকে কোনো পরামর্শ দিতে যাওয়ার জন্যও নয়।......

তার পিছনের ঘড়িতে একবার শব্দ হলো। পোয়ারো হালকা সুরে বললো,—

'ঘড়িটা একটা বাজার সময় ঘোষণা করলো,
নেংটি ইঁদুরটা নিচে নেমে এলো
হিকরি ডিকরি ডক।'